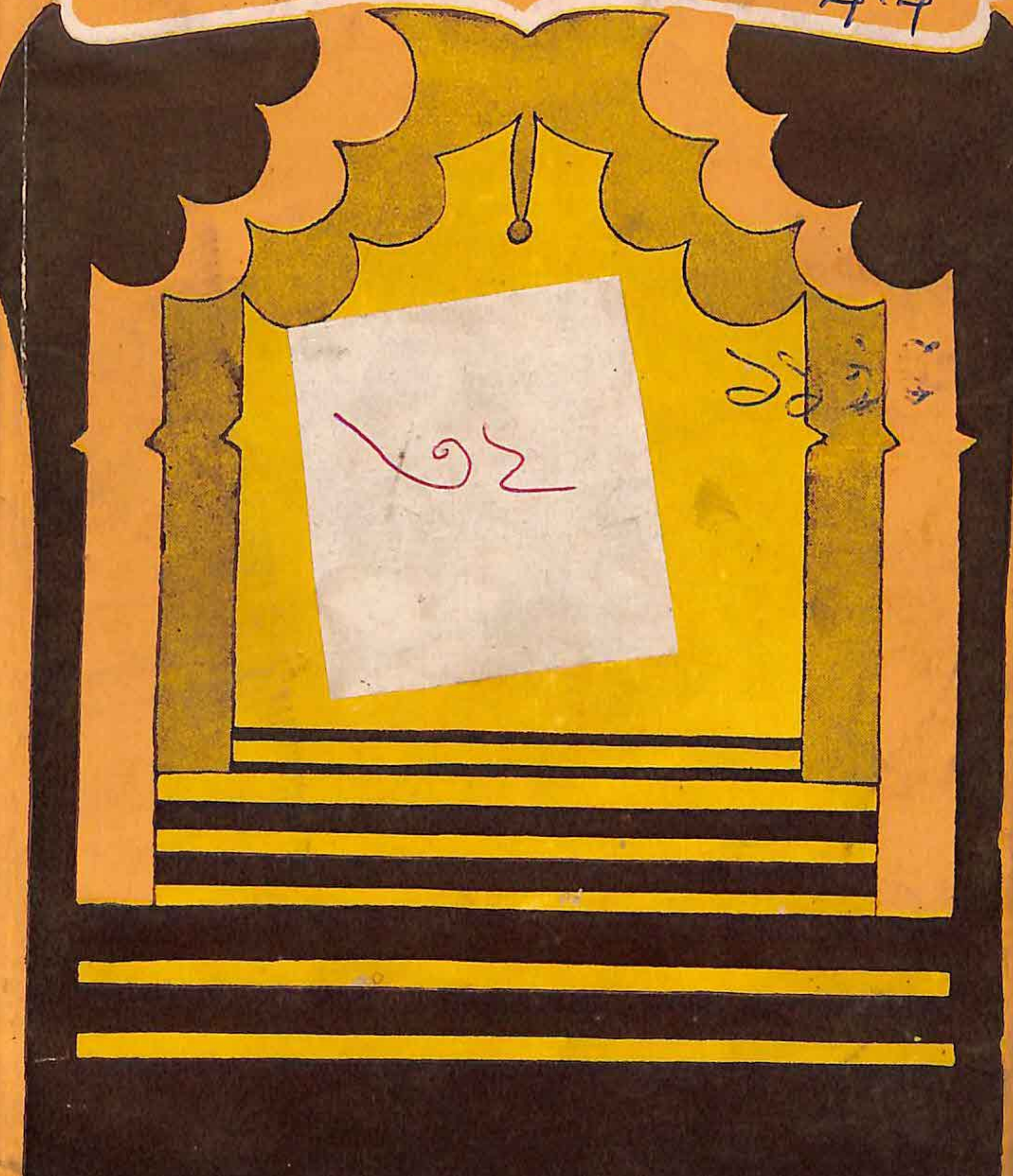
লীলা মজুমদারের

ছোটদের সমগ্র নাটক



লীলা মজুমদারের

ছোটদের সমগ্র নাটক

লীলা মজুমদার

দে'জ পাবলিশিং ॥ কলিকাতা ৭০০০৭৩

প্রথম প্রকাশ
মাঘ ১৩৯০
ফেব্রুয়ারী ১৯৮৪

প্রকাশক
শ্রীসুধাংশুশেখর দে
দে'জ পাবলিশিং
১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট
কলিকাতা-৭০০০ ৭৩

প্রচ্ছদ : রঞ্জন দত্ত

মুদ্রক :
স্বপন কুমার দে
দে'জ অফসেট
১৩, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট
কলিকাতা-৭০০ ০৭৩

১৫ টাকা

যে সব নাটক আছে

রূপ প্রতিযোগিতা

পাত্র-পাত্রী

মিঃ অধিকারী—ম্যানেজার। আধাবয়সী কাঠখোট্টা, ব্যস্তসমস্ত চেহারা। কালো প্যান্ট আর হাওয়াই শার্ট পরা। সরকারী আপিসের ভালো চাকরে ও মধ্য কলকাতার মাতব্বর।

এণা দেবী—১ম বিচারক। আধাবয়সী, কালো, সাদামাটা ও কড়া চেহারা। উচ্চশিক্ষিতা অধ্যাপিকা।

মীনা দেবী—২য় বিচারক। অল্পশিক্ষিতা, আধাবয়সী, ফরসা, এক-কালের সুন্দরী, আহ্লাদী গিন্নির মতো চেহারা।

১নং সুন্দরী—অহঙ্কারী, ম্যাক্সি পরা।

২নং সুন্দরী—নেকী, ফ্যাশানেব্‌ল্‌ শাড়ি-ব্লাউজ গয়না পরা।

৩নং সুন্দরী—অতি আধুনিকা, স্ল্যাক্‌স আর ঢল্‌কো শার্ট পরা।

৪নং সুন্দরী—উন্নাসিকা, শালওয়ার-কামিজ পরা।

৫নং সুন্দরী—ব্লু জীন্‌স্‌, ঢল্‌কো শার্ট, কেড্‌স পরা। বছর ১৩ বয়স, মিষ্টি মুখ।

১-৪ নং সুন্দরীদের বব্‌ করা চুল। খালি ২নং ববের ওপর কৌশল করে নকল খোঁপা এঁটেছে।

স্টেজ—মধ্যিখানে ৫ জন সুন্দরী দাঁড়াবার জন্য একটি মঞ্চ। সামনে বাঁ দিকে বিচারকদের আর ম্যানেজারের জন্য তিনটি চেয়ার। ডানদিকে ৫টি ছোট চেয়ার বা একটি বেঞ্চ; সুন্দরীরা বসবে। সুন্দরীদের চলা-ফেরার যথেষ্ট জায়গা। পিছনে স্ক্রীনে একটা বড় পোস্টারে লেখা।

*** মধ্য-কলিকাতা ***

বার্ষিক রূপ-প্রতিযোগিতা

মিঃ অধিকারী। যাক্, নিশ্চিন্ত হওয়া গেল। দুই বিচারকই একসঙ্গে এসে গেলেন। চারটে তো বাজে।

এণা দেবী। একসঙ্গে না এসে করি কি, যখন একটা গাড়িই দুজনকে তুলে আনল।

মীনা দেবী। আমার জন্যেই ভাই, দেরি হল। তাই দিদি কত রাগ করছিলেন। ওনাদের কলেজে কিনা ঘণ্টা ধরে কাজ হয়। তাছাড়া আমাদের গয়লাটি তো আর—

এণা দেবী। আমি তোমার চেয়ে এক বছরের ছোট, আমাকে দিদি বল না।

মীনা দেবী। দেখে তো আর মালুম দেয় না—

মিঃ অধিকারী। দেখুন, এখন ওসব আলোচনা বরং থাক। আপনাদের এই প্রতিযোগিতা সম্পর্কে কয়েকটা কথা বলে রাখা উচিত। এ হল নিতান্ত ঘরোয়া ব্যাপার। চাঁদা করে খরচপত্র পুরস্কারের টাকা ইত্যাদি তোলা হয়েছে। আপনাদের মতো অভিজ্ঞ ও বিশিষ্ট ভদ্রমহিলারা যে বিনা পারিশ্রমিকে এত কষ্ট করতে রাজি হয়েছেন, সে-জন্য আমরা বড়ই কৃতজ্ঞ—

এণা দেবী। দেখুন, অত বিনয়ের কোনো দরকার নেই। ঠিক বিনা পারিশ্রমিকে আসিনি আমি। (অধিকারীর চমকে ওঠা)— না, না, ভয় পাবেন না, টাকাকড়ি চাই না। ব্যাপার হল কি, আমি সমাজ-বিজ্ঞানের ওপর একটা বই লিখছি, এখানে তার জন্য বেশ কিছু মেটিরিয়েল পাওয়া যেতে পারে। তবে মীনা দিদি কেন এসেছে বলতে পারলাম না।

মীনা দেবী। বাঃ! আমি মুখ্যু বলে অমনি খোঁটা দেওয়া হল তো!! সোজা কথাই বলব, আমি আমার ছোট ছেলে ন্যাপার জন্য একজন সেরা সুন্দরী খুঁজছি। ভাবলাম এই সুযোগে পেয়ে যাব।

মিঃ অধিকারী। তা সুন্দরী যথেষ্ট দেখবেন। এরা সবাই মধ্য-কলকাতার অধিবাসিনী। ১৮ বছরের মধ্যে বয়স। সবাইকে গার্জেনের অনুমতি নিয়ে আসতে হয়েছে, যাতে শেষটা ঝামেলা না

হয়। মধ্যকলকাতার ৫টি এলাকার মাতব্বররা এঁদের নিজের নিজের পাড়ার থেকে সিলেক্ট করে পাঠিয়েছেন। আপনারা চরম বিচার করে দেবেন। যে প্রথম হবে সে ৫০০ টাকা পুরস্কার পাবে। বাকি চারজন ১২৫ টাকা করে পাবে। কোনো অসুবিধে নেই। যার যা খুসি পরে আসবে।

এণা দেবী। তা তো বটেই। পোষাকের তো আর বিচার হচ্ছে না।—

(হুড়মুড় করে চারজন সুন্দরীর প্রবেশ ও
অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকা।)

মিঃ অধিকারী। বেশ, তাহলে মালক্ষ্মীরা, তোমরা একটু দম নাও। আমি বিচারকদের সবটা বুঝিয়ে দিই। হ্যাঁ, বলছিলাম—যার যেমন খুসি মেক্‌আপ্ করবে—

মীনা দেবী। ওমা! তাহলে কি করে আসল চেহারা বোঝা যাবে ভাই? আমার মতে সক্কলকে সাবান-গরম-জলে মুখ ধুইয়ে, গামছায় রগড়ে দেওয়া উচিত।

১ নং, ২ নং, ৩ নং, ৪ নং। ঈশ্! তাহলে আমরা সবাই বাড়ি চলে যাব না! বলে কাল থেকে না খেয়ে, না ঘুমিয়ে, তৈরি হয়েছি !!

অধিকারী। আচ্ছা, আচ্ছা, অত উত্তেজিত হবার কি আছে। উনি বললেন ওঁর নিজের মতটা, প্রতিযোগিতার নিয়ম তো আগেই শুনেছ। এবার সবাই চুপটি করে মঞ্চে গিয়ে দাঁড়াবে নাকি?

১ নং। ওমা! তা কি করে হবে? ৫ নং তো আসেইনি!

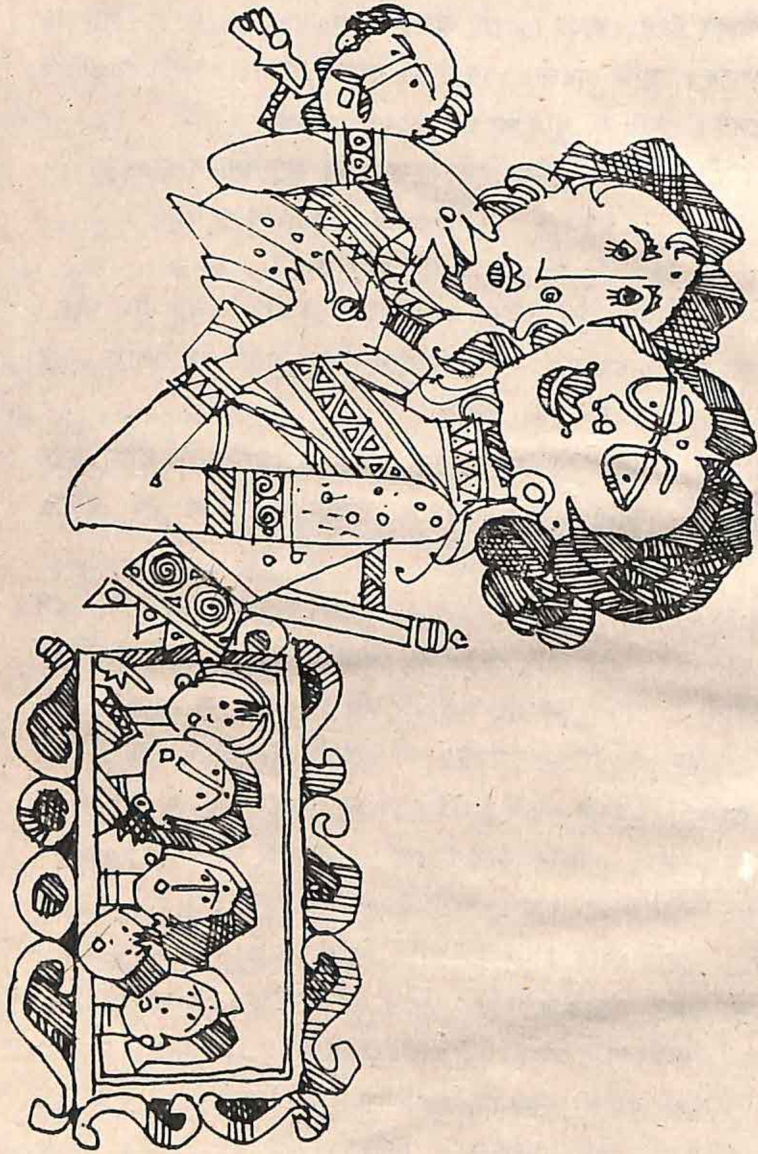
২ নং। খবরও পাঠায়নি। তার মানে আসবে।

৩ নং। দেরি হবার কারণ হল বাসে কিম্বা ট্যাক্সিতে আসবে। আমার মাসিদের পাশের বাড়িতে থাকে। বেশ গরীব। গাড়িটাড়ি নেই।

৪ নং। একবেলা নিরামিষ খায়। ভালো মেক্‌আপ কিনবার পয়সাও নেই। কেন যে এর মধ্যে নাম দিয়েছে!

এণা-মীনা। দেখ মালক্ষ্মীরা, তোমাদেরি মতো, ওকেও পাড়ার মাতব্বররাই সেরা সুন্দরী বলে সিলেক্ট করেছেন।

১ নং। দেখুন, আমাদের বিচারক পছন্দ হয়নি।



অধিকারী। তাই দিয়ে তো আর কথা নয়, মা। এখন বিচারকরা তোমাদের মধ্যে কাকে সব চেয়ে বেশি পছন্দ করেন, সেটা দেখ।

২ নং। আমরা পুরুষ বিচারক চাই। তারা অনেক বেশি সহানুভূতিশীল হয়। কোথাও তো মেয়ে বিচারককে রূপের বিচার করতে শুনিনি—

অধিকারী। দেখ বাছা, কথা বাড়িও না। অনেক ভেবেচিন্তে কর্তৃপক্ষ এঁদের নির্বাচন করেছেন। পক্ষপাতশূন্য বিচারক খুব সহজে মেলে না।

মীনা দেবী। হ্যাঁ। যা বলেছ! পুরুষরা কোনো সময়ই পক্ষপাতশূন্য হয় না।

(ঘড়িতে চারটে বাজল)

অধিকারী। কি জ্বালা! এখনো ৫ নং এল না। মেয়েদের যদি একটু সময়-জ্ঞান থাকে! আরে মশাই—ত্রিশ বছর আগে, আমার নিজের বিয়ের লগ্ন প্রায় পার করে দিয়ে, তবে কন্যা পিঁড়িতে এসে বসলেন—

মীনা দেবী। ও দিদি! আমার যে সব গুলিয়ে যাচ্ছে! সব কটাই যে সমান সুন্দরী। এর মধ্যে কোনটাকে—আচ্ছা ঐ ৩ নং লেখাটি ব্যাটাছেলে নয় তো? সেই রকমই তো মনে হচ্ছে—ছোট ভায়ের প্যাণ্টেলুন, বাপের শার্ট—

(১নং | ৪নং এর উচ্চ হাস্য)

অধিকারী। চুপ, চুপ! অত হাসির কি হল, বাপু। কিন্তু এ তো বড় ঝকমারি রে বাবা! ৫ নং-এর এখন পর্যন্ত দেখা নেই। আরেকটুক্ষণ দেখে ওকে বাদ দিয়েই কাজ করতে হবে দেখছি।

(১নং—৪নং-এর গুজুর-গুজুর—না, কক্ষনও না।)

অধিকারী। কি মুশকিল! আচ্ছা তোমরা যে যার জায়গায় দাঁড়াও দিকিনি। সে আসুক আর না-ই আসুক, ঘড়ি ধরে সাড়ে চারটায় বিচার শুরু হবে।

৩ নং। কেন আমরা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ক্লান্ত হব ?

৪ নং। সে কি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আসছে ? বেশিক্ষণ দাঁড়ালে আমার কপাল চক্-চক্ করে।

১ নং। আমার চুল নড়ে যায়, পা ব্যথা করে।

২ নং। আমার পোজ নষ্ট হয়ে যায়।

অধিকারী। বেশ, বেশ। তোমরা তাহলে ওদিকের চেয়ারগুলোতে গিয়ে বসেই থাক। কিন্তু মনে থাকে যেন, ৪-২০ থেকে আর একটি কথা নয়। যে কথা বলবে তাকে—তাকে—তাকে ডিস্‌কোয়ালিফাই করব—

২ নং। কি বলছে ? কি করবে ?

১ নং। তাড়িয়ে দেবে।

৪ নং। কেন তাড়িয়ে দেবেন ? কথা বললে কি আমরা কম সুন্দরী হয়ে যাব ?

৩ নং। জগনদা বলে মরে গেলেও আমার রূপ কমবে না।

মীনাদেবী। তোমরা এত কথা বল কেন ?

২নং। কেন, কথা বললে কি হয় ?

এণাদেবী। ঠোঁটের শেপ্ খারাপ হয়ে যায়।

১নং—৪নং। ও বাবা! তাই নাকি! মিঃ অধিকারী, আমরা শেষ একবার ড্রেসিংরুমে গেলাম।

(সুন্দরীদের সকলের প্রস্থান)

অধিকারী। উঃফ্! এতক্ষণ পর একটু হাঁফ ছেড়ে বাঁচা গেল! সুন্দরীরা যে কি সাংঘাতিক চিজ্, আগে যদি জানতাম! দেখুন, প্রেক্ষাগৃহে অনেক দর্শক এসেছেন। আপনারা একটু আস্তে কথা বলুন।

মীনাদেবী। কেন বাপু, এনেছ তো সেধে। তা এক পেয়ালা চা পর্যন্ত খাওয়াওনি।

এণাদেবী। আঃ, মীনাদি। আমাদের সম্মানিত পদের জন্যেই ওঁরা আমাদের এনেছেন। তোমার স্বামীর এত প্রতিপত্তি আর বলতে

নেই—আমিও তো মস্ত একটা কলেজ চালাই। এঁরা কেউ তুচ্ছতাচ্ছিল্য করলে আমাদের কিই বা এসে যায়?

মীনাদেবী। যা বলেছ। কি বুদ্ধি ভাই তোমার। তাই ডাক্তারি কর না, অথচ এঁরা তোমার নামের আগে ডক্টর লিখেছেন দেখলাম। তবু একশ বার বলব এই রূপ বিচারের ব্যাপারের তুমি কি বোঝ? রূপসী দেখেছ কখনো?

এণাদেবী। তুমিই বা কত দেখেছ শুনি? তুমিই বা কি জান? আমি দেশ-বিদেশের রূপচর্চার বই পড়েছি।

মীনাদেবী। হ্যাঃ, রাখ তোমার রূপচর্চার বই! আমি ভাই, সত্যি কথাই বলব, কিছু মনে টনে কর না। আমাদের সময় কোনো রূপসীর সাধ্য ছিল না কলেজের চৌকাঠ মাড়ায়। তার অনেক আগে টপাটপ সব বিয়ে হয়ে যেত। কিছু কালো মেয়ের বড়লোক বাবারাও টাকাকড়ি খরচ করে পনেরোতে মেয়ে পার করত। বাকি যত গরীব আর হতকুচ্ছিৎ পড়ে থাকত, তারাই কলেজে পড়ত, পাস দিত, মেটেল পেত, কলেজে পড়াত—আমার বাপু ১৪তে বিয়ে হল। বাবা! কি সাধাসাধি—

এণাদেবী। আচ্ছা, আচ্ছা, যথেষ্ট বলেছ। শুধু ফরসা রঙের জোরে বিয়ে হয়ে গেলেই তো আর কেউ রূপচর্চায় পণ্ডিত হয় না। খানিকটা জ্ঞান-গম্যিও দরকার। তুমি তো PERSONAL CO-EFFICIENT (পার্সনাল কো-এফিসিয়েন্ট) কথাটার মানেই জান না। তবু রূপ বিচার করতে বসেছ! আমি সুন্দরী না হতে পারি, কিন্তু এসব জিনিস চাক্ষুষ দেখা আমার দরকার, সমাজ-বিজ্ঞান নিয়ে বই লিখছি।

মীনাদেবী। বই লিখছ তো আমার মাথা কিনেছ। বই দিয়ে কি হবে শুনি? এর আগে তুমি একটাও বিউটি কনটেস্ট দেখেছ?

এণা। তুমি দেখেছ?

মীনা। (কাষ্ঠ হেসে) দেখেছি মানে? যোগ দিয়েছি পর্যন্ত। আজকাল তো কে সুন্দর কে কুচ্ছিৎ টেরই পাওয়া যায় না। আমাদের

সময় রূপের একটা মান ছিল। বাঁশীর মতো নাক, হরিণের মতো চোখ, কুঁদফুলের মতো ঠোঁট, পদ্মফুলের মতো হাত পা, সোনার মতো বরণ, হাঁটু অবধি কালো কোঁকড়া চুল! এইসব নিয়ম মেনে আমার পাঁচ শাশুড়ি ১০০ মেয়ে দেখে, তবে আমাকে পছন্দ করেছিলেন। ভিজে গামছা দিয়ে ঘষে গায়ের রং পরখ করে, চুল খুলিয়ে, পায়ের তলায় সুতো চালিয়ে—

অধিকারী। এ্যা! সে আবার কি?

মীনা। তাও জান না? সুলক্ষণা না হলে সুন্দরী কিসে? লক্ষ্মীর মতো পা হবে, মাটিতে পেতে পড়বে—আচ্ছা, বাপু, তুমি এর মধ্যে নাক গলাচ্ছ কেন, বলতো?

অধিকারী। বাঃ, আমি এ ব্যাপারটা ম্যানেজ করছি, আমার এসব জানা দরকার—ওকি!

(বাইরে একটা দ্দমদাম শব্দ, তারপর ৫নং লেখা ব্যাজ হাতে, হুড়মুড় করে ৫নং সুন্দরীর প্রবেশ। ব্লু জীন্‌স, ঢিলে শার্ট, পায়ে কেডস, বাবরি চুল, মেকআপের বালাই নেই, মিষ্টি মুখ, কিঞ্চিৎ ঘর্মাক্ত কলেবর)

অধিকারী। (রাগতভাবে) এতক্ষণে মা-ঠাকরুণের আসা হল? এখন আর মুখ ধোবারও সময় নেই। যেমন আছ তেমনি থাকতে হবে। আমি আর কি করবো?

৫নং। (আমতা আমতা করে) ইয়ে—মানে—আমি—

অধিকারী। (ধমক দিয়ে) ফের আমি—আমি! আর কথা নয়। এক মিনিটও সময় নেই। দাঁড়িয়ে পড়।

এণাদেবী। ইস্, দেখ মেয়ের কাণ্ড! নম্বরটা আঁটে নি—

৫নং। আমি কিনা--আমি—আমি—

এণাদেবী। আরে থামো বাপু, যা বলবার পরে বল।

(নম্বর আঁটন ও টেনে যথাস্থানে দাঁড় করানো, ঘণ্টার শব্দ। বাকি চার সুন্দরীর প্রবেশ। ৫নং-এর ছিরি দেখে মুচকি হাসি ও যে যার জায়গায় দাঁড়ানো)

১নং। উঃফ, বাঁচা গেল। মনে মনে একটা ভয় ছিল। ঐ রূপ নিয়ে কি বলে নাম লেখাল ভাই!

(সকলের হাস্য)

অধিকারী। (গর্জন করে) Silence Please!

(শেষ ঘন্টা পড়ল। সবাই চুপ। খালি ৫নং মরিয়া হয়ে ইদিক-উদিক তাকাতে লাগল)

অধিকারী। (সামনে এসে, নোট দেখে পাঠ)

এবার আমাদের রূপ-প্রতিযোগিতা আরম্ভ হল। এর একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য হল—

এণাদেবী। 'বিশেষ' কথাটা কেটে দিন।

অধিকারী। আচ্ছা, আচ্ছা—একটি বৈশিষ্ট্য হল—কেমন ন্যাড়ান্যাড়া শোনাচ্ছে না? বৈশিষ্ট্য হল এই প্রতিযোগিতা সম্পূর্ণ ঘরোয়া ব্যাপার। প্রতিদ্বন্দ্বীরা সবাই মধ্য কলকাতায় থাকেন। বিচারকরা অন্য পাড়ায়। এঁরা হলেন পক্ষপাতশূন্য মহিলা।

মীনাদেবী। পুরুষরা তো আর পক্ষপাতশূন্য হয় না।

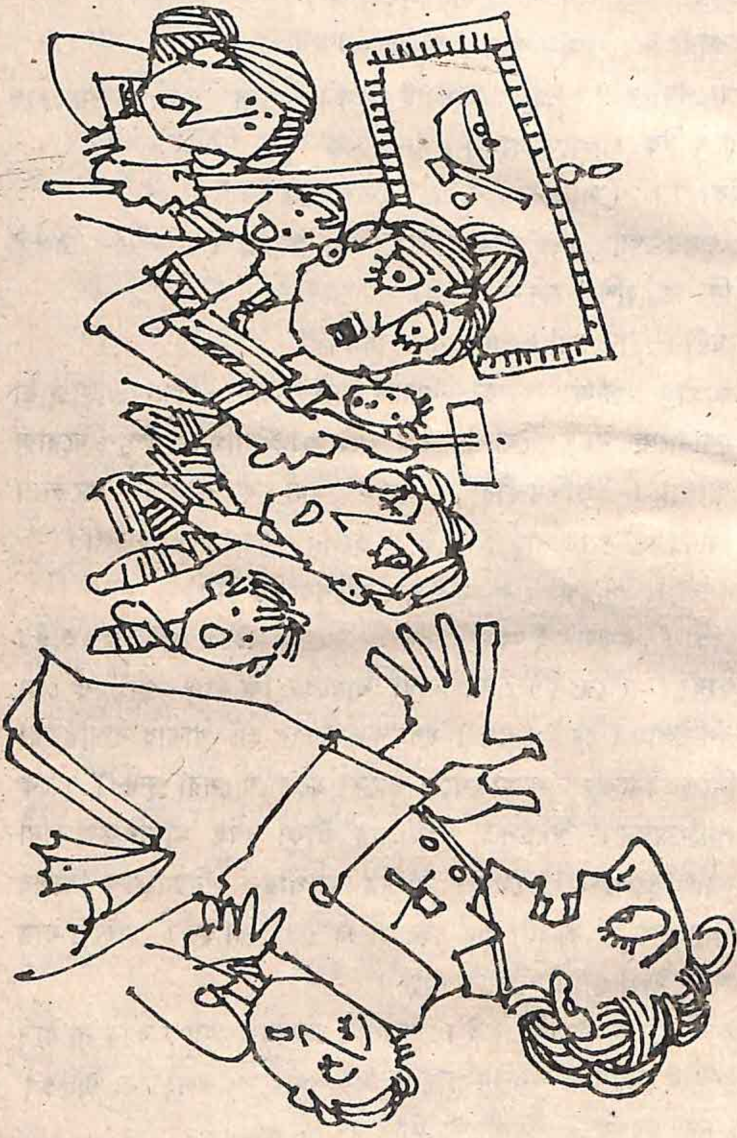
এণাদেবী। হওয়াটাই অস্বাভাবিক। আমার বইতে তাই লিখেওছি।

অধিকারী। (রেগে) আপনারা থামবেন কি না? হ্যাঁ, কি যেন বলছিলাম (নোট দেখে) মধ্য কলকাতার ৫টি পাড়ার নাগরিকরা নিজের নিজের এলাকা থেকে তাঁদের মতে যে সেরা সুন্দরী, তাকে পাঠিয়েছেন। খরচপত্র, পুরস্কারের টাকা সবই নাগরিকরা চাঁদা করে তুলেছেন। গেরস্ত বাড়ির ব্যাপার। নিয়মটিয়ম বিশেষ কিছু নেই। বয়সটা শুধু যেন ১৮-র বেশী না হয়। নইলে যার যেমন ইচ্ছা সেজে আসতে পারে।

মীনাদেবী। এসেছেও তাই। আসল চেহারা বোঝে কার সাধ্যি! বলছিই তো ভিজে নতুন গামছা দিয়ে সবার মুখ রগড়ানো উচিত!

১নং—৪নং। শেম্! আমাদের দাবি মানতে হবে।

অধিকারী। দোহাই মা লক্ষ্মীরা, শেষ মুহূর্তে সব পণ্ড কর না। বাঃ, ৫নং কেমন লক্ষ্মী হয়ে দাঁড়িয়েছ!



৫নং (ব্যাকুলভাবে) আমি—আমি—

অধিকারী। আচ্ছা, আচ্ছা, এখন চুপ কর। পরে শুনব।

অধিকারী। এবার পরীক্ষার নিয়মগুলো বলি। প্রতিদ্বন্দ্বীরা নম্বর অনুসারে, নিজের জায়গায় দাঁড়িয়ে প্রথমে ২-৩ বার ঘুরবে। তারপর মঞ্চ থেকে একে একে নেমে বিচারকদের সামনে দিয়ে মার্চ করে ঘুরে নিজের জায়গায় ফিরে যাবে। একজন ফিরে গেলে, তবে পরের জন ঘুরবে। সেই অবসরে বিচারকরা নম্বর দেবেন।

এণাদেবী। নম্বর দেব মানে? কোশ্চেন কোথায়? নাকি নাক এত, কান এত, মুখ এত,—ইত্যাদি লিখব?

অধিকারী। না, না। তাহলে বড্ড দেরি হয়ে যাবে। সাড়ে ৫টায় হল ছেড়ে দিতে হবে। মোটের ওপর নম্বর দেবেন। নিখুঁত সুন্দরী হলে ১০০। নইলে নিজেদের মধ্যে আলোচনা করে যথাযোগ্য নম্বর দেবেন।

(৫নং-এর নড়াচড়া)

অধিকারী। আঃ ৫নং! পরে তোমার কথা শুনব।

৫নং। (রাগত) বেশ, আমি এই চুপ করলাম!

(৫ মিনিট মৃদু বাদ্য ও বিচারকদের গুজুর গুজুর। স্টেজে প্রতিদ্বন্দ্বীরা আদেশ মতো কাজ করে যাবে)

অধিকারী। ওকি! আরো ৫ মিনিট আছে যে আপনাদের, উঠছেন কেন?

মীনাদেবী। আরো ৫ মিনিটের দরকার নেই। আমরা ফলাফল ঠিক করে ফেলেছি। দুজনের একমত।

অধিকারী। বেশ, তাহলে তাই লিখে দিন। নিচে দুজনে স্পষ্ট করে নাম সই করবেন। নইলে পরে আমাকে না মেলা ঝক্কি পোয়াতে হয়।

এণাদেবী। এই নিন্, ধরুন। সব লেখা আছে।

(সভায় মৃদু গুঞ্জন, গলা খাঁকারি টেবিলঘন্টির শব্দ। মিঃ অধিকারীর গলা খাঁকারি। সভা নীরব হলে, পাঠ)



অধিকারী। আমি আনন্দের সঙ্গে আমাদের মধ্য-কলকাতার রূপ প্রতিযোগিতার সর্ববাদীসম্মত ফল ঘোষণা করছি। ১ম পুরস্কার, ৫০০ টাকা। প্রাপক—৫নং। কারণ বিচারকদের মতে বিনা সাজগোজে, বিনা মেকআপে এমন মিষ্টি মুখ আর বেত গাছের মতো শরীর কোথাও দেখা যায় না।

(করতালি, জয়ধ্বনি, পা ঠোকা ইত্যাদি)

(১নং, ২নং, ৩নং, ৪নং। ঈ—ই-ই-শ !)

অধিকারী। বাকি চারটি পুরস্কার, প্রতিটি ১২৫ টাকা করে। প্রাপক, ১নং, ২নং, ৩নং, ৪নং। কারণ বিচারকদের মতে তাদের সবাইকে সমান সুন্দর দেখাচ্ছে !

(পুনরায় করতালি ইত্যাদি)

৫ নং। দেখুন, এবার আমার কথা বলতে পারি ?

অধিকারী। আচ্ছা ৫ নং, গোড়া থেকেই তুমি কেন এরকম ছটফট, কিলবিল, আর কথা বলার চেষ্টা করছ বল তো ? তুমি না সবচেয়ে সুন্দরী মেয়ে নির্বাচিত হয়েছ ?

৫ নং। না, স্যার, তা নয়। সেই কথাই বলবার চেষ্টা করছিলাম, তা আপনি কিছুতেই কথা বলতে দিলেন না। আমি মেয়েটেয়ে নই। হতে চাইও নাই। মেয়েদের ব্যাপার আমি পছন্দও করি না। কিন্তু আমাকে আসতেই হল। কারণ দাদু সকাল থেকে দিদিকে চানের ঘরে বন্ধ করে রেখেছেন। বলেছেন বিউটি কন্‌টেস্টে যেতে হবে না। আর আমাকে বলেছেন, 'যা নম্বর টম্বর ফেরৎ দিয়ে, সব কথা বলে আয়'। তা আপনারা কিচ্ছু বলতেই দিলেন না। অবিশ্যি দাদুর সব কথা কাউকে বলাও যায় না। (হাস্য)

এণা দেবী, মীনা দেবী। এ্যাঁ ! ছেলে নাকি ! তাই ভাবি মেয়ে কখনো এত মিষ্টি হয় !

অধিকারী। কি মুশ্‌কিল, এ তো আমাকে মহা সমস্যায় ফেলে দিল ! কিন্তু, কি বলব, বাবা, খানিকটা খুসি না হয়েও পারছি না ! ছেলে না হলে কখনোও এই সব রূপসীদের হারানো যায় !

৫ নং। অবিশ্যি ওদের হারানো খুব শক্ত কিছু নয়।

১ নং। (রেগে) চোপ্! বেশি বকিস্নে! পালা!

২ নং। (রেগে) কি আস্পদ্দা বলিহারি! প্যাণ্ট পরে মেয়ে সেজে এয়েছে!

৩ নং। (তেড়ে) ঠগ! জোচ্চোর! জালিয়াত!

৪ নং। (তেড়ে) তোমাকে—তোমাকে জেলে দেওয়া উচিত। (ক্রন্দন)

মিঃ অধিকারী। আহা! আহা! মা-লক্ষ্মীরা, অত উত্তেজিত হলে কি চলে। দোষটা তো ওর ইচ্ছাকৃত নয়। ও তো বারবার আমাদের সব কথা বলবার চেষ্টা করছিল, আমরাই শুনিনি। কোনো অবিচার করা হবে না। বিচারকরা বললেন তোমরা চারজন যখন সমান সুন্দরী, অন্ততঃ সমান ভালো দেখাচ্ছে, তখন পুরস্কারের হাজার টাকা তোমাদের চারজনের মধ্যে সমানভাবে ভাগ করে দেওয়া হবে। ৫নং বাদ। (জয়ধ্বনি)

৫ নং। এই খেয়েছে!

এণা দেবী, মীনা দেবী। তবে আমাদের একটা বিশেষ ঘোষণা আছে। আমরা দুজনে মিলে, এই শিশু বৎসর উপলক্ষ্যে ৫ নং কে ২৫০ টাকার একটি বিশেষ পুরস্কার দিতে চাই।

৫ নং। এ্যা! আমি যে আজ দাঁত মাজিনি, চুল আঁচড়াইনি, এই প্যাণ্টটা পরেই কাল রাতে ঘুমিয়েছি পর্যন্ত। কিন্তু ভীষণ বেজায় খুসি হয়েছি—ইয়ে—মানে—ই-কি! আমারো যে কান্না পাচ্ছে !! (দৌড়ে প্রস্থান)

লংকাদহন পালা

॥ প্রথম দৃশ্য ॥

পাত্র পাত্রী—ঘোষক, হনুমান, লংকাদেবী, প্রহরী
স্থান—লংকানগরের মেন গেট

জুড়ির গান

রামায়ণের বাহাদুর রামচন্দ্র নয়,
বদন তুলে কহ সবে হনুমানের জয় ॥
কর হনু গুণ গান,
হনুমান কথা শোন,
সোটালেয়েভ সমান ॥
তাঁবাপানা পোড়া মুখ
দেখে ভুঞ্জি স্বর্গসুখ,
গাহ হনুমানের জয় ॥
উট্‌কপালের দ্দু পাশেতে
হের বাঁধাকপি কান,
কর হনু গুণ গান ॥
লালচে রং নাকের ফুটো
বাবা ! দেখে লাগে ভয়,
গাহ হনুমানের জয় ॥

(ঘোষক বাঁদরের প্রবেশ ও ঢোলক বাজিয়ে বাঁদুরে ভঙ্গিতে প্রস্তাবনা)

মহেন্দ্র পর্বতে চড়ি বীর হনুমান
লংকাদ্বীপ অভিমুখে করে লম্ফ দান ॥
পায়ের দাপটে শিলা হয় চুরমার,
ফোকর ফাটল দিয়া বহে জলধার ॥

জীবজন্তু ভয় পেয়ে করে হু-হুংকার,
যত যক্ষ মজা দেখে ছাড়ি পানাহার ॥
গাছপালা উপাড়িয়া আকাশেতে ওড়ে,
বাসা ছাড়ি কাগ চিল মহাশূন্যে ঘোরে ॥
নীলাভ মেঘের মতো হনু শূন্যে ধায়,
সাগর লজ্ঘন করি যদি সীতা পায় ॥
মৈনাক পাহাড় কহে তিষ্ঠ ক্ষণকাল,
না থামি তারে ছুঁয়ে হনু দেয় ফাল ॥
সুরসা সাপিনী এবে চাহে গিলিবারে
তিল সম তনু ধরি ফাঁকি দেয় তারে ॥
সিংহিকা রাক্ষসী সে জলতলে রয়,
ছায়া ধরে হনুমানে মুখে টেনে লয় ॥
চালাকি করিয়া হনু বাঁচাইল পরাণ,
সুরাসুর সবে তার করে গুণ গান ॥
এমতে উতরি শেষে লম্ব শৈল পরে,
বাঁহুরে প্রথায় হনু নাচ গান করে ॥

(বুকে চপেটাঘাত করে, ল্যাজ দুলিয়ে ঘোষকের প্রস্থান ও লাফ দিয়ে হনুমানের প্রবেশ)

হনু। উঃফ্! কি বাঁচান বেঁচেছি বাপ! আরেকটু হলেই পৈতৃক ল্যাজটা গেছিল গো! নাক মুখ সিঁটকে সমুন্দুরের ওপর দিয়ে চলেছি তো চলেইছি। জলের ওপর দশগুণো হয়ে আমার ছায়াটি পড়েছে, ল্যাজটা কেমন সুন্দর এলিয়ে রয়েছে। এমনি সময় কোথাকার তুই কেরে ছায়া ধরে টেনে নামিয়ে আমাকে জলখাবার করতে চাস্. এ্যাঁ! তেমনি সাজাটাও পেলি কিনা বল্! বাবা! প্রাণটা বড় ভালো জিনিস রে, তা তুই যা-ই বলিস্!

(হনুর নৃত্য ও গান)

উঃফ্! বড্ড বাঁচা বেঁচেছিস্ রে প্রাণ,
ছায়া ধরে ক্যায়সা জোরে লাগিয়েছিল টান!

চন্দ্রবিন্দু পড়ে যেত নামের আগায়,
ঘুচে যেত কলা খাওয়া, মরি হায় হায়!
বাঁদুরে বুদ্ধির খুরে শত শত গড়,
চাচা আপনা বাঁচা বলে পেঁপে গাছে চড়!

(ঘোমটা দিয়ে লংকাদেবীর প্রবেশ)

লংকা। আ সব্বনাশ! তোর সাহস তো কম নয়! বেড়াল হয়ে আমার পেয়ারের পেঁপে গাছে চাপছিস্, এঁ্যা! যদি নখের খামচি লেগে যায়? ভাগ্ বলছি।—আ মল যা, তবু যে যায় না! (পিছু হটে) জানিস আমি লংকাদেবী? রোজ নাক্কসরা আমার পুজো দেয়, হ্যাঁ, হাঁড়ি হাঁড়ি মোষের মাংস, টক দই!—ই কি! বেড়ালটা তো ভারি খারাপ! দেখেছ, আমাকে ল্যাজ দেখাচ্ছে!! অ্যাই, খবরদার! এমনি দাঁত চিরকুটি করব যে ভয়ে পেলিয়ে যাবি—ও কি! এগিয়ে আসে যে! শেষটা কামড়াবে-টামড়াবে না তো? ওরে রাগিস্ নে বাপ্। তোকে দুধ ভাত খেতে দেব। আ—আ—আ—পুস্—পুস্!

হনু। ছিচরণে পেন্নাম, মাঠাকরুণ, বলি চক্ষুর কি মাথা খেয়েছ? আমি একজন বাঁদর, তোমাদের দেশ দেখতে এইছি!

লংকা। ও, তাহলে বেড়াল নোস্? আঃ বাঁচা গেল। কিন্তু—এ্যাই চোপ! বেড়ালেতে বাঁদরেতে তফাৎটা কি হল শুনি? বলি, কি চাস্ তুই?

হনু। শুনেছি লংকা শহরের পথঘাট সোনা দিয়ে বাঁধানো, তাই একটু দেখতে এসেছি। তাতে কি অন্যায়টা হল শুনি। কিছু নিচ্ছি না, ভাঙছি না, চিবুচ্ছি না। খালি একটু তাকিয়ে দেখব, তাতে অত রাগের কি হলটা বল? মেয়েরা থাকবে রান্নাঘরে, কুটবে কাটবে, রাঁধবে বাড়বে। তাদের মুখে অত গলাবাজি কি শোভা পায়?

লংকা। নাঃ, আজ আমার হাতে তোর নির্ঘাৎ মরণ দেখতে পাচ্ছি। পই-পই করে বলছি এখান থেকে কেটে পড়্, তা

কানেই তোলে না! লংকানগর রক্ষা করা আমার কাজ। যাকে তাকে আমি ঢুকতে দোব না। পালা বলছি!

হনু। ঐ যাঃ! মাঠাকরুণ, তোমার খোঁপা খুলে গেছে!

লংকা। ও—ও—ও! যত বড় মুখ নয়, তত বড় কথা! একটা চড় না খেলে মন উঠবে না দেখছি!

(ছুটে গিয়ে হনুর গালে প্রচণ্ড চপেটাঘাত)

হনু। উ—হু—হু—হু! গিছি গিছি! কিঁ যেঁ কঁর! আঁমার লাঁগে না বুঁঝি? নেঁহাৎ মেঁয়েমানুষদের সঁঙ্গে আঁমি যুঁদ্ধ কঁরি না। নইলে তোঁমায় আঁজ পিঁটিয়ে মাঁহ্‌র বাঁনিয়ে দিঁতাম না, হ্যাঁ!

লংকা। ইল্লি? তাই দিতিস্ নাকি রে? তবে দিচ্ছিস্ না কেন? ভয় পেইছিস্ বুঝি?

হনু। এই যে দিচ্ছি। আমার বাঁ হাতের আস্তে একটা কিল খেয়ে দেখ দিকিনি কেমন মজা! (কিল মারন)

লংকা। (কেঁদে উঠে) আরি বাবারে মারে! ও পিসিমা গো! গেলুম গো! শেষটা একটা মুখপোড়া বাঁদরের কিল খেয়ে অক্কা পেলুম নাকি! কেউ তো আসেও না ছাই! আচ্ছা, আচ্ছা, আর আমি কিচ্ছু বলব না। যা, দেখে আয় গে। লংকারো দিন ঘনিয়ে আসছে। হা হতোস্মি! (পতন ও মূর্ছা)

হনু। ন্যাকা! একটু ছুঁয়েছি কি না ছুঁয়েছি, অমনি উনি মুচ্ছো গেলেন! যাই নগরটা দেখেই আসি। সীতামাকে খুঁজে বের করতে হবে তো। ওটা পড়ে থাক। ছাগলে খেয়ে যাক!

(হনুর প্রস্থান ও লংকাদেবীর মিটি মিটি চাওন)

লংকা। (উঠে বসে) শুনলে, হতভাগাটার কথা শুনলে! আচ্ছা! এক মাঘে শীত যায় না। যাও না বাছা লংকানগরে, নাক্কসরা কেউ ছেড়ে কথা কইবে না। আমি ততক্ষণ একটু জিরিয়ে নিই। (শয়ন)

(প্রহরীর প্রবেশ)

প্রহরী। ই কি! ডিউটির মাঝখানে বড় যে শুয়ে আছ, দিদি?

আমাকে বকুনি খাওয়ানোর মজা এবার বের কচ্ছি। দাঁড়াও, জম্বুমালীকে বলে দিচ্ছি। ও জম্বুমা—

লংকা। ওরে থাম্ থাম্। বলিস্ নি কিছু। তাহলে তোকে একটা জিনিস দেব।

প্রহরী। ঠিক তো দিদি? সেবারের মতো করবে না তো?

লংকা। আরে না রে না, ঠিক দোব। সেবারে—সেবারে—ওরে সেবারে যে আমার পেট ব্যথা করেছিল!

প্রহরী। আচ্ছা, না হয় জম্বুমালীকে বলব না। কিন্তু প্রহস্ত—ওরে বাবা! ওটা কি আসছে রে! না দিদি, আমি চলি। ওদিকটাও দেখতে হবে তো।

(বেগে প্রস্থান। ঝড়ের মতো হনুর প্রবেশ
ও বসে পড়ে কপালের ঘাম মুছন)

লংকা। কি হল? কি হল? রাবণের কিছু হয় নি তো? তার কাছে আমার অনেক টাকাকড়ি গচ্ছিত আছে যে! আহা! বসে বসে মুণ্ডু নাড়ছ কেন? কি দেখে এলি বল্।

হনু। আরি বাপ! কি না দেখলাম তাই বল! সোনার দেয়াল, হীরের লণ্ঠন, ফটিকের বাসন, তাতে এই বড়া বড়া মাছের কালিয়া, ক্ষীরের সমুদ্দুর—ই—ই—স্! (জিব চাটন)

লংকা। খুব সাঁটিয়ে এলি বল্।

হনু। (জিব কেটে) ছ্যা ছ্যা, কি যে বল ঠাকরুণ! বলে আমি নিরামিষ খাই, আহ্নিক না করে জলস্পর্শ করি না—তাছাড়া ও-সব খেলে আমার জাত যাবে না বুঝি? তবে রেঁধেছে ভালো এটা আমি বলতে বাধ্য—এট্টু টেস্ করে দেখলাম কি না, তাতে কোনো দোষ হয় না, অত সহজে জাত যায় না।

লংকা। হুঃ, বাঁদরের আবার জাত! আর হাসাস্ নি। আর কি দেখলি বল্।

হনু। দেখলাম একটা হাতির দাঁতের পালঙ্ক, তার ওপর মানিকের তৈরি তেলের প্রদীপ জ্বলছে, তার সুগন্ধে ঘরময় ভুরভুর ভুরভুর

করছে। আর বাতির নিচে একটা কালো ঢিপির মতো কে শুয়ে রয়েছে। সারা গায়ে রক্তচন্দন মাখা, এই বড় বড় গয়না পরা। বিকট হাঁ করে নাক ডাকাচ্ছে আর চারদিকের ফুলগুলো ফরফর ফরফর করে উড়ছে। চার দিকে মেলা লোক ঘুমুচ্ছে। একজনকে তো সীতামা ভেবে খানিকটা নেচেও নিয়েছিলাম। কিন্তু রামচন্দ্রের কাছে তাঁর গয়নার লিষ্টি মুখস্থ করেছিলাম। সে লিষ্টি মিলল না। কাজেই উনি সীতা নন্।

লংকা। সে-কি! তুই কি গয়না দিয়ে মানুষ চিনিস্ নাকি?

হনু। নয় তো কি! মানুষদের মেয়েদের নাক-মুখ বুঝি আলাদা আলাদা হয়? আর তাই যদি হয়ও, তবু পদ্মরেণু মেখে, তাম্বুল চিবিয়ে, কাজল পরে, সব এক রকম দেখতে হয়ে যায়। চিনতে হয় গয়না দিয়ে। যাই, উঠি এখন। তন্ন তন্ন করে খুঁজেও তো তাকে পেলাম না। ঐ যে দূরে বনবাদাড় মনে হচ্ছে, ঐখানে গিয়ে একবার দেখি। (উভয়ের প্রস্থান)

ঘোষক। (বেরিয়ে এসে) আই বাপ্স্! প্রাণটা হাতে করে পালাই এবার! একটা বাঁদর, একটা রাক্ষসী! ভয়ে আমার হাত-পা পেটে সেঁদিয়েছিল। এইবার কেটে পড়ি! (প্রস্থান)

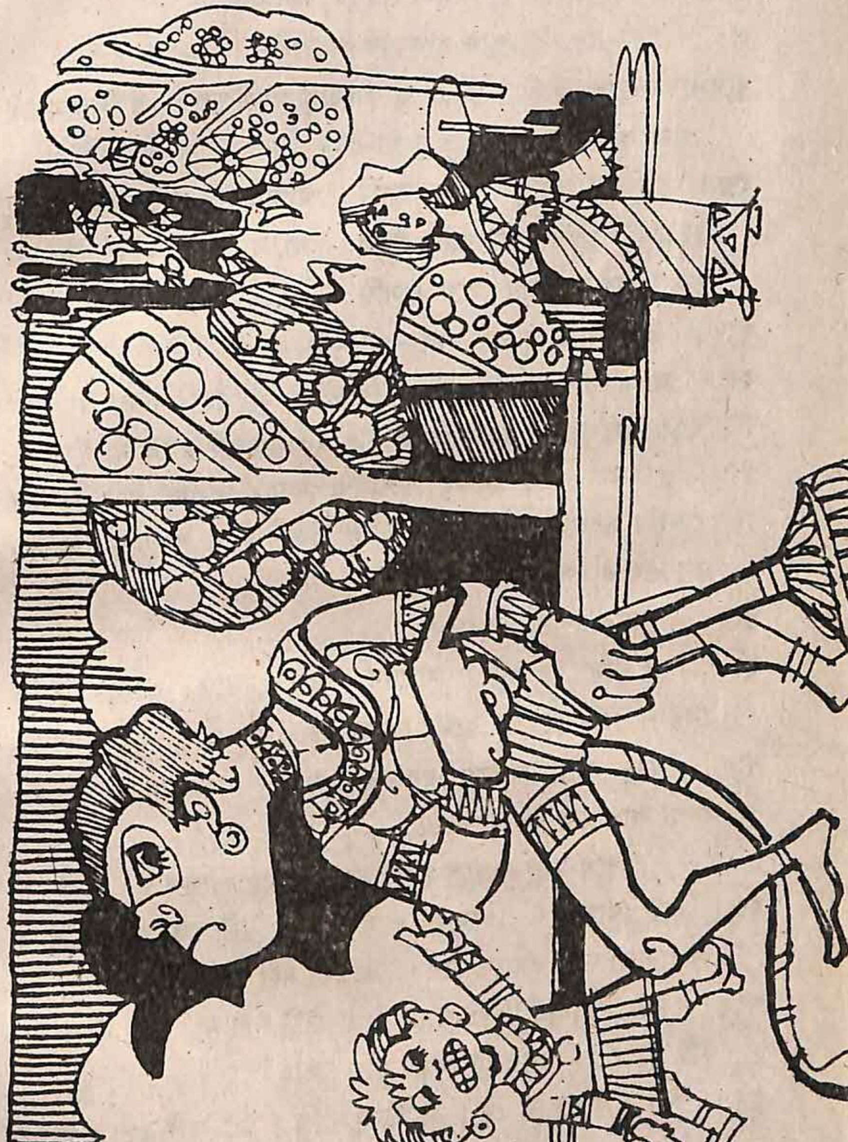
॥ দ্বিতীয় দৃশ্য ॥

পাত্রপাত্রী—হনুমান, খুদে রাক্ষস, সীতা, চেড়িবৃন্দ, রাবণ

স্থান—অশোকবন

(হনুমানের প্রবেশ)

হনু। আরি বাপ! আর তো পা চলে না রে! এবার একটু না বসলেই নয়। উঃফ্! ঐ শিংশপা গাছটির আড়ালে বসে আগে আমার বাঁদুরে বিস্কুটগুলোর সদ্ব্যবহার করা যাক! তাপ্পর দেখা যাবে। বাবা! কত কষ্ট করে লুকিয়ে চুরিয়ে জোগাড় করতে



হয়েছে গো, দেখতে পেলে কেউ না আবার ভাগ বসাতে চায়!

(উপবেশন করে বিস্কুট ভোজন!)

(খুদে রাক্ষসের প্রবেশ)

খুদে। (শূন্যে শুঁকে) উ হুঁ হুঁ! বেড়ে গন্ধটিতো! ও পিসেমশাই আমাকে একটু দাও!

হনু। কে রে তুই? ভাগ বলছি! আমি তোর পিসেমশাই নই। তোর পিসে রাবণের বাড়ি গেছে। যা, যা, তুইও যা। সেখানে মেলা খাবার-দাবার দেখে এসেছি। এখানে কিছু হবে-টবে না।

খুদে। তবে আমি চ্যাচাই—হা—আ—আ

হনু! আরে চুপ চুপ! এই নে বিস্কুট। এ তো আচ্ছা ফ্যাসাদে পড়া গেল বাপ! এখন কি করি? কোথায় যে তাকে না খুঁজেছি, কিন্তু এখন পর্যন্ত টিকির ডগাটিও দেখতে পেলাম না! পায়ের ব্যথাটা সারলে, এই বনটাকে সরু চিরুণি দিয়ে আঁচড়ে ফেলব। তবু যদি না পাই—

খুদে। খাটের তলায় দেখেছ?

হনু। তুই থাম দিকিনি! খাটের তলা দেখতে কারো বাকি নেই! খাট তো সব রথের চুড়োর চেয়ে উঁচু!

খুদে। অ্যাঁ—অ্যাঁ, তাহলে দরজার পেছনে? আলমারির কোণে? ময়লা কাপড়ের টুকরিতে—।

(দূরে মলিন বেশে দুঃখী মুখে সীতার প্রবেশ)

হনু। এই খেয়েছে! খিদে-খিদে মুখ করে উটি কে আসছে? ও আবার না ভাগ বসাতে চায়! এ তো মহা গেরো।

খুদে। উটি তোমার বিস্কুট খাবে না। উটি খায় না, চুল বাঁধে না, উটি সীতে! আরেকটু বিস্কুট দাও বলছি।

হনু। অ্যাঁ! সীতে কি রে! ঐ সীতা নাকি? হ্যাঁ, তাই তো। গলার কণ্ঠিটা যেন রামচন্দ্র যেমন বলেছিল, ঠিক তেমনি দেখা যাচ্ছে।

খুদে। হ্যাঁ হ্যাঁ, ওরি নাম সীতে। আমার মা ওর চেড়ি। কই, দিলে না বিস্কুট?

হনু। এই নে নে, ঠোঙাসুদ্ধু খা। আমার খিদে চলে গেছে। এ মা! ঐ নাকি সীতা! এরি জন্যে কিনা রাম লক্ষ্মণ ইত্যাদি হেদিয়ে যাচ্ছেন! বলিহারি পছন্দ! আরে ছ্যা ছ্যা, এর চাইতে কত বেশি সুন্দুরী সব কিষ্কিন্ধ্যার পথে-ঘাটে গড়াগড়ি খাচ্ছে— ব্যাটা তুই এখান থেকে যাবি কিনা বল্।

খুদে। না, যাব না তো। তোমাকে আমার খু—ব ভালো লাগছে। আমার মা বলে একটু নূন লংকা দিয়ো—ওরে বাবা! এঁবার বোঁধ হঁয় রাঁবণ আঁসবে!

হনু। কি সব্বনাশ! ওগুলো কি সব সীতাকে ঘিরে দাঁড়াল! দেখেই আমার পিলে চমকাচ্ছে! কে ওরা? কুলোর মতো কান, মূলোর মতো দাঁত, ভাঁটার মতো চোখ? অ্যাঁ, সত্যিকার রাক্ষস নয় তো? শেষটা যদি আমাকেই চেটে খায়! কাজ কি বাপু ঘাঁটিয়ে! বরং শিংশপার মগডালেতে চড়ে বসাই যেন ভালো মনে হচ্ছে!।

(গাছে চড়ন, সঙ্গে খুদে।)

খুদে। আঃ, সর না, আমি কিচ্ছু দেখতে পাচ্ছি না! সঁর না

হনু। আচ্ছা, আচ্ছা, চুপ চুপ! এই সরে বসলাম।

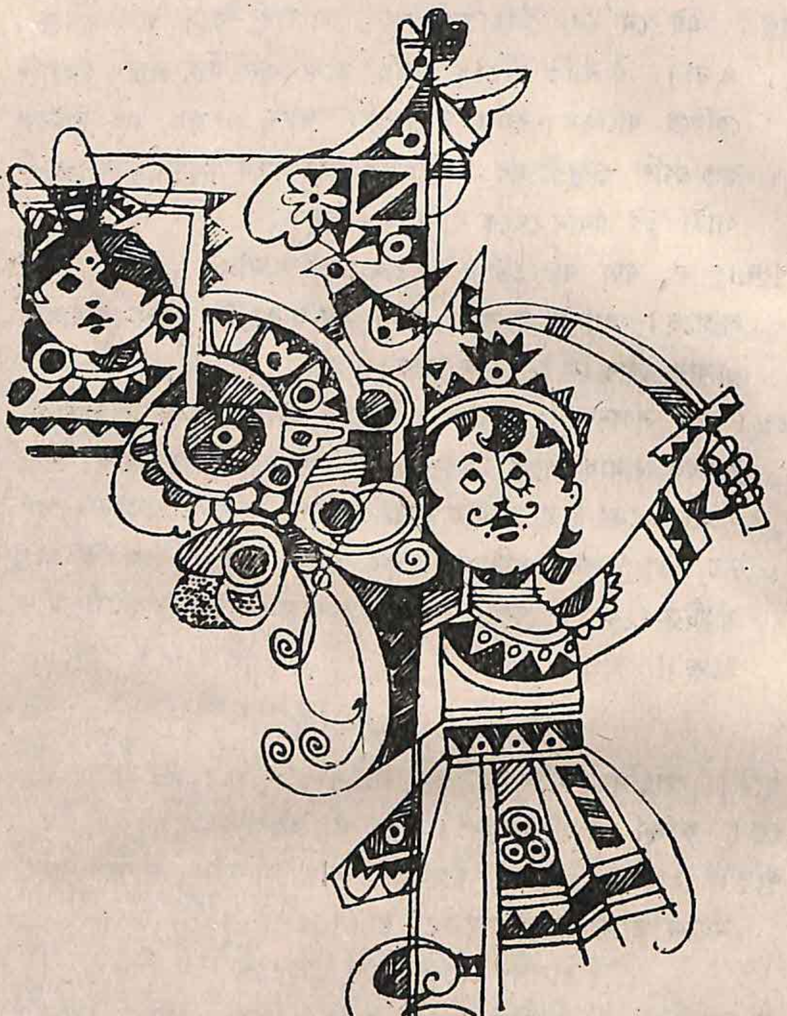
খুদে। তাহলে তোমার ল্যাজটা দিয়ে আমাকে জড়িয়ে রাখ, নইলে ভয়ের চোটে যদি পড়ে যাই!

(রাবণের প্রবেশ, সঙ্গে অনুচরবৃন্দ)

সীতা। ফের এসেছিস্! যা বলছি, পালা এখান থেকে! নইলে—

রাবণ। নইলে কি, রাজকন্যে? বলি তোমার সাহস তো কম নয়! আমি এত বড় রাজা, আমার দোর্দণ্ডপ্রতাপ দেখে কি বলে ইয়ে—সবাই ভয় পায়, সবাই আমাকে ভালোবাসে, আমার গুণ গান করে—খালি তুমি আমাকে দেখলেই দাঁত খিঁচুতে শুরু কর।

সীতা। তোকে আমি থোড়াই কেয়ার করি! ইচ্ছে করলে এক্ষুণি তোকে ভস্ম করে এক দলা ছাই বানিয়ে দিতে পারি! নেহাৎ



শ্রীরামের অনুমতি পাইনি বলে খুব বেঁচে গেলি। ভালো চাস্ তো ভাগ্ !

রাবণ : বেশ তাই যাচ্ছি বাবা! মেয়ে নয় তো কেউটে সাপ! এখন যাচ্ছি বটে, কিন্তু এও বলে যাচ্ছি, আর ছ-মাস দেখব, তারপর সরষে বাটা কাঁচা লংকা দিয়ে তেল সপসপে ঝাল রাঁধিয়ে—

চেড়িগণ। চাট্টি ঝরঝরে ভাত দিয়ে না মেখে—

রাবণ। চোপ! যত বড় মুখ নয় তত বড় কথা। ঝোল রাঁধা হলেও তোরা কিছু পাবিনে! ভালো চাস্ তো সীতাকে পোষ মানা। তারপর না হয় দেখা যাবে। (অনুচরসহ প্রস্থান)

দুর্মুখী। অ্যাই! শুনলি তো? বেশি তেজ দেখালে শুঁটকি মাছ হয়ে যাবি!

বিনতা। ওঃ! রাবণের রাণী হতে ওঁর আপত্তি! কোথাকার কে রে তুই? রূপের ছিরি তো চ্যাং মাছের মতো!

বিকটা। হাঁউ-মাউ-খাঁউ!

অজামুখী। অত কথায় কাজ কি ভাই? তার চেয়ে জলখাবার করি!

শূর্পনখা। হ্যাঁ হ্যাঁ তাঁই হঁক। বাঁবাঁ! এঁখনো নাকের জ্বাঁলায় গেঁলুম!

ত্রিজটা। ওরে তোরা অমন করিস্‌নে, বরং নিজেদেরি খেয়ে ফেল্! ঘুমুতে ঘুমুতে সে যা স্বপ্ন দেখলুম! ভাবলেও গায়ের লোম খাড়া হয়ে উঠছে।

চেড়িরা। কি দেখলে, দিদি, কি দেখলে?

ত্রিজটা। দেখলাম রাবণ ন্যাড়া মাথায় তেল মেখে, লাল কাপড় পরে, গলায় করবী ফুলের মালা ঝুলিয়ে, পুষ্পক রথ থেকে ধপাস্!

চেড়িরা। ছি ছি ছি! তোবা তোবা!

ত্রিজটা। আরো দেখলাম রাবণ গাধায় চেপে দক্ষিণ দিকে যাচ্ছে। গাধা থেকে পিছ্‌লে যেই না কাদায় পড়া, অমনি একটা কুচকুচে কালো মেয়ে এসে ওর গলায় দড়ি বেঁধে হিড়হিড় করে টেনে নিয়ে চলল—

চেড়িরা। দুও! দুও! রাবণটার যদি কোনো আক্কেল থাকে!

ত্রিজটা। আরো দেখলাম রামলক্ষ্মণ এলেন, সীতা চার দাঁত-ওয়ালা হাতির পিঠে উঠে চাঁদ সূর্য ছুঁলেন—ত্যাখ্! তোরা সীতার পা ছুঁয়ে ক্ষমা চা, রক্ষা চা, তারপর এখান থেকে পালা!

চেড়িরা। পালা, পালা, পালা, পালা! (প্রস্থান)

সীতা। হায় হায়! আমি কি পাথর দিয়ে তৈরি যে তবু বেঁচে আছি!

হনু। (গাছের ওপর থেকে) ছি। অমন বলতে হয় না। তুমি না জনকরাজার মেয়ে সীতা রামলক্ষ্মণ যাকে খুঁজতে এসে সুগ্রীবের সঙ্গে বন্ধুত্ব করেছেন? সেই সুগ্রীব আমাকে পাঠিয়েছেন। কত দেশ ঘুরে, শেষে সম্পাতি পাখির কথায় সাগর পেরিয়ে সত্যি বুঝি তোমার দেখা পেলাম!

সীতা। অ্যাঁ! কে তুমি? এ-সব কেন বলছ? তুমি রাবণ না তো, চালাকি করতে এসেছ?

(হনুমানের গাছ থেকে অবতরণ, সঙ্গে খুদে রাক্ষস)

আরে এ যে সত্যিকার বাঁদর!—তাই যেন হয় বাছা, তোমার কথাই যেন সত্যি হয়।

হনু। রামচন্দ্র এই আংটি দিয়েছেন। এবার আমার পিঠে চাপুন, আপনাকে নিয়ে সাগর পার হয়ে চলে যাই।

সীতা। ও মা সে কি! আমার ভারে তুমি যে চ্যাপ্টা হয়ে যাবে।

হনু। ইচ্ছা করলে আমি এর একশো গুণ বড় হতে পারি। দেখবেন?

খুদে। হ্যাঁ, আমিও দেখব। আমার মায়ের মুখটা কি বড়, ঠিক ছাগলের মতো সুন্দর!

হনু। তুই থাম দিকিনি। বড়দের কথার মধ্যে কথা বলতে হয় না। মা সীতা, আর দেরি নয়, আমার পিঠে চাপুন, আমিও শাঁ করে উড়ে পড়ি।

খুদে। ধ্যাৎ! কি যে বলে! বাঁদর আবার ওড়ে নাকি?

সীতা। না বাছা হনুমান। ও আমি পারব না। সমুদ্রের ওপর দিয়ে যেতে নির্ঘাৎ আমি মাথা ঘুরে ধপ করে পড়ে যাব—

খুদে। তাহলে সুরসা সাপিনী খপ্ করে তোমাকে গিলে খাবে।

তাঁ হঁলে মাঁ বেঁচারীর জঁল খাঁবারের কিঁ হঁবে? ও মা! মা গো—ও—ও!

হনু। চোপ! নইলে এক চড়ে তালগোল পাকিয়ে দেব। এই নে, ধর, সুপুরি খা।

খুদে। কি মজা, না?

হনু। তা হলে কি হবে, মা? এই বিকটাকারদের মধ্যে কি করে তোমাকে ছেড়ে যাই? যদি সত্যি খেয়ে ফেলে?

সীতা। না বাছা, সে ভয় নেই। রাবণ তাহলে ওদের আস্ত রাখবে না। তুমি নির্ভয়ে যাও। শ্রীরামকে আমার প্রণাম দাও, শ্রীলক্ষ্মণকে আশীর্বাদ দাও। আর দেখ, আমার মাথা থেকে এই চূড়ামণি রত্নটি খুলে দিলাম। এটি দেখলেই শ্রীরামের সব কথা মনে পড়বে। যাও বাছা, তাঁদের শীগ্‌গির নিয়ে এসো, আমাকে তাঁরা উদ্ধার করুন।

হনু। তাহলে তোমার চরণে শতকোটি প্রণাম করে আমি চলি।

(প্রণাম। সীতার প্রস্থান)

হনু। চলব তো নিশ্চয়ই। কিন্তু তার আগে এই বনটাকে তছনছ করে দিয়ে যাব। হেই হুপ্ হাপ্! মার মার মার মার কাট্ কাট্‌কাট্ কাট্! গাছের ডাল ভাঙ্ ভাঙ ভাঙ্—!

খুদে। আমিও, পিসেমশাই, আমিও ভাঙব—ওঁ পিঁসেমশাই গো অঁামাকে ফেঁলে কোঁথায় যাঁচ্ছ বলঁতো! তুঁমি বঁড় ইঁয়ে—!

(গাছপালা ভাঙতে ভাঙতে তুমুল কোলাহল সহ প্রস্থান।)

॥ তৃতীয় দৃশ্য ॥

পাত্রপাত্রী—কালনেমি, ১ম গায়ক, ২য় গায়ক।

স্থান—রাবণের সভাগৃহ

জুড়ির গান

রামায়ণের বাহাদুর রামচন্দ্র নয়;
কহ বাহু ভুলে বদন খুলে,

১ম গায়ক। না, না, স্যার, বুঝতে পেরেছি ঠিক-ই। তবে কি জানেন, ঐ একটু গুলিয়ে যাচ্ছে কি না, তাই কি বলছে তা টের পাচ্ছিনে—উ—উ—উ—উঃ!

কালনেমি। ও কি! ও কি হচ্ছে?

১ম গায়ক। চিমটি কাটছে, স্যার। তা হলে মানেটা?

২য় গায়ক। দুৎ! ওঁকে জিগ্‌গেস কচ্ছিস্ কেন রে? উনি কি গাইতে জানেন? নাকি অন্য কিছু জানেন?

কালনেমি। চোপ্ বেয়াদব! হ্যাঁ—কি বলছিলাম যেন? ও হ্যাঁ, গানের আবার মানে কি রে? গানের বুঝি মানে হয়?

২য় গায়ক। না স্যার, না স্যার, গানের খালি সুর হয়।

কালনেমি। ও—ও! যত বড় মুখ নয়, তত বড় কথা। ওঠ্, ওঠ্ বলছি, উঠে দাঁড়া! এবার তুই-ই বল্ মানেটা কি।

২য় গায়ক। বলছি, বলছি। ইয়ে—ঐ রাবণ বধিবে—অর্থাৎ কি না রাবণকে পিটিয়ে হাড় গুঁড়ো করবে। তা কে করবে? না রাম লক্ষ্মণ করবে। বুঝলি কি না, তাতেও রক্ষে নেই। রাবণের হালটা কি হল শোন্। তাজ্জব যুদ্ধসজ্জায় বিভীষণের প্রবেশ। ব্যাটা বেজায় দুরন্ত। রাবণের ঠ্যাং ধরে হিড়-হিড় করে একেবারে শমন-সদন। পুড়িয়ে-টুড়িয়ে একাকার!

সভাস্থ সকলে। সাধু! সাধু! দশমুণ্ডুর একটা টিকির ডগা পর্যন্ত বাকি থাকবে না। বা! বা! বেশ! বেশ!

১ম গায়ক। তাপ্পর কি হবে?

কালনেমি। তাপ্পর কি হবে!! ন্যাকা! তাপ্পর কি হবে উনি জানেন না যেন! রাবণ অক্কা পেলে রাম-লক্ষ্মণ এসে লংকা শহর তছনছ করে দেবে! তোদের কাউকে বাকি রাখবে না। তাই বলছিলাম যুদ্ধু কর্ যুদ্ধু কর্!

১ম গায়ক। অ্যাঁ। যুদ্ধ করব? এই যে গান গাইতে বললেন?

কালনেমি। তুই তো আচ্ছা গাধা রে! ঠাট্টার সময় ইয়ার্কিও বুঝিস্ নে? রাবণ মলে—

হনুমানের ভয় ॥
সাগর পারের নামটি শুনে
শুষেণ পাহে ভয় ॥
শতবলীর অষ্ট রম্ভা,
গয় গবাক্ষের লয় ॥
আদি হলেন শিবনেত্র,
ভাবেই তন্ময় ॥
আর মূর্তিমান জাম্বুবান
চক্ষু বুজে রয় ॥
হাত-পা পেটে সেঁদোয় পাছে
লংকা যেতে হয় ॥
ঢের ঢের বীর জানা আছে,
কেউ না লাগে হনুর কাছে।
কোথা সুগ্রীব বিভীষণ,
চটি ফেলে পলায়ন।
ঐ লংকা গিয়ে একলা হনু
সীতার খবর লয় ॥

কালনেমি। আঃ! আবার গোড়া থেকে শুরু কর্। নে ধর্।
(বেসুরো গলায়) রাবণ্ রাবণ্ রাবণ্ রাবণ্

বন্দনাগায়করা: রাবণ বধিবে রামলক্ষ্মণ,
মেরে করবে তুলোধুনো,
আহা রাবণের কথা শুনো—
পাঠা শমন-সদন
সেই দুরন্ত বিভীষণ,
রাবণ বধিবে রামলক্ষ্মণ!

১ম গায়ক। তার মানে কি হল রে?

কালনেমি। মানে আবার কি রে? হ্যাঁরে! এই সামান্য জিনিসটার মানে বুঝতে পাল্লি না রে ইডিয়ট!

(দ্বারপালের প্রবেশ)

দ্বারপাল। স্—স্—স্—স্! চুপ, চুপ! রাবণ আসছে।

কালনেমি। স্—স্—স্—বসে পড়্! যে যার জায়গায় বসে পড়্। খোল করতাল ঢাক ঢোল মৃদঙ্গ সব রেডি?—আচ্ছা এইবার—!

১ম গায়ক। রাবণ আসছে? কই, তাহলে তো মরেনি। এ কি রকম অন্যায় কথা!

কালনেমি। স্—স্—স্! ওরে আরম্ভ করে দে—আহা! এটা কি পেট চুলকোবার সময় হল?

গায়কবৃন্দ। (বাদ্য সহকারে)

রাবণ বধিবে রামলক্ষ্মণ!
মেরে করবে তুলোধুনো

১ম গায়ক। খিক্—খিক্—খিক্—খি।

রাবণ। এটা কি হল? অত হাসির কি হল?

১ম গায়ক। কালনেমি দাদা না, বলছিল তোমার ঠ্যাং ধরে রাম—ই—ই ক্! (গাঁট্টা খেয়ে বসে পড়ন)

রাবণ। চোপ্! কোত্থেকে এ-সব তোমরা ধরে আন তা জানি না। ওহে কালনেমিমামা, বাইরে একপাল হাতিমুখো, ঘোড়ামুখো মেয়েছেলে কিসের অত হট্টগোল করছে, একবার দেখে এসো তো।

কালনেমি। হট্টগোল করছে নাকি? আমি এদের গান শেখাচ্ছিলাম কি না—

১ম গায়ক। খিক্—খিক্—খিক্—

কালনেমি। হাসছিস্ যে বড়?

১ম গায়ক। ঐ যে গান শেখাচ্ছ বললে কি না—

রাবণ। ঢের হয়েছে, এবার ক্ষান্তি দাও। প্রহরী—

(দ্বারপালের প্রবেশ)

বাইরে কি হচ্ছেটা কি? খেয়েদেয়ে মুখে পান ফেলে সভায় এসে একটু ঘুমোতেও দেবে না নাকি? কে ওরা?

দ্বারপাল। ওরা না—ওরা অশোকবন থেকে এয়েচে। সেখানে নাকি কি সব হয়েচে।

রাবণ। এঁ্যা! সেখানে আবার কি হল? ডাক্, ডাক্ ওদের।

দ্বারপাল। (দরজার কাছে গিয়ে) আয়! তোমরা এবার এসো।

(ছয়-সাতটি চেড়ির প্রবেশ। অজামুখীর সঙ্গে খুদে রাক্ষস।)

১মা। হ্যাঁ, এবার? তবে না ঢুকতে দিবিনে? এক চড়ে একেবারে সবকটা দাঁত—

২য়া। না, দেবে না ঢুকতে। ওর ঘাড় দেবে!

৩য়া। এই সর্ ব্যাটা দরজা থেকে। দে ব্যাটাকে ঠেলে যমের বাড়ি পাঠিয়ে।

৪র্থী। ওর কান ছিঁড়ে দে। (চেষ্টা করণ)

৫মা। চিমটি কাট্। (তথা করণ)

৬ষ্ঠী। খিমচে দে, খিমচে দে। (তথা করণ)

৭মা। অ্যাঁ, এইবার মজা বোঝ বাছাধন। বলে নাকি ঢুকতে দেখে না, হ্যাঁ। (নাক টানন)

দ্বারপাল। ওরে বাবারে! মেরে ফেললে রে! (পলায়ন)

রাবণ। (অবাক হয়ে) ও মামা, এরা কারা? অমন কচ্ছে কেন?

১ম গায়ক। তা আর করবে না স্যার? অশোকবন যে চুরমার। ওদের বাসাফাসার আর কিছু রাখেনি।

রাবণ। কে রাখেনি?

অজামুখী। এ একটা বাঁদর, মহারাজ। ভারি দুষ্টু। কত মানা করছি, শুনছে না।

রাবণ। কোথাকার বাঁদর? কি চায় সে? কেউ দেখেছে তাকে?

খুদে। আমি দেখেছি, মোটাবাবা। আমি না আমি ওর বন্দুক। আমাকে বিস্কুট দেছে। খুব ভাল লোক।

অজা। এই চুপ চুপ। পাজি বেয়াড়াকে ভাল বলতে হয় না।

রাবণ। কি চায় সে?

খুদে। তা তো জানি না। মগডালে বসে কি সব খাচ্ছিল। সীতাকে

বলল—আমার পিঠে চাপো মা। আমি বোঁ করে উড়ে যাই বাব্বা! সীতার কি ভয়! কিছুতেই গেল না! আমি হলে—

রাবণ। বাঁদরটার আস্পদ্দা তো কম নয়, ঐ সব বলল! গাছপালা ভাঙছিল, তা তোমরা কেউ বাধা দিতে পারলে না! একটা সামান্য বাঁদর দেখে ভয় পেলে?

১ম চেড়ি। ও মা! তেড়ে আসে যে! ভেংচি কাটে, ল্যাজ আছড়ায়, কান নাড়ে, বিকট চ্যাঁচায়।

২য়। আর ল্যাজ দিয়ে পাকিয়ে ধরে এই বড় বড় গাছ শেকড় বাকলসুদ্ধু উপড়ে আনে!

রাবণ। ও মামা! একটা সামান্য বাঁদর!—নাঃ, সামান্য বাঁদর নয় তাহলে। হয় তো রাম-লক্ষ্মণই বাঁদর সেজে—(সভাস্থ সকলে উঠে দাঁড়িয়ে)—অ্যাঁ! রাম-লক্ষণ আসছে নাকি! ও বাবা গো! আমরা তাহলে কোথায় যাব গো!

রাবণ। চোপ্! কাপুরুষ কোথাকার!—(১ম গায়কের হাত তোলন)—কি? কি বলতে চাও?

১ম গায়ক। সবাই পুরুষ নয় স্যার। মহিলারাও আছেন।

রাবণ। ফের! ছি ছি! রামলক্ষ্মণের নাম শুনেই তোমাদের আত্মাপাখি খাঁচা ছাড়া! তাহলে তারা সামনে এলে যুদ্ধ করবে কি করে? যস। যে যার কাজ কর। কেউ নড়বে না। আমি একটু ভেবে দেখি।

(সকলে বসে যে যার জিনিস গুছোয়)

১ম সভাসদ্। আমার আবার স্বর্ণপটিতে জরুরি কাজ আছে। সেটা সারতে আমাকে সেখানে যেতেই হবে।

২য়। আমাকেও যেতেই হবে রথের ইষ্টিশানে, শ্বশুরমশাই কলম্বো হয়ে আসছেন কি না!

৩য়। উ ও ক্! পেটটা এমন মোচড় দিয়ে উঠল যে এখানে আর থাকা ভালো মনে করি না।

৪র্থ। ও দিকে আমার জন্যে তিনটে লোক বসে রয়েছে—

রাবণ। ওরে কে আছিস্, জম্বুমালীকে ডাক্। সে যা হয় একটা ব্যবস্থা করুক। এই তোর কি যেন নাম, আমার পা থেকে জুতো জোড়া খুলে দে তো। পা-দুটোকে তুলে বসি। কেমন ব্যথা-ব্যথাও কচ্ছে। তাছাড়া সিংহাসনের তলায় শুধু রাম-লক্ষ্মণ কেন, ওদের হাতি-ঘোড়াও লুকিয়ে থাকতে পারে।

সভাস্থ সকলে। এঁ্যা! ওরে বাবারে! (সকলের ঠ্যাং তুলে বসন)

রাবণ। কই, জম্বুমালী এখনো এল না?

১ম সভাসদ্। সে আসতে পারবে না, সভায়। তার দাঁত কন্‌কন্ কচ্ছে।

রাবণ। কে বলেছে ওর দাঁত কন্‌কন্ কচ্ছে রে হতভাগা?

১ম। বাঁঃ! যাঁবার সঁময় ওঁ নিজেই তোঁ বঁলে গেঁল।

রাবণ। কি বলে গেল?

১ম। বলল ভুঁড়োব্যাটা আমার কথা জিগগেস কল্লে বলিস্ আমার দাঁত কন্‌কন্ কচ্ছে। আমি এখন ঘুমুতে গেলাম।

রাবণ। ঘুমুতে গেলাম? ব্যাটা আর ঘুমুবার সময় পেল না! বেশ, ও না যায় তো বিরূপাক্ষ যাক।

বিরূ। আমি, স্যার? আমি কি করে যাব? আমার না পায়ে ফোস্কা? তাছাড়া গুরুদেবের বারণ আছে।

রাবণ। কি জ্বালা! তোমার সঙ্গে দুর্ধর, প্রখস, ভাস্কর্ণ, যূপাক্ষ, সবাই যাবে।

বিরূ। কই, কই তারা? এখানে তো কাউকে দেখতে পাচ্ছি না।

রাবণ। মামা, পাইক পাঠিয়ে তাদের ধরিয়ে আনিয়ে, বাঁদরটাকে বধ করতে পাঠিয়ে দাও। আমি ততক্ষণ একটু ঘুমিয়ে নিই।

(শয়ন ও নিদ্রা। বিরূপাক্ষ, কালনেমি, চেড়িবৃন্দ ও সভাস্থ সকলের প্রস্থান। মঞ্চের আলো নিভে গিয়ে আবার জ্বলবে। রাবণ তখনো ঘুমোচ্ছে। নাক ডাকছে। হুড়মুড় করে কালনেমির প্রবেশ।)

কাল। বলি ও রাজা, ও ভাগ্নে, আর কত ঘুমুবে? এদিকে সব গুলোই যে পটল তুলল। তুমি কখন যাবে?

রাবণ। এঁ্যা! কে কি তুলল বললে ?

কাল। (কপাল চাপড়ে) ওদিকে লংকার সব্বনাশ হয়ে যাচ্ছে আর তুমি এদিকে দিব্যি নাক ডাকাচ্ছ!

রাবণ। (পেটে হাত বুলিয়ে) বড্ড খেইছিলাম কি না। তা কে পটল তুলেছে বললে ?

কাল। কে তোলে নি তাই বল। দুর্ধর, প্রখস, ভাস্কর্ণ, জম্বুমালী, বিরূপাক্ষ—

রাবণ। বল কি! একটা ছোট বাঁদরে—

কাল। ছোট নয়, রাজা, ইচ্ছে হলে পর্বতের সমান বড় হতে, পারে। আর সে কি যুদ্ধ! এই বড় বড় থাম্বা নিয়ে তাই দিয়ে পেটাচ্ছে। ঐ রথের ওপর লাফিয়ে পড়ে ঘোড়াটোড়া সুদ্ধু চ্যাপ্টা জিবে-গজা। হাতি দিয়ে হাতি মারছে, ঘোড়া দিয়ে ঘোড়া মারছে বড় বড় রাক্ষস তুলে ইঁদুরের মতো দূরে দূরে ছুঁড়ে ফেলছে আর তাদের খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না।

রাবণ। কি সব্বনাশ! কিন্তু অক্ষ যদি—

কাল। অক্ষ ? অক্ষ কি আর আছে ? তাকে একেবারে ধূলোপড়া করে দিয়েছে।

রাবণ। হায় হায়! এ-ও ছিল কপালে!

কাল। এখন কেঁদে কি হবে ? বলি নি পই-পই করে ঐ সীতেটিকে এনো না এনো না এনো না! তা কে কার কথা শোনে! সে যাক না। কুমার ইন্দ্রজিৎ ব্রহ্মাস্ত্র নিয়ে গেছেন। দেখতে দেখতে ব্যাটাচ্ছেলেকে বেঁধে এইখানে এনে ফেলবেন, এই আমি বলে দিলাম। ব্রহ্মাস্ত্র আটকানো শুধু বাঁদরের কেন, ব্রহ্মারো কম্ম নয়।

নেপথ্যে। জয়, কুমার ইন্দ্রজিতের জয়! হেঁইয়ো হো, হেঁইয়ো হো!

কাল। ঐ বোধ হয় এল! ওঠ ওঠ রাজা! আর ভাবনা নেই!

॥ চতুর্থ দৃশ্য ॥

পাত্রপাত্রী। রাবণ, মন্ত্রিগণ, সভাসদ্‌গণ, জনতা।

স্থান। রাবণের সভাগৃহ।

(রাবণ সিংহাসনে পা গুটিয়ে, হাঁটু নাচাচ্ছেন। মন্ত্রীরা সভয়ে সিংহাসনের তলায় উঁকি মারছেন। বাকিরা পাইচারি করছে, বাইরে যাবার সাহস হচ্ছে না।)

[নেপথ্যে সুর করে]

মারো জোয়ান হেঁইও !
আউর ভি থোড়া হেঁইও !
এমনি ভারি এমনি মোটা,
আর কোথাও নেই-ও !
হেঁইও মারা বল্ !
উ-উ-রি বাবা রি !
ব্যাটা বড় ভারি !
খায় শুধু গুপগাপ,
ডাক ছাড়ে হুপ্ হাপ !
অমন ভালো নগর চুড়ো
পিটিয়ে করল গুঁড়োগুঁড়ো !
ভালোমানুষ সাজে কিন্তু
মনটা বড় খল !
আহা অশোকবনের দশা দেখে
চক্ষে ঝরে জল !
হেঁইও মারা বল্ !

(আষ্ঠেপৃষ্ঠে দড়ি দিয়ে বেঁধে হনুকে চ্যাংদোলা করে আট-দশজন রাক্ষসের প্রবেশ আর দোর গোড়াতেই ধপাস্ করে হনুকে ফেলন।)

(রাক্ষসদের গান)

বলি ও রাবণ রাজা এ কেমন দিলে সাজা !
কাঁধে চেপে ব্যাটাচ্ছেলে গাচ্ছে রাম নাম !
ভারের চোটে প্রাণটা বেরোয় ঝরছে দেহে ঘাম !
ভোগের বেলা —ই-ই-ক্ !

হনুমান। (সামনের রাক্ষসদের খোঁচা দিয়ে) বলি ও অলম্বুসের দল, এটা কি গান গাইবার সময় হল ? এই- খেনেতে নামালি যে বড় ? ওঁর কাছে নিয়ে গিয়ে আমাকে ফেল্, নইলে উনি আমাকে দেখবেন কি করে ? এরি মধ্যে হাঁপিয়ে গেলি বুঝি ? কি খাস্ তোরা ? দুব্বোঘাস নাকি ?

১ম রাক্ষস। আর পারি নে বাপু। অত যে বক্তিমে কচ্ছিস্, ঐটুকু নিজে হেঁটে যেতে পারিস্ নে ?

হনু। ঈ—ঈ—শ্ ! তোর কাজ আমি কেন করব রে ? তুই মাইনে পাস্ না ? তাছাড়া আমি বন্দী অবস্থায় রাজসমীপে আনীত হচ্ছি, অত হাঁটা—লাফা কি ভালো দেখায় ? নে, তোল দেখি। আচ্ছা, আমিই না হয় নিজের থেকে তোদের ঘাড়ে চাপছি। এই নে ধর্ !

(একজনের কাঁধে ঠ্যাং স্থাপন)

রাক্ষস। উ হু হু হু হু গেলুম গেলুম ! ও রাজা, বসে বসে দেখছ কি ? তোমার সামনেই যে আমাকে চ্যাপ্টা করে ফেলল দেখতে পাচ্ছ না ?

রাবণ। এই, কি হচ্ছেটা কি ? এই কি তবে সেই দুর্বৃত্ত দুরাচার—যে আমার সোনার অশোকবন লণ্ডভণ্ড করেছে ? এ তো একটা সাধারণ কপি দেখছি—

(ভিড়ের মধ্যে থেকে) কি বলছে রাবণ কিছুই শুনতে পাচ্ছি না ! এ বিড় বিড় করে কেন ? গলায় জোর নেই নাকি ?

রাবণ। (চিৎকার করে) এটাকে এনেছিস্ কেন ? একে তো একটা সাধারণ কপির মতো দেখাচ্ছে।

(ভিড়ের মধ্যে থেকে) কবি! এ্যাঁ, তাই নাকি? বাঁদরটাকে কবি বলছে কেন?

মন্ত্রী। আঃ, তোরা চুপ করবি কি না? কবি নয়, কপি।

১ম কণ্ঠ। কপি? কপি কি ভাই?

২য় কণ্ঠ। কপি জানিস্ না? বাঁধাকপি ফুলকপি ওলকপি। ওকে খেয়ে ফেলা হবে কি না, তাই কপি বলা হচ্ছে।

১ম কণ্ঠ। তাই বল। আমিও কপি খেতে বড্ড ভালোবাসি।

রাবণ। চোপ! তোদের কি দিনরাত খালি খাই আর খাই, লজ্জাও করে না?

মন্ত্রী। আহা, মহারাজ, ওদের অমন বলতে নেই। ওরা হল গিয়ে আপনার প্রজা, যুদ্ধের সময় প্রাণ দেবে। ওদের চটাতে হয় না। শোন বাছারা, কৃষ্ণপক্ষে কপি খেতে নেই। পোকা টোকা থাকলে দেখা যায় না কিনা। এখন যাও দিকিনি, যে যার জায়গায় বস।

রাবণ। ছোটবেলায় আমরা তো ধামাচাপা দিয়ে বাঁদর ধরতাম। তা এটাকে ধরতে ব্রহ্মাস্ত্র লাগল কেন? ই কি! বাঁদরটা আমার দিকে অমন পিট পিট করে তাকাচ্ছেই বা কেন?

হনু (উঠে বসে)

অহো রূপমহো ধৈর্যমহো সত্ত্বম হো দ্যুতি!
ওহে রাবণ পবন-নন্দন কচ্ছে তোমার স্তুতি।
যেমন বিরাট বাহু তোমার,
তেমন বুকের ছাতি!
এত রূপের সঙ্গে কেন
এতটা বজ্জাতি!

রাবণ। কে এ? এতো সাধারণ বাঁদর নয়। এ কি তবে শিবের অনুচর নন্দী? নাকি অসুরদের রাজা বাণ? একটু দেখ তো, মন্ত্রী।

নিকুম্ভ। হ্যাঁরে, কে পাঠিয়েছে তোকে? কুবের? যম? ইন্দ্র?

বরুণ ? সত্যি কথা বল্ দিকিনি, তাহলে তোর বাঁধন খুলে দেব। মিথ্যা বললে কিন্তু পিটিয়ে পাপোষ বানাব।

হনু। বাঁধন আবার খুলবে কি গো ? সে তো এমনিই খুলে গেছে। অন্য কিছু দেবে তো বল।

রাবণ। বলে কি! ব্রহ্মাস্ত্র খুলে গেছে মানে? সে আবার খোলে নাকি ?

নিকুম্ভ। আরে তাইতো! সত্যিই খুলে গেছে দেখছি। এটা কি করে সম্ভব হল বুঝতে পারলাম না।

হনু। ও মহারাজ, এই গবেটটাকে পেন্‌সিল দিয়ে দিন। ব্রহ্মাস্ত্রের ওপর শনের দড়ি বাঁধলে ব্রহ্মাস্ত্র খুলে যায়, এ আহাম্মুকটা দেখছি তা-ও জানে না। ওরে ব্যাটা, মাছের মুড়ো খা, বুদ্ধি বাড়বে।

সভাসদ্‌রা (বেঞ্চিতে চড়ে) এ্যা! তাই নাকি? বাঁধন সত্যি খোলা? ও বাবা! যদি কামড়ায়! তবে আমরা এখন বাড়ি যাই। খাবার সময় পেরিয়ে গেছে, বাড়িতে সব বসে আছে—

(সকলের পাশের দরজার দিকে অগ্রসর হওন)

রাবণ। যাও, যে যার আসনে বস। (হনুকে) বাছা, তুমি কি চাও ?

হনু। চাই তো অনেক কিছুই, তা দিচ্ছে কে? আপাততঃ মা জানকীকে ছেড়ে দিলেই খুশি হয়ে চলে যাই।

রাবণ। (চিৎকার করে) বাঁদরটার তো বড় বেশি আস্পদ্দা দেখছি। বন্দী অবস্থাতেও চোখ রাঙাচ্ছে!

হনু। ওমা! কি বলে! চোখ রাঙালাম কোথায়? আমার চোখটাই অমন লালমতো। সত্যি রাঙালে দাঁত কপাটি লেগে যেত না? তোমার ভালোর জন্যেই বলছি, সীতা-মাকে ছেড়ে দাও। নইলে তুমি, তোমার রানীরা ছেলেপুলে ভাইবোন পিসে পিসি কালনেমি মামা সভাসদ্ অনুচর সহচর বন্ধু বেরাদার মায় লংকাশহর—সবসুদ্ধ ধুলোপড়া হয়ে যাবে। কিচ্ছু বাকি থাকবে না।

সভাসদ্‌রা (এক বাক্যে) না না না না আমরা এ বিষয়ে কিচ্ছু

জানি না। ঠাকুরমশাই মানা করেছেন। তাছাড়া আমরা কেউ সেখানে ছিলাম না।

রাবণ। ধিক্ কাপুরুষের দল! ছ্যাখ্ বাঁদর, তোর অনেক বেয়াদবি সহ্য করেছি, কিন্তু আর নয়। বুঝেছি তুই রামের চর। তোর উচিত সাজার ব্যবস্থা করছি। মন্ত্রী, একে বধ করা হোক।

নিকুম্ভ। সহজে বধ হবে মনে হয় না, স্যার, যা ঠ্যাঁটা। তাছাড়া—

রাবণ। থামলে কেন, মন্ত্রী? তাছাড়া কি—

(জনতার মধ্যে থেকে) ও বলতে ভয় পাচ্ছে, মহারাজ। পাছে ভালো কথা শুনলে তুমি রেগে যাও।

রাবণ। কে চ্যাঁচাচ্ছে? সভার কাজে কে বাধা দিচ্ছে?

(জনতা) কেউ না, কেউ না, স্যার!

রাবণ। নির্ভয়ে বল, মন্ত্রী। তাছাড়া কি?

হনু। কি আবার তাছাড়া! ও বলতে চায় যে দূতকে বধ করা যায় না। তার মাথা মুড়িয়ে ঘোল ঢালা যেতে পারে। তাকে লাঠিপেটা করা যেতে পারে। ঠ্যাং ভাঙা, কান ছেঁড়া, মুণ্ডু নিচে করে গাছে ঝুলোনো—এ সবই চলতে পারে, কিন্তু বধ করা যায় না।

রাবণ। কেন যায় না?

নিকুম্ভ। কি যেন একটা হয়, ঠিক মনে পড়ছে না মহারাজ, তবে ভারি খারাপ কিছু।

রাবণ। বেশ, তোমাদের সকলেরি যখন তাই ইচ্ছা, তাই হোক।

হনু। হ্যাঁ, হ্যাঁ, সেই ভালো। বধটধ আমার পছন্দ নয়। তাছাড়া আমাকেই যদি বধ করে ফেল, তাহলে রাম-লক্ষ্মণের কাছে গিয়ে কে তোমাদের বীরত্বের কথা বলবে? ঐ সাগর লাফানো তোমাদের কম্ম নয়। তাছাড়া আমি সব কথা বুঝিয়ে না বললে, ওঁরা ভাবতে পারেন যে আমার কথা শুনে তোমাদের মুখগুলো দিস্ কাইণ্ড অফ্ স্মল্ হয়ে গেছে। আর সব চেয়ে বড় কথা বধ কল্লে যদি শেষটা সত্যি সত্যি মরে যাই, তাহলে কি হবে?

রাবণ। নাঃ, আর তো সহ্য হয় না। হতভাগাটার ন্যাজে আচ্ছা করে ন্যাকড়া জড়িয়ে—

১ম অনুচর। অত ন্যাকড়া কোথায় পাব, স্যার? দেখছেন না চোখের সামনে কেমন হু—হু শব্দে বেড়ে যাচ্ছে!

রাবণ। তা যাক্ বেড়ে। কোথায় পাব আবার কেমন কথা? কেন তোদের পরনে কাপড়চোপড় নেই? তার থেকে ছিঁড়ে নিবি। তার ওপর বেশ করে তেল ঢেলে—যে যার বাড়ি থেকে তেল আনবি। বেশি তেল খাওয়া ভারি খারাপ। হ্যাঁ, কি যেন বলছিলাম—বেশ করে তেল ঢেলে আগুন ধরিয়ে, সারা শহরময় ঘুরিয়ে আনবি ব্যাটাকে। সবাই দেখুক, রাবণের সঙ্গে যারা বেয়াদবি করে, তাদের কি দশাটা হয়। যাও, একে তুলে নিয়ে যাও।

হনু। হাঁ করে দেখছিস্ কি? ভালো করে তোল্। আমার আবার বাঁ পায়ের কড়ে আঙুলটা কন্কন্ করে। তেঁতুল খেলে বাড়ে। ওটিতে যেন লাগিয়ে দিস্‌নে বাপ। নে, তোল্, ওয়ান্ টু—থ্রি!

(জনতার মধ্যে থেকে) হি—হি—হি! বাঁদরটা তো বেড়ে মজার। চ—চ—সঙ্গে যাই।

হনু। হ্যাঁ, হ্যাঁ, যাবি বৈকি। শহরের কোথায় কি আছে দেখিয়ে দিস্—

অনুচর। দেখাবার মতো কিছু বাকি রেখেছ কি যাদু, যে দেখাব?

হনু। তা হক্, চল্ রে সবাই। অনেক কাজ আছে। ন্যাকড়া জড়ানো, আগুন জ্বালানো ইত্যাদি তোরা জানিস্ বলে তো মালুম হয় না। আর দেরি নয়। দুগ্‌গা! দুগ্‌গা!

॥ পঞ্চম দৃশ্য ॥

পাত্রপাত্রী। কালনেমি, হনু, লংকাদেবী, খুদে, উনুনমুখো ও জনতা।

স্থান। রাবণের বাড়ির উঠোন।

(হনুমানের ল্যাজে ন্যাকড়া জড়ানো হচ্ছে)

কালনেমি। আহা তোদের যা কাণ্ড! অতটুকু ফালিতে কি হবে? পাহাড় পাহাড় নিয়ে আয়। ব্যাটার বপুখানি দেখছিস্ নে?

হনু। দ্যাখ্ কালু, কথায় কথায় অমন খুঁড়িস্ নে বলছি। বলি, তোর ভাগ্নের ভাত খেয়ে মোটা হইচি নাকি? বেশি বকবক করলে এক থাপ্পড়ে ইদিক্কার দাঁতগুলো উদিক দিয়ে বের করে দোব।

কাল। আচ্ছা, বাপু, আচ্ছা। এই, তোরা হাঁ করে দেখছিস্ কি? যা, আরো ন্যাকড়া আন্।

১ম অনুচর। আর কোথায় পাব মামা? এর উঠোনের বেড়া থেকে, ওর খাট থেকে, তার কাপড় শুকুবার দড়ি থেকে যেখান থেকে যত এনেছিলাম সব শেষ! আর নেই!

কাল। নেই মানে? নেই বললেই হল কি না! যেখান থেকে হয় নিয়ে আয়।

লংকাদেবী। ন্যাকামি করবার জায়গা পাস্‌নে তোরা! বলে নি রাবণ রাজা তোদের পরনের কাপড় ছিঁড়ে সলতে পাকা! আমাকেও কিছুটা দিস্—

কাল। ঠিক বলেছ ঠাকরুণ। এই ব্যাটা, দে তোর ধটিটা খুলে দে। ওরে উনুনমুখো, আগে ওরটা ফালা ফালা করে ছিঁড়ে ফেল্। তাপ্পর তোর নিজেরটাও—ই কি! এরা সব পালাচ্ছে কেন? শেষটা কি আমাকে কাজ করতে হবে নাকি? এ তো মহা গেরো! বলি, যাচ্ছিস্ কোথা?

অনুচররা। আমাদের—আমাদের এখন টিপিনের ছুটি।

কাল। ফের মিছে কথা! তোদের শূলে দেব, জেলে দেব, মাইনে কাটব। ও বাছা হনুমান, দেখ তো কি ফ্যাসাদ! যা হয় একটা কিছু কর। নইলে রাবণ আমাকে আস্ত রাখবে না। শুয়ে শুয়ে মুচ কি হাসিস্ নে, বাপ!

হনু। (মাথা তুলে) ওরে নারে, আর দরকার নেই রে! এতেই হবে। মামার যা বুদ্ধি! আয়, আয়, মামা সবাইকে বিস্কুট দেবে।

(অনুচরদের ফিরে আসা)

অনুচররা। কই? কই বিস্কুট? আমি বড় বড় নেব!

হনু। হ্যাঁ রে হ্যাঁ। তাই দেবে মামা। আগে ঐ সরু ফালিগুলো নিয়ে আমার ন্যাজের ডগা থেকে জড়াতে শুরু কর্ দিকি নি।

(অনুচরদের তথাকরণ)

হনু। (চিৎকার) উঃ! কি আরম্ভ করেছিস্ বল্ তো? অত টাইট্ করে বাঁধছিস্ কেন? আমার লাগে না বুঝি? ই—ই—স্ ল্যাজটাকে এঁটে একেবারে পেন্সিল বানিয়ে ফেলল গো! এখন আমি মাছি তাড়াই কি করে, তাই বল্। খোল্, খোল্, ঢিল দে বলছি!

অনুচর। খুলব কি করে? গিঁট পড়ে গেছে যে! (ব্যাণ্ডেজ্ ধরে টান)

হনু। (বিকট চিৎকার) উঃ—উ—ফ্! ছাড়্ ছাড়্! আচ্ছা, আমিই না হয় একটু ছোট হয়ে বাঁধন ঢিলে করে নিচ্ছি। হ্যাঁ, এতেই হবে। কই, তেল কই? তেল আনিস্ নি, আহাম্মুক? আচ্ছা, ঐ লণ্ঠনটা থেকেই না হয় একটু ঢেলে নে। ই কি! ব্যাণ্ডিলটা ঝুলে পড়ছে কেন? সেপটিপিন দিস্ নি বুঝি? নাঃ, তোদের নিয়ে আর পারা গেল না দেখছি। যেটাই না দেখব, সেটাই ভণ্ডুল! বলি, ও কালনেমি মামা—!

কাল। না, না, না, আমি সেপ্‌টিপিন দিতে পারব না। বরং গিঁট পাকিয়ে নাও।

হনু। আচ্ছা, আচ্ছা, সেপ্ টিপিন না হক, একটু টিপিনের ছুটি হক না কেন? চ্যালা-চামুণ্ডারা অনেকক্ষণ কিছু না খেয়ে হাঁপিয়ে উঠেছে। একটু মাছের চপ, আলুকাবলি, ঝালচানা কি বল?

খুঁদে। হ্যাঁ, হ্যাঁ, তাই হক, তাই হক।

কাল। মোটেই না। এমনিতেই বড্ড দেরি হয়ে গেছে। এখন বলে টিপিন খাব। তাপ্পর বলবে, জিরুব। তাপ্পর বলবে, আজ থাক কাল হবে। আর গোলমাল পাকিও না, যাদু। তোমার ন্যাজে আগুন দিয়ে, পাড়াময় ঘুরিয়ে জনসাধারণকে শিক্ষা দিয়ে,

তবে আমি বাজারে যাব। খিদে পেয়ে থাকে, না হয় ফিরে এসে কিছু মুখে দিও।—কই, দে দিকিনি অয়েল-ক্যান্‌টা। ই কি। এতে নেবুর গন্ধ কেন? (কিঞ্চিৎ চাখন)—আ সব্বনাশ! এ যে বাল্লির শরবত!

হনু। (উঠে বসে) কই, কই বাল্লির শরবত? আমি বড্ড ভালোবাসি। (টেনে নিয়ে গলায় ঢালন) আঃ, নতুন প্রাণ পেলেম!

খুদে। আমিও আমিও আমিও! ঐ দেঁখ দিঁচ্ছে না!

হনু। নে, নে, ধর! আঃ, প্রাণটা জুড়ুল! (শুয়ে পড়ন) কই, দে দিকিনি দেশলাই।

কাল। দেশলাই? কই দেশলাই? ওরে উনুনমুখো, ম্যাচেস্ আন্।

উনুন। ম্যাচেস্ কোথায় পাব, স্যার?

হনু। আহা! ঐ লণ্ঠেনটা থেকে ধরিয়ে নে না।

কাল। আচ্ছা, এবার বল সবাই একসঙ্গে—জয় রাবণের জয়!

হনু। হাঁ হাঁ হাঁ ও কি হচ্ছে! আমি না রামের অনুচর! আমার ন্যাজে দেশলাই দেবার সময় বলবি রামচন্দ্রের জয়! তাপ্পর যখন তোদের মগজে দেশলাই দেওয়া হবে, তখন বলবি—

রাবণ রাজার জয়! গোবুদ্ধি কারে কয়!
সীতামাকে আনলি ধরে, মরবি সুনিশ্চয়!

কই রে? স্লাই দে, স্লাই দে! নিদেন লণ্ঠেলটাই দে—আচ্ছা, এই নে দেশলাই। বল্—রামচন্দ্রের জয়!

কাল। (দেশলাই ধরে) উঁহুঁহুঁ! নড় না বলচি, হনু, শেষটা যদি গায়ে আগুন লেগে যায়, তখন আমাকে দোষ দিলে হবে না বলে রাখছি! আহা হা! ও কি! ফুঁ দিয়ে নিবিয়ে দিলি কেন রে পাজি! আর মোটে একটা কাঠি আছে।

হনু। চোখে ধোঁয়া লাগছে না বুঝি? তার চেয়ে এক কাজ কর্। আমাকে তুলে বাইরে নে চল্। সেখানে ধরাস্। নে, তোল্। বল্—রামচন্দ্রের জয়!

সকলে। রামচন্দ্রের জয়!



(অনেক কষ্টে হনুকে তুলে, মিলিত কণ্ঠে গান)

হনুমানের ন্যাজের আগায়
আগুন জ্বালো, আগুন জ্বালো !
ব্যাটা ন্যাজ দিয়ে রোজ মাছি ভাগায়,
কের্সিন ঢালো ! কের্সিন ঢালো !

(গাইতে গাইতে প্রস্থান)

॥ ষষ্ঠ দৃশ্য ॥

পাত্রপাত্রী। সীতাদেবী, লংকাদেবী, খুদে হনু, চেড়ি, রাক্ষসগণ।

স্থান। অশোকবনের সামনের রাস্তা।

(ব্যস্ত হয়ে চেড়িদের ঘোরাঘুরি। লংকাদেবী সহ এক দল রাক্ষসের প্রবেশ)

১ম চেড়ি। বল না গো কি সর্বনাশটা হচ্ছে! আকাশ লালে লাল। ফট্‌ফট্‌ হুড়মুড় শব্দ। এ কি প্রলয় শুরু হল নাকি গা?

খুদে। ও মা কি বলে! প্রলয় নয় মোটেই। ও আমার বন্ধুক্‌ হনুমান মজা কচ্ছে।

২য় চেড়ি। তা বাপু তোমার বন্ধুর মজাটি তো বেশ! কিন্তু হচ্ছেটা কি তাই শুনি।

খুদে। ও মা! তাও জান না? হনুমান বলল কি না আমাকে বধ করে কাজ নেই, শেষটা যদি সত্যি মরে যাই! তাই রাবণ রাজা বললেন—বেশ, ব্যাটার ল্যাজে ন্যাকড়া জড়িয়ে, তেল ঢেলে, আগুন লাগিয়ে, শহরে বেড়াতে নিয়ে যাও।

৩য়। ও মা কি কাণ্ড! তাপ্পর কি হল?

১ম রাক্ষস। হল কি জান, যত ন্যাকড়া জড়ায় হনুমান ততই বড় হয়! তাই দেখে লংকাদেবীর সে কি রাগ! বলল, 'থাক্‌, আর জড়িয়ে কাজ নেই, ঐ ওতেই হবে। শেষটা আমার মন্দিরের প্রদীপে সল্‌তে দেবার এক চিল্‌তে ত্যানাও যে বাকি থাকবে না। এবার তেল ঢেলে আগুন লাগাও!'

১ম চেড়ি। ব্যাটা তখন খুব জব্দ হল নিশ্চয়?

২য় রাক্ষস। জব্দ না হাতি! চোখ বুজে বলে কি না, 'আঃ কি আরাম! ঠিক যেন চন্দন মাখাচ্ছে। একটুও গা পুড়ছে না দেখেছিস্‌!'

খুদে। হ্যাঁ খালি ন্যাকড়াগুলো পুড়ছে, তার কি গন্ধ রে বাবা! আমাকে দেখে হনুমান বলল, 'ল্যাজ পুড়বে কি করে, আমি যে পবনের পুত্র!'

(সীতার প্রবেশ)

সীতা। কি হচ্ছে? ও কিসের শব্দ? আকাশ লাল কেন? আমার বড্ড ভয় করছে।

২য় চেড়ি। হবে আবার কি, ঠাকরুণ? তোমার পেয়ারের তাঁবামুখো বাঁদর পুড়ে শিক-কাবাব! তার বেশি কিছু হয় নি।

সীতা। হা রামচন্দ্র! এ-ও লিখেছিলে আমার কপালে! (রোদন)

খুদে। ও মা ছিঃ! বুড়ো ধাড়ি মেয়ে আবার কাঁদে! তাছাড়া হনুমান পোড়েও নি কিচ্ছুও না। সে বলল কি না, 'দেখেছ, রাস্কেলগুলোর আস্পদ্দা দেখেছ, আমার ল্যাজে সস্তা দেশলাই দেওয়া হচ্ছে! দাঁড়াও মজা দেখাচ্ছি! বলে শরীরটা গুটিয়ে ছোট করে ফেলল। ব্যস, সব দড়ি খসে পড়ল!

২য় চেড়ি। তাপ্পর?

লংকাদেবী। তাপ্পর? আ সব্বনাশ! তাপ্পর ব্যাটাচ্ছেলে লম্ব পাহাড়ের সমান উঁচু এক লম্ফ দিয়ে পগার পার! ল্যাজে দাউ দাউ আগুন জ্বলছে। যেখানে যায় সব পুড়ে খাক্! সঙ্গে সঙ্গে সে কি হাওয়া! হু-হু করে এক বাড়ি থেকে অন্য বাড়িতে আগুন ছড়ায়! দেখতে দেখতে আমার সোনার লংকা কাঠ-কয়লা! এখন আমাকে কে ভোগ দেয় তার ঠিক কি!

সীতা। আর হনুমান? তার কি হল?

খুদে। কিচ্ছু না, কিচ্ছু না! ধরতে পাল্লে তবে তো হবে। যে কাছে যায় ভারি মাথা ফেটে চীনে পটকা। শেষটা সাগর জলে ন্যাজ ডুবিয়ে আগুন নিবিয়ে বলল, উঃ! তোদের দেশে বড্ড ধোঁয়ারে! দে আমার মুখে একটা বড় পান ফেলে দে দিকি নি।' যেই না পানটা দিয়েছি, অমনি হু—প করে পগার পার!

অজামুখী। আগে বল্ পান কোথায় পেলি হতভাগা? ফের

যদি আমার কৌটো থেকে নিয়ে থাকিস্, তাহলে তোর কানদুটোর আর কিছু রাখব না! (কান পাকড়ানো)

খুদে। উঃ, ছাড়, ছাড় মা, বড্ড লাগে। তোমার পান আমি মোটেই নিই নি, বিশ্রী তেতো! রাবণের সভা থেকে যেই না সব মজা দেখতে বেরিয়ে এসেছে, আমিও ইজের ভরতি করে পান নিয়ে পালিয়েছি—আরে! ঐ যে হনুমান আসছে। এদিকে বন্ধুক এদিকে! ইকি! সবাই পালাচ্ছে কেন?

(সীতা ও খুদে ছাড়া সকলের পলায়ন। হনুর প্রবেশ)

হনু। (সীতার পায়ে পড়ে) তুমি তা হলে পুড়ে খাক্ হও নি, মা। যা ভয় হয়েছিল। ভাবলাম রাগের মাথায় তোমাকে সুদ্ধু বেগুনপোড়া বানিয়ে ফেলি নি তো! তাপ্পর দেখি অশোকবন যে সবুজ সেই সবুজ। এবার তবে বিদায় দাও, মা, শ্রীরামকে গিয়ে খবর দিই।

সীতা। দুদিন জিরিয়ে যাবে না, বাছা?

খুদে। কোথায় জিরুবে শুনি? বাড়ি ঘরের কি কিছু রেখেছে যে জিরুবে? না বাপু, তুমি এবার কাটো দিকি নি। আর দেখ, আবার যখন আসবে, আমার জন্যে বেশি করে বাঁদুরে বিস্কুট এনো, কেমন?

হনু। তথাস্তু! এবার তবে বিদায় হই। (সীতাকে প্রণাম করে প্রস্থান)

সীতা। দুগ্ গা! দুগ্ গা!

(বাঁদর দলের প্রবেশ ও গানসহ নৃত্য)

গান

১ম দল। রামায়ণের বাহাদুর রামচন্দ্র নয়,
বল বাহু তুলে বদন খুলে
হনুমানের জয়!

২য় দল। অবাক হল রাবণরাজা,
লংকা পুড়ে আলুভাজা।

হনুমানে দিলে সাজা
উল্টো ফল হয়।

১ম দল   কর হনু গুণগান!
উঁচু-কপালের দু-পাশেতে
হের বাঁধাকপি কান!

২য় দল।   রামায়ণ-কথা গোটা
লেমনেড সমান।
রামায়ণের বাহাদুর ইত্যাদি।

থরহরি-সংবাদ

পাত্র-পাত্রী : (১) ঘোষক (২) থর (৩) পিলু (৪) রুদো (৫) অনুচর (৬) ওদিন (৭) (৮) (৯) (১০) কেয়াদেবী, শনি, রবি, সোম (১১) বিল্লি (১২) বুড়ি।

॥ প্রস্তাবনা ॥

এক সারি ভীতু লোকের, এ-ওর পিঠে ঠেকা দিতে দিতে প্রবেশ। সবার আগে ঘোষক।

ঘোষক। (সুর করে)

মোরা বাড়াবাড়ি সইতে নারি।
থর ঠাকুরের দেমাক ভারি!
যেমনি রূপ, তেমনি দড়, ভয়ে ত্রিভুবন জড়জড়।
হাতুড়িটে ঘোরায় যখন, সামনে কে বা দাঁড়ায় তখন!

সঙ্গীরা। ঐ বুঝি এল!

ঘোষক। কড়-কড়াৎ পড়ে বাজ, যে-যার ভাগে ফেলে কাজ!
নাকে কাঁদে ওদিন কোথায়! দেশে কেন যায়!
এর সঙ্গে কি আমরা পারি, নিত্যি নতুন জুলুম ভারি।
হেই ওদিন, তোর পায়ে পড়ি! দে-না ব্যাটার গলায় দড়ি।
ঐ চলেছে তোমার বাড়ি, হাতাহাতি হবে ভারি!
ও দেবতা, দাও গো পাড়ি—
নইলে আস্ত রাখবে না—!

সঙ্গীরা। ঐ এল রে! (দুদ্দাড় প্রস্থান)

॥ প্রথম দৃশ্য ॥

বৃক্ষহীন প্রান্তর। বড় বড় পাথর। নেপথ্যে ছাগল-ভেড়ার হিংস্র ব্যা-ব্যা শব্দ। থরের গায়ে লোমের পোষাক, মাথায় দুই শিং-ওলা লোমের টুপি। ক্লান্তির চোটে এই বড় এক হাতুড়ি হ্যাঁচড়াতে-হ্যাঁচড়াতে প্রবেশ। এবং সঙ্গে সঙ্গে মাটিতে শোয়া একটা বড় সাইজের লোকের গায়ে হোঁচট খাওয়া—

থর। এ্যাই! পথ ছাড়! এটা কি তোর ঘুমোবার জায়গা নাকি?

অচেনা। ভোঁ-ফুশ্-শ! ভোঁ-ফুশ্-শ!

থর। এ্যাঁ! মরবার সাধ হয়েছে নাকি? ওঠ্ বলছি!

(লাথি মারন)

অচেনা। উঃ। বিরক্ত করিস নি। আমি ঘুমুচ্ছি শুনতে পাচ্ছিস্ নে? আমি উঠতে টুট্‌তে পারব না। তুই বরং ঘুরে আমার পায়ের দিক দিয়ে যা। মাথার দিকে যাওয়া আমি লাইক্ করি না। আমার চুল উস্কোখুস্কো হয়ে যেতে পারে। ভোঁ—ফ র র র—ভোঁ—।

থর। ই-কি! ভয় পায় না কেন? আমাকে চিনিস না নাকি! আমি থর। আমার ভয়ে ত্রিভুবন কাঁপে থত্থর! ওঠ্, নইলে লাগাব এক হাতুড়ির বাড়ি।

অচেনা। যাঃ পালা। মেলা ফ্যাচ্ ফ্যাচ্ করিস না।

থর। নাঃ, একে একটু শিক্ষা না দিলেই নয়।

(অচেনার মাথায় দমাদম হাতুড়ি পেটন। ঠুং করে হাতুড়ির ছিট্‌কে ফেরন)

থর। ই-কি কাণ্ড! ব-ব-বলি, ই-কি কাণ্ড! হাতুড়ি মারলাম, কিচ্ছু হল না! হাতুড়ি নাপাচ্ছে!

অচেনা। (উঠে বসে) এ্যাঁ! তাই নাকি? আমি বলি বুঝি শুকনো পাতা পল। তা গাছ-ই নেই তো পাতা কিসের! তুই কি চাস বল্ দিকি নি। কে রে তুই?

থর। আমি থর! আমার নামে ত্রিভুবন কাঁপে থথর!

অচেনা। থর? তা থরটা কেটা? অদ্ভুত নাম থর। থর কারো নাম হয় জানতাম না! আর ঐ তিভুবনটি বুঝি তোদের বাড়িতে কাজ করে? কত মাইনে দিস? আমাদের একটা লোক দরকার—

থর। (মহা রেগে ঝম্প দিয়ে)

আমি থর!—আমি থর!
আমায় দেখে যত দেব—নর,
ঠ্যাঙে ঠ্যাঙে ঠকাঠক্, মুণ্ডু করে লকাপক্!
কোথা দেবতা ওদিন, সাহস থাকে দেখা দিন!
এলেম দেখি তাঁর, হক এস্পার ওস্পার—ই-ই-ক্!

অচেনা। (পেটে খোঁচা মেরে) ওদিনের বাড়ি যাবি? তাই বললেই হয়। ঐ দেখা যায় মাঠ, তারপর ঘাট, তারপর ঘেসো জমির পাট। তাপ্পর উঁচু পাথর ঘেরা, মস্ত ডেরা। দেখিস ভয় খেয়ে আবার পালিয়ে যাস না। দাঁড়া, সঙ্গে একটা লোক দিই। (হাঁক দেওন) এ্যাই পিলু—পিলু রে-এ-এ! আরেকটা এয়েছে। দেখিস যেন না পালায়! ও পিলু—উ—উ—উ!

(ঘাবড়ে থর ইদিক উদিক চায়। ছুটতে ছুটতে একটা বড় সাইজের ছোকরার প্রবেশ।)

পিলু। এ্যাঁ, রুদো, ফের ঘুমুচ্ছে? তুমি না পথ পাহারা দেবে। যাবে কোনো জাঁদ্‌রেল না হাতছাড়া হয়। বল দেখি কদ্দিন একটা ভালো ধুমধড়াক্কা দেখা যায় নি! ইটি কে? হাতে হাতুড়ি কেন, মিস্ত্রিটিস্ত্রি নাকি? তাহলে ওদিন মহারাজ কিচ্ছু খুসি হবে না। পেল্লায় যোদ্ধা না হলে মারপিট কখনো জমে?

রুদো। তুই থাম্ দিকি। এ-ই তাহলে সেই দেবতা থর! যার অপেক্ষায় ওদিন বসে আছে! আশ্চর্য!

পিলু। তাই নাকি? দেখে তো সে রকম মালুম দেয় না। কেমন একটা ছেরাস্ত কেলাস্ত খিদে-খিদে ভাব—বলি হাতুড়ি টে কেন, স্যার?

থর। (এতক্ষণে দম ফিরে পেয়ে)
এই হাতুড়ির বাড়ি, হঠাৎ যদি মারি,
যদি অকস্মাৎ, ছুটে যায় হাত—

পিলু। (হেসে) তাহলে হয়ে যাব কুপোকাৎ—এই তো? চল দাদা, আর দেরি নয়। রুদো, তোমার ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে পাহারাদারি ছেড়ে, সবাইকে খবর দাও। মজা দেখতে আসুক সব। কি যেন নাম বললে তোমার?

থর। আমি থর—আমি থর!
এই হাতুড়ির বাড়ি, হঠাৎ যদি মারি
কড় কড় পড়ে বাজ, দে চম্পট ফেলে কাজ!

পিলু। তবে তো আর কথাই নেই। চলে চল, চলে চল! ও-দিনের পাথুরে পূর, সে যে অনেক দূর। তুমি এখন হাঁটতে পারলে হয়। (সকলে নিষ্ক্রান্ত)
তাছাড়া গেলেই তো ঝুরঝুর দন্তচূর বানিয়ে দেবে।

॥ দ্বিতীয় দৃশ্য ॥

চারদিকে উঁচুনিচু জমি, বড় বড় পাথর, বেঁটে বেঁটে গাছ। থর ও পিলুর প্রবেশ। আসলে থরের পা আর চলে না; খিদে-তেষ্টায় হাতুড়ির ভারে কাতর। তবু তার তেজ কত!

থর। (গান গায়) গিজ্‌দা গিজ্যাং গিজ্‌দা গিজ্যাং
বাড়িয়ো হু-ঠ্যাং
নদী গিরি বন মাঠ সাগর নগর গ্রাম,
ট্যাঙস ট্যাঙস করে পার হয়ে এলাম।
উঃ ফ্! সে কি চাট্টিখানিক কাম!
শোন সর্বজনে থর আমার নাম!
এই হাতুড়ির বাড়ি হঠাৎ যদি মারি,
যদি অকস্মাৎ ছুটে যায় হাত,
হয়ে যাবে তবে বিষম বজ্র—এ্যাঁ! ওটা কি

রে, বিট্‌লে ? খরগোশ টরগোশ নয় তো ? ঠোঁট পক্‌পক্ করে কেন ? উরি বাবারি ! দেব নাকি পাড়ি—

পিলু। না স্যার, খরগোশ হবে কেন ? বেড়াল-টেড়াল, কুকুর-মেকুর, বড় জোর নেকড়ে বাঘের বাচ্চা হতে পারে। এই বড় ন্যাজ—এই যাঃ ! হ্যাস-হুস ! দেখছিস না থর যাচ্ছেন ওদিনের বাড়ি, সেথা মজা হবে ভারি !

থর। খরগোশ নয় বুঝি ? চল্, তবে আর দেরি নয়, আগে ওদিন পরে আর সব।

পিলু। তার আগে একটু টিপিন্ হলে কেমন হত ? তোমার খিদে পাচ্ছে না, স্যার ? নাকে বেড়ে গন্ধ আসছে না ? বলি থলিতে কি ?

থর। (গান)

কোন গাঁয়েতে, কার বাড়িতে,
কোন হেঁসেলে, কার হাঁড়িতে
কেমনে সুবাস ছাড়ে !
খিদে তেষ্টা সকল ভুলে,
কাঁধের পরে হাতুড়ি তুলে,
যেতে কজন পারে ?

পিলু। তাহলে এখন টিপিন্ নয় ?

থর। না। ওদিনের দেমাক ভারি, আগে চল তার বাড়ি। সবাই বলে ঠাকুরদা। পুজো করে। ওটাকে মাটিতে না বিছিয়ে জল-স্পর্শ নয়। দেবতার শরীরেতে কতখানি পয় ?—ঐ দ্যাখ্, আবার এয়েছে। ঠিক জানিস্ তো খরগোশ নয় ? খরগোশ শুঁকলে আমার হাঁচি আসে কি না, তাই।

পিলু। দূর ! ও তো আমাদের ভেড়ার ছানা। চল, চল, বেলা বাড়ে।

থর। ট্যাঙস্ ট্যাঙস্ ট্যাঙস ট্যাঙস্। বলি আর কত্দূর সঠিক জানস্ ? হাতুড়িটে বেজায় ভারি। আর বেশিদূর বইতে নারি—ই কি ! টেনে নিয়ে বগলে পুরলি ? তোর গায়ে দেখি বড্ড জোর। কি খাস্ ?

পিলু। ওদিনের মেজ ছাগলের দুধ, স্যার। যদিও বিট্‌কেল গন্ধ,

তা খেতে নয়কো মন্দ। এই এক ইঞ্চি সর পড়ে। তাও কি সহজে দেয়; স্যার—তার ওপর টিপিন্ পাইনি—

থর। থাম্ দিকিনি। কোথায় তার বাড়ি?

পিলু। হুই দেখা যায় টিলার ওপর। চারদিকেতে তিন মানুষ পাথরের ছ্যাল!

থর। হুম্ শত্তুরের ভয়ে বুঝি?

পিলু। না, স্যার, শত্তুর কোথায়? সব্বাই তাঁর পুজো করে। কত বড় দেবতা তিনি! তবে ঐ বেড়ালটি পালায় বলে ছ্যাল।

থর। থাম্ দিকি! পাহাড় চড়ি আয়। ধাপুড় ধুপুড় ধাপুড় ধুপড়! এই চড়েছি পাহাড়ের উপর। ওদিন, সাবধান! আমি এলাম!

পিলু। (এক গাল হেসে) ঐ বড় ফটক দিয়ে ঢুকতে হবে, স্যার।

থর। ফটকে শিঙা ঝোলানো কেন? নামিয়ে একটা ফুঁ দিই। ব্যাটা জানুক শমন হাজির! হেঁইয়া-হো, হেঁইয়া-হো! ই কি! শিঙা যে নড়ে চড়ে না, ওঠে পড়ে না!

পিলু। ও আপনার কম্ম নয়। ছাড়ান দিন, দরজা পেটান। (থরের দরজা পেটানো) ঝনন্‌ন্-ঝনন্‌ন্-ঝনন্‌ন্-ঝনন্‌ন্!

পিলু। স্যার!

থর। আবার স্যার কিসের? কি হয়েছেটা কি?

পিলু। ইয়ে—ঐ যে কোমর থেকে দড়িটে ঝুলছে, উটি ইজেরের দড়ি নয় তো?

থর। না, না! তোকে অত মাথা ঘামাতে হবে না। তুই—আরি বাবা!

(ঝনাৎ করে দরজা খুলে গেল)

ভিতর থেকে বাজনার সুর শোনা গেল। এক দল সৌম্য বৃহদাকার পুরুষ ও একজন মহিলা, পাতার মালা হাতে করে, হাসিমুখে, থরকে অভ্যর্থনা করতে বেরিয়ে এলেন। তাঁদের দেখে জিব কেটে পত্রপাঠ পিলু চম্পট দিল। যাবার আগে থরের হাতুড়ি তার হাতে গুঁজে দিতে ভুলল না। সব চেয়ে বৃহৎ আর সৌম্য যাঁর চেহারা, তিনি এগিয়ে এলেন। তাঁর নাম ওদিন।

ওদিন। এসো এসো আগন্তুক, কর বিশ্রাম, পাও সুখ। ওরে জুতো খুলে দে, জল এনে দে, পা ধুয়ে দে, গামছা দিয়ে মুখ মুছিয়ে দে। ঘড়া ভরে গরম ছাগলের দুধ এনে দে। আহা—কেষ্টর জীব, খেয়ে বাঁচুক, দেখছ না প্রাণ-পাখি এক্ষুনি উড়ে যাবে।

থর। (রূঢ়ভাবে) আমি দুধ খেতে আসিনি, মহাশয়। পুরুষপুঙ্গবরা দুধ খায় না—

বুড়ি ঝি। (গামছা হাতে এগিয়ে এসে) এ্যাঁ, কি, বলছে কি? এই পুরুষপুঙ্গব নাকি? আর হাসাসনি বাপ!

থর। কি, আমাকে তুচ্ছতাচ্ছিল্য করা! আমি থর! আমায় দেখলে কাঁপে দেব-নর! কার নাম ওদিন? সাহস থাকলে দেখা দিন। আমি তাঁর সঙ্গে লড়াই করতে এসেছি। কার শক্তি বেশি তার পরীক্ষা হয়ে যাক—

ওদিন। আচ্ছা, বাবা, সে না হয় হবে। এখন ভেতরে চল তো।

॥ তৃতীয় দৃশ্য ॥

ওদিনের বাড়ির উঠোনের এক ধারের উঁচু বারান্দায় মস্ত টেবিলের তিন দিকে মস্ত মস্ত কুরশি। উঠোনের মধ্যিখানে বেশ বড় এক সবুজ-চোখ কালো বেড়াল। বুড়ি ঝি তাকে হ্যাশহুশ্ করে তাড়িয়ে দিল। বড় বড় বাসনপত্রে সাজানো—গোছানো জায়গাটি বেশ।

(ওদিন, থর ও অন্যদের প্রবেশ)।

পিছনের দরজা দিয়ে পিলুর সঙ্গে এক দল ছেলে-ছোকরার প্রবেশ।

ওদিন। এ্যাই! ও কি হচ্ছে? তোমরা কি চাও?

পিলু। কিছু না স্যার। মারামারি হবে, তাই ওরা মজা দেখতে এসেছে।

ওদিন। মারামারি হবে? সে কি! কার, সঙ্গে কার?

১ম ছোকরা। কেন, ঐ বেঁটে লোকটার সঙ্গে তোমার।

ওদিন। ছি! ছি! উনি আমাদের সম্মানিত অতিথি।

উনি এসেছেন বলে আমরা ধন্য হয়েছি—এখানে উনি আমাদের সঙ্গে পানাহার করবেন।

পিলু। তবে যে ব্যাটা বলছিল তোমাকে মাটিতে বিছিয়ে দিয়ে তবে জলস্পর্শ করবে—

ওদিন। চোপ্ ! তোমাদের কি কোনো আক্কেল নেই ?

ছেলেরা। এঁ্যা ! তবে কি মারামারি হবে না ? আমরা এত আশা করে এলাম—পিলু যে বলল—

ওদিন। না, মারামারি হবে না—

থর। (রেগে) এ কি ছেলেখেলা পেয়েছেন ? আমি শক্তি পরীক্ষা করতে এসেছি। মারামারি না হলেও, আমার এই হাতুড়ির বাড়ি একবার যদি মারি, দেবতাদের গুরুগিরি ঘুচবে তোমার— !

ওদিন। আচ্ছা, আচ্ছা, সে হবে'খন। আগে কিছু মুখে দাও, একটু জল খাও। আমাদের বাড়ির পিঠে-পুলি খেতে খুব মন্দ নয়।

থর। না। কিচ্ছু না।

পিলু। তবে যে বলছিলে জলতেষ্টা পেয়েছে, জিবতালু জড়িয়ে গেছে !

১নং দেবতা। তৃষ্ণার্ত প্রতিদ্বন্দ্বীর সঙ্গে শক্তি পরীক্ষা করি না আমরা। তুমি জল গ্রহণ কর।

থর। বলেছি তো খাব না।

পিলু। বোধ হয় ভয় খাচ্ছে, স্যার। তেষ্টাফেষ্টা ভুলে গেছে। ধরে খাইয়ে দেব, স্যার ?

ওদিন। চোপ্ !

থর। (রাগত ভাবে) দাও জল। গলা ভেজাবার মতো একটুখানি।

দেবতা। পিলু, দাঁড়িয়ে আছিস্ কেন ? যা, নিয়ে আয়।

পিলু। ইয়ে—মানে—আমি না ফেরা অবধি যেন কিছু না হয়।

(ছুটে প্রস্থান)

ওদিন। বাছা, তুমি বস। জল খাও, তেষ্টা মেটাও। তারপর না হয় শক্তি-পরীক্ষা হবে। কিন্তু তুমি ছেলেমানুষ, তোমার সঙ্গে আমার রেষারেষি কি সাজে ? বরং আর কিছু চেয়ে নাও।

থর। (কাষ্ঠ হেসে) কেন, পাছে হেরে যান, তাই বুঝি ?

(একটা ছোট্ট ঝিনুক-ভরা জল নিয়ে পিলুর প্রবেশ।)

পিলু। এই যে, স্যার, এটা খেয়ে ফেল তো দেখি!

থর। (অবাক হয়ে) ও কি! অতটুকু জলে আমার কি হবে? ঠাট্টা করছ নাকি ?

২নং দেবতা। অতিথির সঙ্গে পরিহাস করার সাহস ওর নেই। তুমি জলটা খেয়ে দেখতে পার।

(চোঁ-ও-ও চোঁ-ও-ও করে জলে চুমুক দিয়ে ঝিনুক নামিয়ে থর দেখেন ঝিনুকের জল এতটুকু কমেনি। মুখটুখ লাল করে আরেকবার ঝিনুক তুলে চোঁ-ও-ও করে দিলেন লম্বা এক টান। পেট ঢাক হয়ে গেল। জলের একটুও কমতি হল না। আবার মুখে তুলতে যাচ্ছেন, পিলু ব্যস্ত হয়ে ঝিনুকটি কেড়ে নিল।)

পিলু। এই রোখ্‌খে! নইলে ফেটে যাবে। বান ডেকে ঘরবাড়ি ভেসে যাবে—

ওদিন। থাক্, বাছা, আর জলপানে কাজ নেই।

থর। জলপান করতে আসিনি আমি। আপনার সঙ্গে শক্তি-পরীক্ষা হবে এই আশাতে—

৩নং দেবতা। একেবারে ঠাকুরদার সঙ্গে শক্তি-পরীক্ষা ? তোমার কি সে যোগ্যতা আছে ?

থর। আছে মনে করেই এসেছি। হেরে গেলে তাঁর বশ্যতা স্বীকার করব।

৩নং দেবতা। তাই বলে একেবারে স্বয়ং ঠাকুরদা—

আচ্ছা, তার আগে বরং তাঁর ঐ বেড়ালটাকে ওখান থেকে তুলে ফেলে দাও তো দেখি—

থর। (আশ্চর্য হয়ে) বেড়াল তুলতে হবে ? কেন ? তাঁর কি এ-সব কাজের জন্য লোক নেই—নাকি ভয় খাচ্ছেন ?

৩নং দেবতা। বাছা, বেড়াল না তুললে সবাই ভাববে তুমিই ভয় খাচ্ছ।

পিলুর দল। হো হো হো হো, ঠিক বলেছ জ্যাঠামশাই! স্রেফ্ ভয় ছাড়া কিছু নয়!

থর। (হঠাৎ ছুটে গিয়ে বেড়াল পাকড়ে দিলেন এক মহা টান। বেড়াল নড়েও না চড়েও না ওঠেও না পড়েও না। খালি চোখ পিট্‌পিট্‌ করে।)

পিলুর দল। (এ ওকে ঠেকা দিয়ে) ও হো হো হো হো হো হা হা হা—

(থর বেড়ালের পেটে মাথা গুঁজে একটা ঠ্যাং দু-হাতে ধরে এমনি হ্যাঁচকা টান দিলেন যে চচু-কৃ করে ঠ্যাংটা মাটি থেকে ১ ইঞ্চি উঠেই আবার থপ্‌ করে নেমে এমনি এঁটে গেল যে হাজার চেষ্টাতেও থর আর তাকে তুলতে পারল না। তাঁর রগের শিরা ফুলে উঠল, কপাল থেকে টপটপ করে ঘাম ঝরতে লাগল।)

৪নং দেবতা। আহা, থাক, থাক, আমরা সবাই জানি তুমি কত বড় পালোয়ান—

ফ্রেয়াদেবী। ঠাকুরদা, তুমি কিছু বল, নইলে একটা প্রলয়কাণ্ড না ঘটে যায়। অতিথি মানুষ, তায় অর্বাচীন—

ওদিন। বেশ তো, আমার সঙ্গে লড়তে চায় তো লড়বে। কিন্তু বড্ড মায়া লাগে। ঐ কচি মুখ—আচ্ছা, আমার বুড়ি ঝির ওপর আগে হাত সরগড় করে নাও তো বাছা। ওকে আগে কুস্তিতে হারিয়ে তারপর আমার সঙ্গে লড়।

থর। তাই বলে মেয়েমানুষের সঙ্গে কুস্তি!

বুড়ি। কেন রে ছোঁড়া? ভয় পেলি নাকি? ছ্যাঃ! (এই বলে বুড়ি থরের মুখে ফুঁ দিল)

পিলুর দল। খ্যা খ্যা খ্যা খ্যা—

(থর ছুটে গিয়ে বুড়িকে জাপ্টে ধরে মাটিতে শুইয়ে দেবার চেষ্টা করলেন। বুড়ি গা ঝাড়া দিয়ে তাঁকে মাটিতে ফেলে, বুকের ওপর পা রাখল।)

ওদিন। আহা, আহা, ঐ ঢের হয়েছে, তুমি এবার যাও, কালী।

(নিজে গিয়ে থরকে দু-হাতে তুললেন ওদিন। তার গায়ের ধুলো ঝেড়ে দিলেন। থর-ও মহান্‌ দেবতা। তিনি হাঁটু গেড়ে ওদিনের

হাঁটুতে মাথা ঠেকালেন। ওদিন তাঁকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন। মারামারি সে রকম জমল না দেখে পিলুর দলের কি আপশোস্! ওদিন থরকে নিজের ডান পাশে বসিয়ে, নিজের রুমাল দিয়ে কপালের ঘাম মুছিয়ে, পিঠে ভেঙে তাঁর মুখে দিলেন। থরের মুখে কথা নেই। নিজের দম্ভের জন্য নিজেই লজ্জিত। পানাহার চলতে লাগল।)

॥ চতুর্থ দৃশ্য ॥

বড় ফটকের সামনে থর ওদিনের কাছে বিনীতভাবে বিদায় নিচ্ছেন। ওদিন নিজে হাতে করে হাতুড়িটা এনে থরের হাতে দিলেন।

ওদিন। মন খারাপ কর না, থর। পরাজয়ের গ্লানি নিয়ে যাচ্ছ না তুমি। ঐ ঝিনুকে ধরা আছে সপ্ত সাগরের জল। ওটি খালি করতে পারলে দেবতা—নর—পশুপাখি সব তৃষ্ণায় মারা যেত। এমনিতেই সাগরে সাগরে তুমি বড় বড় চড়া ফেলে দিয়েছ। তাতে মকররা উঠে রোদ পোয়াচ্ছে।

থর। আর—আর—ঐ বেড়াল?

ওদিন। (হেসে) ও হল গিয়ে স্থিতি। ও স্থির হয়ে থাকলে গ্রহ-তারারা পর্যন্ত যে যার কক্ষে স্থির থাকে। তোমার দাপটে ত্রিভুবনে ভয়ংকর ভূমিকম্প হয়েছে।

থর। ইয়ে—আপনার বুড়ি ঝি কি তবে সত্যি ঝি নয়?

ওদিন। উনি হলেন মহাকাল। কোনো দেবতার-ও সাধ্য নেই ওঁকে পরাস্ত করে। আমার-ও নেই। তুমি তো ছেলেমানুষ। তোমার বীরত্বে উনি খুশিই হয়েছেন।

থর। তাহলে আমার ধৃষ্টতা ক্ষমা করে, আমাকে বিদায় দিন।

ওদিন। বিদায় কেন দেব, বাছা? এ-ও তোমার বাড়ি। যখন খুশি আসবে।

(থর একবার দরজায় ঝোলানো শিঙাটির দিকে তাকালেন।)

থর। ওটি বাজানো দূরের কথা, নামাতে পর্যন্ত পারলাম না।

ওদিন। (হেসে) ওটির দিকে তাকিও না, বাছা। ও হল গিয়ে প্রলয়ের শিঙা! ওটি যদি বাজাতে—তুমি, আমি, এরা সবাই সঙ্গে সঙ্গে ঝুরঝুর করে বাতাসে মিলিয়ে যেতাম।

এসো তাহলে। তোমার মঙ্গল হক।

পিলুর দল। দাঁড়াও, দাঁড়াও, আমরাও যাব তোমার সঙ্গে। গল্প শুনব।

(সকলের প্রস্থান)

দড়া-বাজি

॥ প্রথম দৃশ্য ॥

পাত্র-পাত্রী।—মন্ত্রী ভজগোবিন্দ শাসমল, তস্য মোসায়েব কেষ্ট,, দরোয়ান, জনতার মধ্যে নানারকম লোক।

স্থান।—ভজগোবিন্দর শহরতলির বাড়ির সামনের বারান্দা। ভজগোবিন্দ আরামচেয়ারে চায়ের পেয়ালা হাতে। মোসায়েব মোড়ায়, এলুমিনিয়ামের বাটি হাতে। ইলেক্‌শনের পর ভোটারদের কাছে ভজগোবিন্দের এই প্রথম আগমন।

(দূরে জনতার স্লোগান)

(পুরুষদের গলায়)—চলবে না! চলবে না! চলবে না! ফাঁকি দিয়ে মন্ত্রীবাজি চলবে না চলবে না!

(মেয়েদের গলায়)—দিতে হবে! দিতে হবে! যা চাইব সব দিতে হবে!

ভজ। এ্যাঁ! ও কিসের শব্দ, কেষ্ট? আগে তো এটা শান্তির নীড় ছিল। পষ্ট মনে আছে বেলা ন-টা পর্যন্ত ঘুম ভাঙত না। তাইতেই তো আমার পড়াশুনো হল না—

কেষ্ট। তাতে ক্ষতিটা কি হয়েছে, স্যার? লেখাপড়া শিখে আমাদের হরিপণ্ডিতের মতো ছেলে ঠেঙিয়ে মাসকাবারে তিনশোটা টাকা না কামিয়ে, কেমন রাজার হালে আছেন! লেখাপড়া আবার একটা জিনিস নাকি, হুঃ! এই আমি যে নাম লিখতে টিপ-সই দিই, আমার এখানে তিনটে বাড়ি, ব্যাংকে—

ভজ। ছিঃ! টাকার জাঁক করতে হয় না। তাহলে খুব খারাপ কিছু হয়, কি যেন ভুলে যাচ্ছি। ও হ্যাঁ, চোররা খবর পায়—!

জনতা। (আরো কাছে) ভেঙে দাও! ভেঙে দাও! মিথ্যা-বাদীর চালবাজি ভেঙে দাও! ভেঙে দাও!

বাড়ি গিয়ে বলে আসনি যে তোমার সময়-অসময় বলে কিছু নেই, সর্বদা তুমি আমাদের সেবায় লেগে থাকবে ? এখন উল্টো কথা বললে চলবে কেন ?

জনতা। চলবে না ! চলবে না !

ভজ। তা মা-ঠাকরুণরা কি চান, সেটা বলবেন তো ?

১ম গিন্নি। (তালিকা বের করে) বলবই তো ! বড় দিদি সব লিখে দিয়েছে, হঁ্যা। মাস-মাইনে, মাগ্যি-ভাতা, বছরে দেড় মাস বাপের বাড়িতে ছুটি, ৫ দিনে হপ্তা,—ইয়ে—কি সব লিখেছে পড়তেও পারছি না ছাই—ইয়ে—পেনশান্—

২য় গিন্নি। ও মাসি, ৭ ঘণ্টার দিন বাদ দিলে যে—

ভজ। ওরে বাবা !

৩য় গিন্নি। ওরে বাবা আবার কি ? তোমার নিজের বিজ্ঞপ্তি থেকে টোকা, নইলে আমরা জানব কি করে ? অত সময় আছে আমাদের ? বড় দিদি টুকে দিয়েছে—ও বড় দিদি বাকিটা যে পড়া যাচ্ছে না—

জনতার মধ্যে থেকে। আহা দুঃখে-পোড়া মানুষ সব, হাতের লেখা কি করে পড়া যাবে ? কি বলে তারি মাথামুণ্ডু নেই—

বড় দিদি (গলা খঁাকরে)—হ্যাঁ, জিনিসের দাম কমানো, সস্তায় ফ্ল্যাট -ব্যবস্থা, বেকারত্ব ঘুচনো, আবহাওয়া নিয়ন্ত্রণ—

ভজ। এঁ্যা ! বলেন কি ! আবহাওয়াও আমাকে নিয়ন্ত্রণ করতে হবে ?

বড় দিদি। আরে না না ! ওটা পরের কলামে আছে, তুলে পড়েছি। ও আমার ক্লাসের নোট। বাদ দিন—অাঁক !

(জনতার অনেকে গিন্নিদের ঠেলেঠুলে জায়গা দখল করল।)

ভজ। ই কি ! তোমরা আবার কারা ?

জনতা। সে কি, মন্ত্রীমশাই, এখন আমাদের চিনতে পারছ না বুঝি ? সেই যে দলে দলে ছলে-বলে-কৌশলে তোমার জন্য ভোট আদায় করে দিয়েছিলাম, তাদেরি ভুলে গেলে ? তখন বলেছিলে হেনা দেবে, তেনা দেবে, আর আমাদের কোনো দুঃখু

(একজন মেয়ের ক্যান্‌কেনে গলা) তার রান্নাঘরের নতুন চালে আগুন লাগাও! আগুন লাগাও!

ভজ। ই কি! আমাকে বলছে নাকি? যদি সত্যি তাই করে! সেপাইটা কোথায় গেল!

ত্রু-জনে। (চিৎকার) সেপাই! হেই সেপাই!

(হুড়মুড় করে সেপাইয়ের প্রবেশ)

সর্বনাশ হয়েছে, মালিক! সেপাই। এনারা সব আমাকে ঠেসিয়ে দিয়ে ভিতরে সেঁদিয়ে গেলেন!

(ডান দিক থেকে মহিলা, বাঁ দিক থেকে পুরুষ বিক্ষোভকারীদের প্রবেশ। মঞ্চের মধ্যিখানটা ফাঁকা থাকবে!)

মহিলা কণ্ঠে। এঃ! নেপো আবার পেন্টু পরে সেপাই হয়েছেন! তোকে ঘুনসিপরা দেখেচি না! ছ্যাট্! ছ্যাট্!

ভজ। ও কেষ্ট, ওনাদের জিগ্‌গেস কর কি চান, এত বিক্ষোভের কি কারণ?

১ম গিন্নি। আবার কেষ্টাকে কেন, বাছা? কেষ্টাকে তো আমরা ভোট দিয়ে মন্ত্রী বানাই নি, ভোট দিয়েছি তোমাকে! এখন কেষ্টার পেছনে লুকোবার চেষ্টা ছাড়!

২য় গিন্নি। পারবেও না লুকোতে, যা বপুখানি বেনিয়েছো! আমরা চাল তেল মাছ কাপড় পাইনে আর তোমার ওজন বাড়ে কেন?

সকলে। শেম্! শেম্!

ভজ। (ভয়ে ভয়ে) অত গরম হবার কি আছে, বাছারা? কি তোমাদের অভিযোগ ঠিক জায়গায় লিখিতভাবে দিলে আমি নিশ্চয় শুনব। সেই তো আমার কাজ। তাই বলে—

কেষ্ট। তাই বলে সময়-অসময় বলে কিছু নেই? মন্ত্রী মশায়ের দোরগোড়ায় হল্লা করলেই হল!

ভজ। ঐ তো শুনলে, তাহলে এখন তোমরা এস গে। একটা সময়—অসময়—

৩য় গিন্নি। থামো তো বাপু! ভোট জোগাড়ের সময় তুমি বাড়ি

থাকবে না—সব বাজে কথা! কিচ্ছু দাওনি। সেই ইস্তক ল্যাজের ডগাটি দেখিনি তোমার! আর নয়! এবার আমরা রেগে গেছি। সব দিতে হবে।

সকলে। দিতে হবে! দিতে হবে!

ভজ। কার কি অভাব বল তাহলে। দেখি কি করতে পারি—তোমাদের যে রুক্ষ মেজাজ, ঝাঁকড়া চুল—বল কি চাও তোমরা?

মাস্তানর। আমরা! আমরা আমরা আমরা! চাই চাকরি—ভাত—কাপড়—কামরা!

ফুটপাথবাসীরা। বলি ও-গো মন্ত্রী যা যা বলেছিলে তার সবটাই বাদ কেন পড়ে আমাদের বেলায়?

নাগরিকরা। না-হে, না-হে, না-হে, আমরাও আছি পাহে। পৈত্রিক পেশা চালাতেও দেয় না। আবার পেশা চালাই না বলে খেতেও পাই না।

সকলে। দিতে হবে! দিতে হবে! দিতে হবে!

ভজ। (কান চেপে ধরে) থামো, বাছা, থামো! (প্রথম নাগরিককে) তা তোমার পেশাটা কি, যেটা চালাতে দেয় না?

১ম। আমি স্যার, লোকের দাঁত থেকে পোকা তুলে দিই। সে এখন কেউ চায় না। হাসপাতালে গিয়ে দাঁত তুলিয়ে আসে। আমি বলি হাসপাতালগুলো বন্ধ হক। পেশাদার খেয়ে বাঁচুক।

সকলে। তাই বাঁচুক! তাই বাঁচুক।

ভাজ। তুমি?

২য়। আমি স্যার, চোর। মেয়েরা নকল গয়না পরে বেড়ায়, আমার বাড়িতে হাঁড়ি চড়ে না। ওদের সোনা পরতে বাধ্য কর।

৩য়। আমি ঠ্যাঙাড়ে। আমাদের ইউনিয়ন্ করতে দেয় না!

৪র্থ। ওদের বাদ দিন, স্যার, আমি হাজাম। খেতে পাইনে। সবাই বুনো দাড়ি-গোঁপ-চুল রাখে!

৫ম। আমি তাঁতি। আমিও খেতে পাইনে। সবাই নাইলন বলে গুড়, না কাচ, না কিসের তৈরি, জামা-কাপড় পরে। সে সব কলে তৈরি।

৬ঠ। আমি ধোপা। উপোস করি। নাইলনগুলো ওরা নিজেরা কাচে।

৭ম। আমি কেরাণী। তোমরা নাকি কলের মানুষ আমদানি করছ? কাজে তাদের ভুল হয় না। মাইনে দিতে হয় না, মাগ্যি-ভাতা চায় না, বিক্ষোভ করে না—

সকলে। বিক্ষোভ চলছে, চলবে!

৮ম। আমি ছাত্র, বড্ড বেশি বাড়ির পড়া দেয়।

৯ম, ১০ম, ১১শ। আমরা গেরস্ত। মেয়েদের ভোট বন্ধ করে দাও। রাঁধে বাড়ে না, কাজ করে না, খালি বক্তিমে! বাড়িতে বাড়িতে অশান্তি। ঐ বড় দিদিটি ফাটকে যাক!

ভজ। কিন্তু প্রগতি—

মাস্তানরা। আমরা চাই না—চাই না—চাই না প্রগতি। তার চেয়ে আমাদের সিনেমার ফ্রি-টিকিট দাও আর বেকার ভাতা দাও—তাহলেই হবে।

ছোট ছেলে। (চিৎকার করে) আমি ট্যানা ল্যাবেঞ্চুশ চাই। কেউ দেয় না! এঁ্যা—এঁ্যা—এঁ্যা।

সকলে। দিতে হবে! দিতে হবে! দিতে হবে!

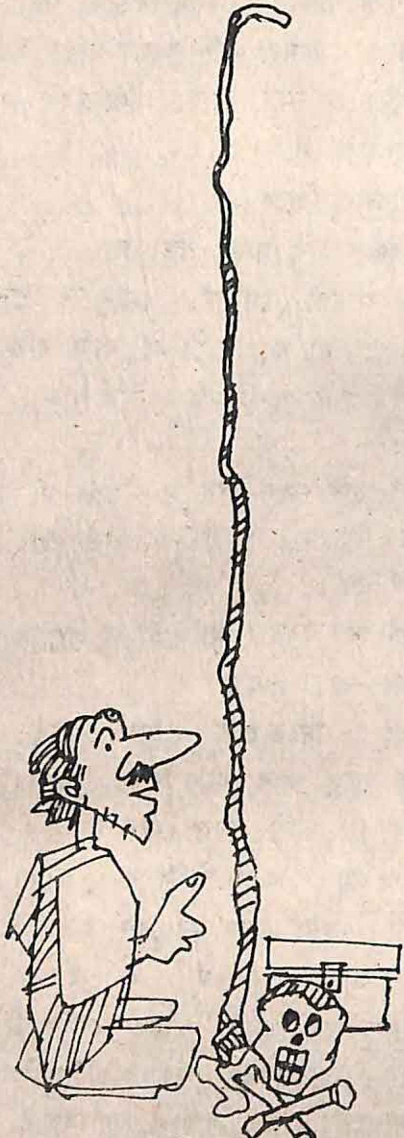
ভজগোবিন্দ। (দু হাতে কান চেপে বিকট চিৎকার করে) থামো! থামো! থামো! আমি সমস্ত মেনে নিচ্ছি। কিন্তু এত সব তো আমার কম্ম নয়। আমি মিটিং করি, ভাষণ দিই, তোমাদের কর্তব্য বাৎলাই—একটা মানুষ এর বেশি কতটা পারে—

সকলে। (রেগে) ও—ও—ও—ম্! ও—ও—ও—ম্!!

ভজ। আহা আমার বদলে একটা ভালো লোক ঠিক করে দিচ্ছি। ইনি সব পারেন। পরম বিদ্যা দিগ্‌গজ। পণ্ডিত!!

পণ্ডিত। এই সেরেছে! দেখ, বাবারা, সব বিদ্যার পরম বিদ্যা হল নিজের অক্ষমতা বোঝা। আমি বলি কি পুরুত কিছু ক্রিয়াকর্ম করে তোমাদের একটা ব্যবস্থা করে দিক্—

পুরুত। আমি? এঁ্যা! আমি কি করব? পুঁথিতে যা লেখা থাকে, বড় জোর সেই টুকুই আওড়াতে পারি—



পণ্ডিত। তাও ভুল উচ্চারণে—

পুরুত। তুমি আর উচ্চারণের কথা তুলো না, পণ্ডিত। এ হেন অবস্থায় কেউ যদি কিছু করতে পারেন তবে সে আমার গুরুদেব। সুখের বিষয় তিনি এখানে উপস্থিত আছেন। হেই গুরু, যা হয় কর!

গুরু। সব পক্ষের সব কথা শুনে মনে হচ্ছে, একমাত্র বিধাতা ছাড়া কেউ এদের কোনো উপায় করতে পারবে না। সেবার আমার বক্না বাছুরটা হারিয়ে গেছ্‌ল, তা কেউ খুঁজে পায় না। শেষটা বিধাতাকেই ধরে পড়লাম—

১ম মাস্তান। তিনি খুঁজে দিলেন বুঝি? তবে আর দেরি কেন?

সকলে। তাহলে চল চল চল চল!

২য় মাস্তান। কিন্তু কোথায় গেলে তাঁকে পাওয়া যাবে? তিনি থাকেন কোথায়? কই কাজের বেলায় তো তাঁর দেখা পাই না।

গুরু। স্বর্গে, স্বর্গে, স্বর্গে! তাছাড়া কোথায়? এখানে থাকলে কি তোদের এই হাল হত?

৩য় মাস্তান। আগেই বলে রাখি, গুরু, পুণ্যি করে সেখানে যাওয়া টাওয়া আমাদের পোষাবে না। সোজাসুজি পথটা বাতলে দাও। হেঁটে চলে যাব। আর দেখ, আমাদের অত তুই-তোকারি কর না তো, যেন বাপের পিতেমো এয়েচেন!

সকলে। ঠিক তাই! ঠিক তাই! পথ বলে দাও, গুরু।

গুরু। (বিরক্ত হয়ে) দেখ বাবারা, আমি তো ট্যুরিস্ট ডিপার্টমেণ্টে চাকরি করি না যে পথ বাৎলে দেব। খোঁজ করে নাও গে। স্বর্গে যাওয়া অত সহজ নয়।

৩য় মাস্তান। সহজ নয়?

গুরু। না নয়। অন্ততঃ সহজ বলে শুনি নি।

ছোট ছেলে। আমি কিন্তু শুনেছি। দেখেওছি। খুব সহজ, একটুও শক্ত নয়।

সকলে। দেখেছিস্? বল্, বল্ কোথায়!

ছোট ছেলে। সেই যে বড় বাড়ির মাঠে বেদেরা এসেছিল, সেখানে বাজিকর দড়াবাজির খেল্ দেখিয়েছিল। বাজিকর বাঁশিতে যেই পোঁ দিল, ঝুড়িতে ওর দড়িগাছি নড়েচড়ে উঠল। তারপর বাজিকর যেই উঠে দাঁড়াল দড়িগাছটিও পাক খেতে খেতে

আকাশে উঠে যেতে লাগল। বাজিকর যেই চুপ করে খাড়া হল, দড়িগাছটিও টান হয়ে খাড়া হয়ে রইল। বাজিকর তখন বলল, দড়ির অন্য মাথা সগ্‌গে ঠেকেছে। আর একটা চ্যাংড়া ছোকরা সেই দড়া বেয়ে উপরে উঠে গেল আর তাকে দেখা গেল না। তখন বাজিকর বলল—ছেলে আমার সগ্‌গে পৌঁছে গেছে! একটুও শক্ত নয়, সগ্‌গে যাওয়া। ছেলেটা তো নোংরা কাপড় পরে পান খেতে খেতেই চলে গেল?

সকলে। কোথায় তোর বাজিকর? আমাদের নিয়ে চল্।

ছোট ছেলে। ওমা! সে তো বেদের মাঠের গাছতলাতে রোজ দুপুরে ঘুমোয়! সেখানে।

॥ দ্বিতীয় দৃশ্য ॥

পাত্র-পাত্রী—বাজিকর, কেষ্টা, ভজগোবিন্দ, জনতা, আগন্তুকরা

স্থান—(বেদের মাঠের গাছতলা। নিচে একটা বড় ঝুড়ি। তার মধ্যে থেকে একটা মোটা দড়ি সটাং উঠে ডালপালায় আড়াল হয়ে গেছে। বাজিকর বাঁশি হাতে ঝুড়ির পাশে দাঁড়িয়ে, থেকে থেকে হাতের ধুলো ঝাড়ছে, কোমরের কষি আঁটছে।)

বাজিকর। ঐ আমার শেষ কথা বড়বাবু। আপনার গায়ের ঐ আলোয়ানটি আর আগাম পঁচিশটে টাকা দিতে হবে। তাহলে আমি এনাদের সবাইকে সোজা সগ্‌গে নিয়ে যাচ্ছি। সেখানকার রাজার কাছে যত খুশি নালিশ করুক। তিনি সব উপায় করে দেবেন। রাখতে হয় রাখবেন, ফেরত দিতে হয় ফেরত দেবেন। এই আমার শেষ কথা, স্যার।

কেষ্টা। তাতেই রাজি হয়ে যান, স্যার, আবার দোমনা কিসের জন্য? আলোয়ানটে তো পুরনো, আপনার গায়ে এখন আর মানায় না। আর পঁচিশ টাকা তো আসবে খরচার হিসাব

থেকে। তার বদলে যদি বিক্ষোভ বন্ধ হয়, দেশে সুখশান্তি আসে, তাহলেই তো ল্যাটা চোকে।

ভজগোবিন্দ। সেজন্যে নয়, কেষ্ট, ওটা তো এমনিতেই তোমার হিসাব থেকে কাটা যাবে। আমি ভাবছিলাম কি এই ফাঁকে একবার যদি সগ্‌গটা দেখে আসা যায়, তাহলে মন্দ হয় না। একদিন তো যেতেই হবে—

কেষ্টা। সেটা কিন্তু আর হলপ্‌ করে বলা যাচ্চে না, স্যার। লোকে তো আপনার বিষয়ে কত কি বলে—

ভজগোবিন্দ। (রেগে) ছ্যাখ্‌ কেষ্টা, তোর বড্ড বাড় বেড়েছে—

বাজিকর। তাহলে যদি দরে না বনে তো আমি দড়ি নামিয়ে চলি—হ্যাঁ !

ভজ। আরে না না, আমি রাজি আছি। আমিও তো যাব।

কেষ্টা। আর শুধু আপনি কেন, বাজিওলাও যাবে। আমি নিচে দড়ির গোড়া পাহারা দেব। নইলে আগাম টাকাকড়ি নিয়ে, আমাদের সবাইকে টং-এ তুলে দিয়ে, দড়িগাছা নামিয়ে কেটে পড়লে আর কে কি করতে পারছে ?

বাজিওলা। নিচের থেকে পোঁ না ধরলে দড়ি খসে পড়বে। তুমি আমি থাকব।

জনতা থেকে। (অধৈর্য হয়ে) এত কি গুজুর গুজুর ফুশুর ফুশুর শুনি ? তোমরা আগে সেখানে গিয়ে বিধাতার কানে বিষ ঢালবে, সে হচ্ছে না বলে রাখলাম। বড়লোকরা সব পারে।

২য় কণ্ঠ। হ্যাঁ, আমরা দুঃখী, নিপীড়িত, আমরা আগে যাব। খবরদার এগিয়েছ কি ঠ্যাং ভেঙে দিয়েছি !

ভজ। আচ্ছা, বাবা, আচ্ছা, তাই যাও। (জনতার দড়ির দিকে এগোনো)

বাজিওলা। ওকি ! মা-ঠাকরুণরা পোঁটলা রেখে যান। সেখানে খালি হাতে যেতে হয়, যেমন এসেছিলেন।

১ম গিন্নি। তুমি সে বিষয়ে কি জান, বাছা ? জন্মাওনি পর্যন্ত।

খালি হাতে আসি নি আমি। এই পুঁটলিটা না হলেও, এই রকমই অন্য একটা পুঁটলি এনেছিলাম।

২য়, ৩য়, ৪র্থ গিন্নি। আমরাও, আমরাও, আমরাও !

(হুড়মুড় করে দড়ির দিকে এগোনো)

বাজিওলা। সেখানে সব বাজেয়াপ্ত হয়ে গেলে আমাকে দোষ দেবেন না ! কিম্বা যদি হুড়মুড় করে সব ভেঙে পড়ে—

১মা। (একটা বাঁশের মই এনে দড়ির পাশে ঠেকা দিয়ে) ওরে পুঁটলিগুলো ফেলে রাখ্ তোরা, কেষ্টার জিম্মায়। সেখানকার পথঘাট সোনা দিয়ে বাঁধানো। (গিন্নিদের তথাকরণ এবং সিঁড়ি বেয়ে অদৃশ্য হওন। পেছন পেছন জনতার লাইন উঠে যেতে লাগল—)

ভজ। ও কেষ্টা, এতো খুব ভালো বুঝি না। ছত্তিশকোটি জন্ম তপস্যা করেও সগ্গে যেতে পারে না লোকে আর এ ব্যাটারা সড়সড় করে দলেবলে টিকটিকির মতো উঠে যাচ্ছে !

কেষ্টা। চোর ছ্যাচড় বেকার বদ্মায়েস কেউ বাকি নেই ! হ্যাঁরে বাজিওলা, ওরা যে সব ছুরি-কাঁচি-হাতুড়ি-বাটালি-লাঠি-ভোজালি নিয়ে উঠে গেল, কই ওদের তো কিছু বললি না।

বাজিকর। ও বাবা ! ওনাদের কাছে আমি টাকা ধারি, ওনাদের কি বলব ? তাছাড়া আছে সেখানে দ্বারপাল, মাথা গুণে দেখে নেয়—ভালো লোক পেলে তাকে কক্ষণো ছাড়ে না, মন্দ হলে চোঙা দিয়ে নামিয়ে দেয় সোজা পাতালে—(ভজ-র হতভম্ব ভাব) না, না, বড়বাবু আপনার কোনো ভয় নেই। আপনি পুণ্যবান লোক, আপনাকে ফেরাবে ওদের সাধ্যি নেই—(ভজ-র দ্রুত প্রস্থান) ও কি হল বড়বাবু ?

কেষ্টা। তুই বরং জিনিসপত্রগুলো দ্যাখ্। আমার ডিউটি ওঁর কাছে। তা সগ্গে যাবার কি সময় আছে ওঁর ? ৫টায় মিটিং. আমার কাছে কাগজপত্র—

(প্রস্থান)

বাজিকর। (দু-চারটে পোঁটলা এগজামিন করে) ধুৎ! খালি খাবার জিনিস, পানদোক্তা! নাঃ; একটু না ঘুমুলেই নয়। ও দড়ি, তুই খাড়া থাক্! (পুঁটলি মাথায় শুয়ে পড়ন এবং সঙ্গে সঙ্গে দড়ির একটু একটু দোলন, অন্তরালে কিছু চাপা চ্যাঁচামেচি, যেন কত দূর থেকে আসছে। ধুপধাপ করে কিছু ছুরি, কাঁচি, চটি, সোনার মুকুট, সোনার খড়ম ইত্যাদি পতন।)

বাজিকর। এই সেরেছে! এরি মধ্যে ঝুটোপুটি লেগে গেছে! এ আমি আগেই ভেবেছিলাম! কাজ কি আমার দড়িটে খুইয়ে! ও দড়ি তুই নেমে পড়্!

(হ্যাঁচ্কা টানে দড়ি টেনে নামানো। দড়ির সঙ্গে বেঁধে রাখা বর্ম পরা চারটে লোকের পতন। তারা নামামাত্র—আর নয়, বাপ! কি দেখতে কি দেখলাম! এই বলে বাজিকরের পৃষ্ঠ প্রদর্শন।)

আগন্তুকরা। আমাদেরো নিয়ে চল।

(পশ্চাৎধাবন)

॥ তৃতীয় দৃশ্য ॥

পাত্র-পাত্রী—রাজা, নারদ, দ্বারপালগণ, জনতা

স্থান—স্বর্গের মেন-গেটের সামনে। গেট হাট করে খোলা, একটা সোনার শেকল এধার থেকে ওধারে লাগানো। একজন রাজা-প্যাটার্ণের দীপ্যমান চেহারার কেউ ব্যস্ত-সমস্ত ভাবে উঁকিঝুঁকি মেরে—

রাজা। ই কি! দ্বারপালরা সব গেল কোথায়? হেঁকে হেঁকে গলায় ব্যথা হয়ে গেল, তবু টিকির ডগার দেখা নেই। এ্যাঁ!! আচ্ছা, এই সময়ে যদি অসুররা দলেবলে হানা দেয়, তাহলেই বা—

(দূরে জনতার কোলাহল)

পুরুষ কণ্ঠ। স্বর্গে বসে রাজাগিরি চলবে না, চলবে না।

মেয়ে কণ্ঠ। যা যা চাই, সব কিছু দিতে হবে! দিতে হবে!

রাজা। ও বাবা! ঐ বুঝি সত্যি এল! দরজাটাকে তো বন্ধ করা দরকার! কি কাণ্ড দেখ! ও শচি! ও নারদ! দ্বার পা—আ—ল! দ্বার পা—আ—ল! আরে কাঁহা গিয়া সবাই!

বাইরের কোণা থেকে (চাপা কণ্ঠ)। গ্‌ গ্‌ গ্‌ গ্‌! ম্‌ ম্‌ ম্‌ ম্‌! প্‌ প্‌ প প্‌! উঁ—উঁ—উঁ—উঁম্‌!

রাজা। এ্যাঁ! কি সব্বনাশ। এই দ্বারপাল দুটোকে আষ্টেপৃষ্ঠে এমন করে নিজেদের বেল্টু দিয়ে বেঁধে রেখেছে কে! ও নারদ! নারদ! নারদ গো!

জনতা। (আগের চেয়ে কাছে) নিপীড়িতের জাগরণ চলছে, চলবে!

নারদ। (উঁকি মারা) সর! সর, রাজা! নিশ্চয় অসুররা এয়েছে!

(সোনার চেনের তলা দিয়ে বাইরে বেরিয়ে, নারদের কি হাসি।)

নারদ। এই ঠিক হয়েছে বাছাধনরা! তেড়িবেড়ি বেরিয়েছে তো! কতবার বলেছি—অত দম্ভ ভালো নয়! একে ঢুকতে দেব না, ওকে ঢুকতে দেব না, অত বাছবিচার কিসের? তারা এদ্দুর পৌঁছেছে, তারা সবাই ঢুকে যাক! (ট্যাঁক থেকে ছুরি বের করে বেল্টুর বন্ধন মোচন)

নারদ। তা তোদের এ-দশা কল্ল কে? অসুররা এয়েচে তো সংকেত ঘণ্টা দিলি না কেন? বাকি সবাই কোথায়?

১নং, ২নং। এখানেই তো চারজন ছিল। তেনারা যে-দড়ি বেয়ে উঠে এলেন, তাই দিয়ে বেঁধেছেঁদে হেথা ফেলে রাখলেন।

নারদ। বাজে বকিস্‌নে! তেনারাও নেই, তারাও নেই, আরো যারা ছিল তারা কই?

১নং, ২নং। তাদের কোলপাঁজা করে ধরে নিয়ে গেলেন।

নারদ। নিয়ে গেলেনটা কে?

১ নং। তা তো জানি না। একদল মোটাসোটা, গায়ে গয়না, কি মেজাজ তাঁদের! সোনার শেকল খুলে নিতে চায়! আরেক দল বাবরি চুল, রংচং কুর্তো-ইজের! কেবল নাপায় আর বলে, 'কোথায় সেই বিধাতা লোকটা! তার সঙ্গে দরকার আছে!'

রাজা। ওরে বাবা! বললি নে, তাকে দেখা যায় না? সে অদৃশ্য।

২নং। বললাম তো। তাইতে খুব হাসল আর বলল, দাঁড়া, তাকে দৃশ্য করাচ্ছি! এই বলে আমাদের বেঁধে ফেলল। বাকিরা অস্তর ফেলে দিয়ে ওদের দলে ভিড়ে গেল। নাকি সবাইকে বিড়ি খাওয়াবে।

জনতা। (খুব কাছে) কোথায় গেলে, বেরিয়ে এসো!

(১নং ও ২নং এর শেকলের তলা দিয়ে অদর্শন হওন।)

(জনতার প্রবেশ। গিন্নিরা ছুটে গিয়ে দেখতে দেখতে সোনার শেকল খুলে ফেলল। বড় দিদি সেটি আঁচলে বাঁধল। 'এ্যা-এতেই হবে। ওজনটি নেহাৎ কম নয়।')

জনতা। দিতে হবে! দিতে হবে! যা-যা বলেছিলে সব দিতে হবে!

রাজা। ও নারদ! কি বলে! আমি আবার কি বললাম—

নারদ। আহা, বাছারা, অত হট্টগোল কিসের? কি দিতে হবে, আগে সেটা বল।

১ম নাগরিক। ও মাসি, সেইটে পড়ে দাও না আমার আবার তেমন মুখে আসে না—।

বড় দিদি। (চিরকুট দেখে) মাগ্যি-ভাতা, পাঁচ দিনে হপ্তা, সাত-ঘণ্টায় দিন—

রাজা। ও নারদ! ও কথায় কান দিও না। পষ্ট মনে আছে বুধ গুরুমশাই বলেছেন সাত দিনে হপ্তা, চব্বিশ ঘণ্টায় দিন—

নারদ। তুমি আর বাড়িও না, রাজা। (জনতাকে) বেশ, চিরকুটে যা যা লেখা আছে, সব মঞ্জুর হল! আর পড়তে হবে না।

জনতা। জয় বিধাতা! আমরা সবাই তোমার দলে!

নারদ। আর কার কি দরকার?

বেকাররা। আমরা চাকরি চাই।

নারদ। তাই হবে। আর?

মুচি। ওরা না—ওরা না আজকাল রবাটের জুতো পরে। ছিঁড়ে গেলে আঠা দিয়ে জুড়ে নেয়। আমাদের ডাকে না।

নারদ। এখন থেকে ডাকবে। তোমরা জুড়ে দিও। আর?

ধোপা। লাইলন পরে, নিজেরা কাচে, আমাদের দেয় না।

নারদ। সবাই চাকরি পেলে, কাচবে কখন? তোমাদের ডাকতেই হবে। আর—?

(সবাই মিলে দারুণ হট্টগোল)

নারদ। (হাত তুলে) চোপ! এই আমি বলে দিলাম যার যা মনোবাঞ্ছা সব পূর্ণ হবে, তা সে মুখে কিছু বলুক আর না-ই বলুক। এবার সবাই খুশি তো? তাহলে খুশি মনেই বাড়ি ফিরে যাও।—

ছোট ছেলে। আমি! আমি! আমি! আমি!

নারদ। (চমকে) এ্যাঁ!! তুই আবার কি চাস্?

ছোট ছেলে। কেউ ট্যানা ল্যাবেঞ্জুশ দিচ্ছে না!!

নারদ। (ট্যাঁক থেকে এক গোছা চট্চটে ট্যানা ল্যাবেঞ্জুশ বের করে দিয়ে)—এই নে, ধর!

ছোট ছেলে। কি মজা! কি মজা! আমরা সবাই তোমার দলে।

নারদ। তাহলে এবার সবাই ভালোয় ভালোয় এসো গে।

ছোট ছেলে। যাবে কি করে? বাজিকর দড়ি টেনে নেছে!

রাজা। (আঁৎকে উঠে) এ্যাঁ, তাহলে কি এরা এখানেই থাকবে? শচি বেজায় চটে যাবে! নিশ্চয় নন্দনের সব ফল পেড়ে নেবে—কি হবে, নারদ?

নারদ। হবে আবার কি—একটা উপায় হবে।

১ম মাস্তান। তাহলে গুরু ঠিকই বলেছিল, সগ্‌গে সব উপায় হয়। কি বল ভাইসব?

মাস্তানরা। গুরুজির ফতে!

নারদ। হ্যাঁ, এবার হয়েছে! বলেছি তো সবাই চাকরি পাবে তো এক্ষুণি তোমাদের বহাল করলাম। এখানে থাকবে, যখন যা চাও খাবেদাবে সাজবে গুজবে। পৃথিবীর সব ফিল্ম দেখবার চশমা এখানে পাওয়া যায়। কানে ফোন লাগালেই সব গান শোনা যায়। লাফালেই সেটা নাচ হয়ে যায়। চ্যাচালেই গান হয়। খালি একটা নিয়ম—কোনোরকম বদ্‌মাইসি করবে না—।

মাস্তানরা। না স্যার, না স্যার, আমরা আপনার দলে।

নারদ। এখন তোমাদের প্রথম কাজ দিই?

মাস্তানরা। দিন স্যার, দিন।

নারদ। এগুলোকে যেমন করে পার পৃথিবীতে নামিয়ে দাও। আমাদের যে ক-টা দড়ির সঙ্গে নেমে গেছে, তারা থাক্ ওখানে। আর যে-কটা দ্বারপাল এখনো এখানে আছে, সেগুলোকেও নামাও। সগ্‌গে তো আর পৃথিবীর মতো ভিড় করলে চলবে না। তাছাড়া একদম ওয়ার্থলেস্! নিষ্কম্মার ধাড়ি! নিচেই ওদের মানাবে। নামাও দিকিনি।

মাস্তানরা। হ্যাঁ, স্যার, এক্ষুণি দিচ্ছি!

১ম মাস্তান। এই তোমরা যে-যেখানে আছ, দাঁড়িয়ে যাও। নড়েছ কি দড়াম করে মুণ্ডু উড়িয়ে দোব!

(সকলের জড়োসড়ো হয়ে একসঙ্গে দাঁড়ানো)

২য় মাস্তান। স্যার, চারটে খোঁচামতো জিনিস দিতে পারেন?

(নারদ ট্যাঁক থেকে চারটে খোঁচা-মাথা লাঠি বের করে দিল)

১ম মাস্তান। ঐ মেঘটা একটু ধার নিতে পারি স্যার?

নারদ। (পিছু হটে) হ্যাঁ, নিশ্চয়, নিশ্চয়।

১ম মাস্তান। ভাইসব, মেঘ ঐ ওদের মাথার ওপর এসেছে। তাহলে সবাই এক সঙ্গে হুঁ—হুঁ—হুঁ—ম!

(ওপরে ভীষণ খোঁচা মারণ। হুশ্ হুশ্, জল পড়ার শব্দের সঙ্গে সঙ্গে যবনিকা পতন।)

॥ চতুর্থ দৃশ্য ॥

স্থান—(বেদের মাঠের গাছতলা। চারদিকে পোঁটলাপাটলি ছড়ানো। জনমানুষ নেই। বাজিকর যাবার সময় ঝুড়ি দড়ি সব নিয়ে চলে গেছে। দ্বারপালরা তাদের হারানো অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে গেছে। পরে শোনা গেছিল, কাউকে কোনো কষ্ট পেতে হয়নি। সবাই গ্র্যাণ্ড বেঙ্গল সার্কাসে ভালো মাইনেতে সং-এর কাজ পেয়েছে। রোজ সন্ধ্যায় তারা বর্ম এঁটে, স্বর্গের দ্বারপাল সেজে, দর্শকদের হাসিয়ে দম ফাটায়, আপাততঃ খচমচ করে মই বেয়ে নেমে এল প্রথমে গিন্নিরা, তারপর ট্যানা ল্যাবেঞ্চুশ চুষতে চুষতে ছোট ছেলে, তারপর ঝুপঝাপ করে জনতার বাকিরা। তাদের সঙ্গে পলাতক দ্বারপালরাও থাকতে পারে, তবে তাদের আলাদা করে চেনা যাচ্ছে না। সবাই ভিজে চুপ্‌পুড়। চুল গা মাথা থেকে তখনো জল ঝরছে। চারদিকে তাকিয়ে বোঝা যাচ্ছে এক্ষুণি জোর এক পশলা বৃষ্টি হয়ে গেছে। সব ধোয়ামোছা তকৃতকে হয়ে গেছে। হাসিমুখে সবাই এ-ওর দিকে তাকাচ্ছে। কারো মুখে কথা নেই। আরদালির প্রবেশ।)

আরদালি। এই যে আপনারা সবাই এসে পড়েছেন দেখছি! কি কাণ্ড বলুন তো! সব জায়গা শুকনো খটখট করছে, হাঁপ ধরে যাচ্ছে! খালি এইখানটাই তকতকে ঝকঝকে ঠাণ্ডা সুন্দর। যেন সগ্‌গ থেকে জল নেমেছে!

ছোট ছেলে। আমাকে ট্যানা ল্যাবেঞ্চুশ দেছে যে!

আরদালি। আপনাদের সবাইকে বোর্ড আপিসে ডেকেছে। এখানে স্বদেশী কেন্দ্র খোলা হচ্ছে যে। সব্বাই চাকরি পাবে, কেউ বাদ যাবে না। কর্মকেন্দ্র, খিচুড়ি-কিচেন, হাস্পাতাল, ইস্কুল সব খোলা হচ্ছে! চলুন চলুন চলুন! মন্ত্রীমশাই সব্বাইকে ডেকেছেন।

১ম গিন্নি। ওমা! কি বলে! আমাদের বাড়ির লোকরা বুঝি খাবেদাবে না? এদের সবাইকে নিয়ে যাও। আমাদের কাজ আছে। বুধ গুরুমশাই বলেছেন মোটেই পাঁচ দিনে হপ্তা, সাত ঘণ্টায় দিন নয়? বড়দিদির ইচ্ছে হয় থাকুন, আমরা গেলাম।

বড় দিদি। এই রে! কি হবে! শেকলটাকে যে শেষ পর্যন্ত ফেলেই এলাম!

বাকি গিন্নিরা। দূর! তুর! ও শেকল দিয়ে কি হবে বড়দিদি? চোর ধরার টোপ ফেলবে নাকি।

(হাসতে হাসতে গিন্নিদের প্রস্থান)

জনতার একজন। সত্যিই তো সব সমস্যা মিটে গেল। গিন্নিরা পর্যন্ত ঘরে গেল। কিন্তু বিধাতার সঙ্গে তো দেখা হল না।

২য়। আরে তাকে দেখা যায় না, সে অদৃশ্য!

আরেকজন। তাই বল! আমি ভাবি এত সব বুঝি আপনা থেকেই হয়ে গেল।

সকলে। চল চল!

(সকলের প্রস্থান)

নোহর বিপত্তি

পাত্র-পাত্রী—নোহ—জনৈক পুণ্যবান পুরুষ
শেমুর মা—তস্য স্ত্রী
শেমু—তস্য বড় ছেলে
হামু— মেজ ছেলে
জাপু— ছোট ছেলে
বড় বৌ— বধূমাতা ১
মেজ বৌ— বধূমাতা ২
ছোট বৌ— বধূমাতা ৩
দামু—আগন্তুক

প্রথম অঙ্ক

(ঘোষকের ঢোলকের বাদ্যসহ নিবেদন—ছড়ার সুরে।)

চার হাজার বর্ষ আগে যা-কিছু ঘটিল,
কারো সাহস নাই মনে, কেহ না লিখিল।
নোহর বিপত্তি লোকে আধখানা কয়,
বাকি যাহা ছিল তাহা কহতব্য নয়।
পাপেতে ডুবিল ধরা, দেবতা চটিল
এক বাদে সর্ব জনে, জলে ডুবাইল।
সেই জন হল নোহ, বড় পুণ্যবান,
পরিবার সহ তারে বাঁচায় ভগবান।
দূত আসি কহে তারে ঘন ঘোর রাতে,
"সব প্রাণী এক জোড়া তুলে নিও সাথে,
নৌকো বানাইয়ো যাতে জল নাহি ঢোকে,
বাঁচিবে তোমরা সবে ডোবে অন্য লোকে।
চল্লিশ দিনে জল থামিবার পরে,

নিরাপদে বাইরে এসো দেবতার বরে।"
সে বড় কঠিন কাজ শুন মন দিয়া,
ধরিয়া আনিলে পশু যায় পলাইয়া।
আঁচড়ায় কামড়ায় কাছে যারে পায়,
চুল আর দাড়ি ধরে সুখেতে চিবায়।
অবশেষে বেঁধে ছেঁদে আনে নৌকো পরে
ফর্দ দেখে নাম ডেকে রাখিলা ভিতরে

॥ প্রথম দৃশ্য ॥

স্থান—নৌকোর বাইরে। ডাঙার উপর ছাদওয়ালা নৌকোর দোতলায়, ওঠার মইতে লম্বা ন্যাকড়ার ফর্দ হাতে, নোহ বসেছে। একতলায় ওঠার র‍্যাম্প দিয়ে, তিন ছেলে নাম মিলিয়ে জন্তু ঠেলে তুলছে। সকলেই অবসন্ন ও কিঞ্চিৎ খিট্‌খিটে-মেজাজ। দোতলার জানলা দিয়ে শেমুর মা ও তিন বৌ মজা দেখছে।

নোহ। (ABC থেকে শুরু করে, Z-এ পৌঁছে) Zেবু! ও কি হচ্ছেটা কি? Zেবু দুটো তোল্, আর তো পারা গেল না।

শেমু। এ্যাঁ! কোন্‌টা Zেবু, বাবা? কুঁজ-ওলাটা না গন্ধ-ওলাটা?

নোহ। আহা! আমি তার কি জানি, চোখে দেখেছি কখনো?

শেমুর মা। কি জ্বালা! দুটোকেই তুলে দে না। সবাই তো উঠবে। ডাঙা থেকে শেষবারের মতো রেঁধে এনেছি, সব কিন্তু জুড়িয়ে যাচ্ছে।

নোহ। Zেবু গেল, Zিভেট্ গেল। Zিরাপ্। Zিরাপ্ কই?

শেমুর বৌ। এই রে! সিরাপ? সেটা তো আমি খেয়ে ফেলেছি। বড্ড তেষ্টা পেয়েছিল কিনা—

হামু। এই চুপ, চুপ। ওটা জিরাফ, বাবা। জি-তে গেছে।

নোহ। (ফোকলা দাঁতের ফাঁক দিয়ে) তাই তো বললাম Zরাপ্।

জেড্-এ। আচ্ছা, তাহলে ঐ বাকি দুটো হল Zোরিল। কি বিটকেল গন্ধ রে বাবা, এখান থেকে পাচ্ছি।

নোহ। (ফর্দের ন্যাকড়া গুটিয়ে)—উঃফ্ বাঁচা গেল! তোমরা তাহলে একতলার বড় দরজা বন্ধ করে, দড়ির মই বেয়ে ওপরে চলে এসো। আমিও এই মইটা তুলে ফেলি। দরজা আঁটি। দেবদূত বলে গেছে আজ রাত থেকে বিষ্টি শুরু হবে। চল্লিশ দিন, চল্লিশ রাত ধরে চলবে। তারপর জল নামতে আরো একুশ দিন লাগবে। হ্যাঁরে, পোকা-মাকড়গুলো সব উঠেছে তো? এই, জাপু, তোকে না বলেছিলাম—

জাপু। ড্যাঙায় দেখছি না যখন, তখন উঠেছে নিশ্চয়। পাখিগুলো তো কি যেন চিবুচ্ছিল—

হামু। চোপ্, বোকা! নইলে ফের রোল্ কল্ করাবে।

(হঠাৎ মেঘের গর্জন)

নোহ। আরি বাপ! ঐ এল বলে!

(ধুপ ধাপ দরজা বন্ধ চারদিক অন্ধকার)

॥ দ্বিতীয় দৃশ্য ॥

(নৌকোর ভিতরে, ১৫ দিন বাদে)

স্থান। দোতলা থেকে ছাদের ঘরে যাবার মইয়ের ধাপে ধাপে হাঁড়ি-মুখে বৌরা বসে। শেমু, হামু, জাপুর প্রবেশ।

জাপু। তোমাদের খিদে পায় নি? মা কখন থেকে খেতে ডাকছে।

বড় বৌ। কি খাব শুনি? মা কিছু রেঁধেছেন? নাকি বড়ি গেলাবেন?

হামু। ওমা! রাঁধবে আবার কি! কিছু রাঁধার জো আছে? কাঠ কোথায় পাবে? কাঁচা মাছ তরকারি কোথায় পাবে? দেবদূতের দেওয়া ক্ষুধা-নিবারক বড়ি সে কি খারাপ জিনিস?

মেজ বৌ। হ্যাঁ, খারাপ জিনিস। খুব খারাপ। ও আমি খেতে পারব না! রোজ রোজ তিনবেলা ময়েন ছাড়া ফিনফিনে পাতলা রুটি আর শুক্‌নো আঙুর!

ছোট বৌ। নয়তো দেবদূতের দেওয়া খিদে-হরণ বড়ি! ওকে ন খাওয়া বলে!

শেমু। ইয়ে দেখ—স্বর্গের দূত কি খারাপ জিনিস দিতে পারে? আমরা তো খেলাম। মন্দ লাগল না।

বড় বৌ। ঐ যদি স্বর্গের খাদ্য হয় তাহলে আমার স্বর্গে গিয়ে দরকার নেই। নরক-ই ভালো।

শেমু। ছি, অমন বল না, বৌ। কি এনে দেব বল?

ছোট বৌ। আমার জন্য জাফার তাজা কমলানেবু।

মেজ বৌ। আমার জন্য মোটা হাতের রুটির সঙ্গে তেল-ভরা পাকা জলপাই!

বড় বৌ। আমার জন্য সাদা রুটি আর মাকম।

হামু। দাদা, এ তো পাগলের প্রলাপ! বসে বসে সময় কাটায়, আর মাথায় যত ছিট্ ধরে! আমাদের মতো নিচে গিয়ে জন্তু-জানোয়ার দেখতে হত তো টেরটা পেত।

ছোট বৌ। ওমা! নিচে গিয়ে কাজ করব কি! যাদের শিং, নখ, দাঁত, আর খুর আছে, তাদের আমরা ভয় করি।

মেজ বৌ। যারা ফ্যাঁচ্ করে, কি ফোঁশ্ করে, কি বুকে হেঁটে চলে, তাদেরো আমরা ভয় করি।

বড় বৌ। যাদের ডানা আছে, হুল আছে, চাক বাঁধে, কি পিন্‌ন্ করে, তাদেরো আমরা ভয় করি!

জাপু। হয়েছে! তাহলে মহারাণীরা করবেনটা কোন কাজ শুনি?

বড় বৌ। আমি মাছ কুটব।

মেজ বৌ। আমি মশলা বাটব।

ছোট বৌ। আমি রান্নার বাসন মাজ্‌ব। উনুন ধরাব। কয়লা ভাঙব।

জামু। আর বলিস্‌নে বৌ! শুনে শুনে আমারো যে দেয়ালে ঘুঁটে দিতে ইচ্ছে কচ্ছে!

হামু। নিচে দেখলাম গোবরের গাদার ওপর কত রকম শস্য-সব্‌জির গাছ গজিয়েছে! ও বাবা গো! কোথায় যাব গো!

শেমু। তা গাছ-গোছ গজাতেও পারে, এদিকে জন্তু-জানোয়ার যে কমে যাচ্ছে তাতেও সন্দেহ নেই। কিন্তু নৌকো থেকে তো আর বেরোবার পথ নেই। সবাই আছে নিশ্চয় কোথাও ঘাপটি মেরে। নইলে বাবা জানতে পারলে আস্ত রাখবেন না।

জাপু। এক যদি না ওরাও বড়ি খেয়ে হদ্দ হয়ে, পরস্পরকে খেতে আরম্ভ করে দিয়ে থাকে!

হামু। এই চোপ!

বড় বৌ। আমি মাছ-ভাজার গন্ধ পাই!

মেজ বৌ। আমিও পাই আর তাজা ঘি-তে মাংসের বড়ার গন্ধ।

ছোট বৌ। ও বাবা! আর বল না! আমি মধু দিয়ে পিঠের গন্ধ পাই।

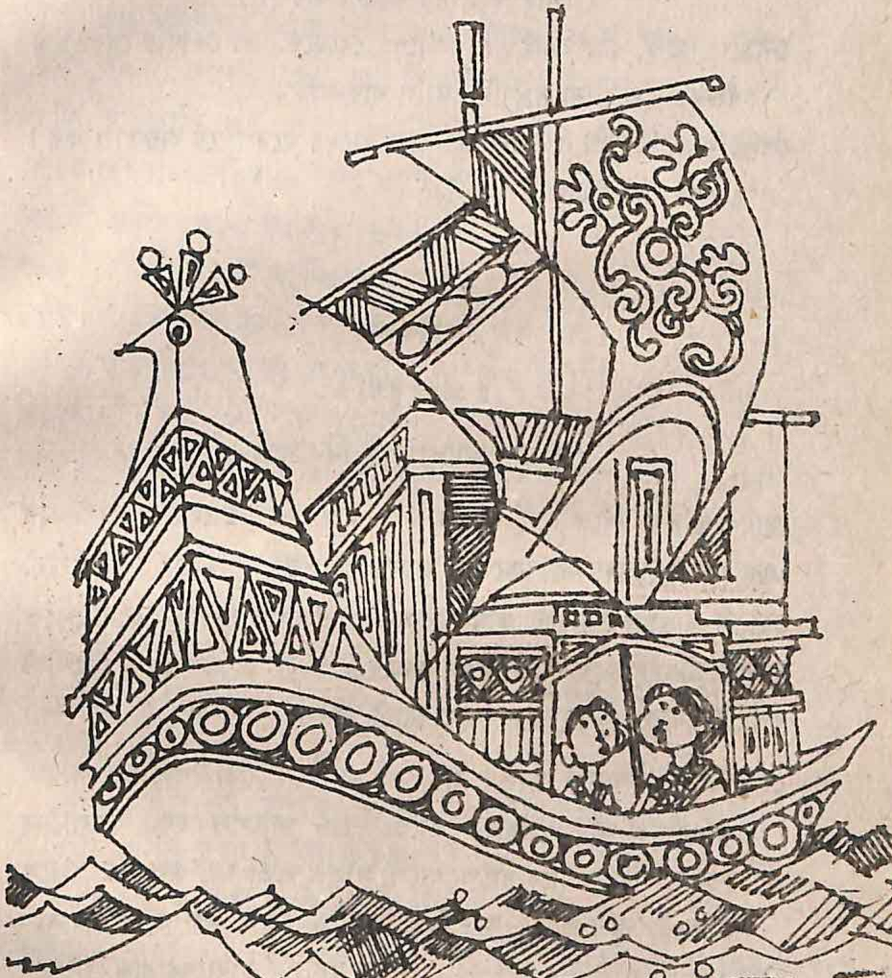
শেমু, হামু, জাপু। (মইটার নিচের ধাপগুলোতে বসে পড়ে)—আমরা ভুল দেখি।

বড় বৌ। না খেয়ে খেয়ে অমন হয়। আমারো খালি মনে হয় সামনে দেখছি জলপাইয়ের তেলে লংকা ভাজা! উঃ!

শেমু। তা নয় বৌ। সন্দেহ হয় দেবদূতটা হয়তো সঙ্গে যাচ্ছে। নইলে নিচে কে সব সাফ-সুফ করে রাখে। গোবরের গাদায় কে শাক-সবজির ক্ষেত করে? কি জানি মাঝে মাঝে নতুন চাল সেদ্ধ করলে যেমন গন্ধ বেরোয়, তার সঙ্গে লেবুর গন্ধ পাই। দেবদূত নিজের জন্য আলাদা বন্দোবস্ত করে না তো?

মেজ বৌ। ওমা! কি কাণ্ড! চাল কাকে বলে, দাদা?

ছোট বৌ। সে কি! চাল জান না? সেই যে সেবার সেই আফগানি লোকটি এসেছিল ফল নিয়ে, রাজার বাড়ির জন্য—সে এনেছিল—সাদা সাদা লম্বা দানা, জলে সেদ্ধ করে, দুধ দিয়ে,



চিনি দিয়ে, খোবনি—কিসমিস—বাদাম—পেস্তা দিয়ে ফুটিয়ে—ভেবেও কান্না পাচ্ছে, দিদি,—ক্যাঁও ক্যাঁও ফোঁৎ ফোঁৎ।

মেজ বৌ। ভ্যাঁ ভ্যাঁ ভেউ ভেউ

বড় বৌ। ও মাগো! ওঁ বাঁবা গোঁ! কিঁ হঁবে গোঁ—

(নোহ ও শেমুর মায়ের প্রবেশ)

নোহ। থাক্, ঢের হয়েছে। প্রাণে বেঁচেছে, তা কোথায় দেবতাকে ধন্যবাদ দেবে, না সারাদিন খালি খাই-খাই।

শেমুর মা। ছি ছি! তিন বৌ যাও, ছাদের ঘরে গিয়ে অনুতাপ কর। ছেলেরা নিচে যাও।

দ্বিতীয় অঙ্ক

॥ প্রথম দৃশ্য ॥

(সময়—আরো কিছু দিন পরে)

স্থান—ত্বদিক দিয়ে ঢালু ছাদের নিচে মস্ত লম্বা ছাদের ঘর। তার এক ধারে ত্ব-মাসের মতো কাপড়-চোপড়, বাড়তি বিছানাপত্র, বেতের ঝুড়িতে ত্ব'চারটি জিনিস, বাসনপত্র ইত্যাদি রাখা। ছাদ থেকে দড়িতে বাঁধা শুকনো আনাজপত্র ঝুলছে। বেশ একটা সুগন্ধ। বৌরা ধপাধপ মেঝের ওপর বসে পড়ল।

ছোট বৌ। আমার বাপের বাড়িতে না—সে তো পাহাড়ে জায়গা জানই তো ভাই, সেখানে গাছে গাছে আপেল হয়, কমলানেবু হয়, পাহাড়ের গায়ে ধাপে ধাপে আঙুর লতা হয়, জলপাই পেকে তেল-টুপ-টুপ করে—অত উঁচু পাহাড়ে বন্যার জল-ও পৌছয় না।

মেজ বৌ। চোপ্! আ—ঃ! আমি মুরগির কাবাবের গন্ধ পাচ্ছি!

বড় বৌ। কি যে বলিস্ ভাই!—এ্যা! তাই তো! আমিও যে পাচ্ছি! ও কি ছোট, উঠছিস্ যে?

ছোট বৌ। এর শেষ না দেখে ছাড়ব না—দেয়ালে ঘুঁটের লাইন

দেখেছ? এ-সব ওনাদের কাজ! জানোয়ার দেখে না ছাই! এখানে এসে লুকিয়ে লুকিয়ে রেঁধে খায়—! অ্যাই! কে আছ, বাক্সের পেছনে রান্না করছ, বেরিয়ে এসো বলছি—ই—ই—ক্ !!

(বাক্স-প্যাঁট্‌রার গাদার পেছন থেকে এক অদ্ভুত মূর্তির আবির্ভাব। কালো, রোগা, মাঝারি সাইজের, কোঁকড়া চুল, চকচকে চোখ, হাসিহাসি মুখ, পরনে খাটো ধুতি আর হাত-কাটা ফতুয়া। তাকে দেখবামাত্র তিন বৌ তার পায়ে পড়ে বলতে লাগল—)

বড়। দেবতা, আমাদের ক্ষমা কর!

মেজ। খিদের চোটে যা-নয় তাই বলেছি!

ছোট। তুমি সঙ্গে যাচ্ছ বুঝব কি করে? এত খাবার কষ্ট দেখেও—কিন্তু তোমার গায়ের রং অত কালো কেন, দেবতা?

আগন্তুক। ওঠ, ওঠ, মা-লক্ষ্মীরা। আমি দেবতা টেবতা নই। নাম সিরেফ্ দামোদর শর্মা, ডাক নাম দামু, বঙ্গদেশে বাড়ি, পেশা খবর-সরবরাহ।

ছোট বৌ। (লাফিয়ে উঠে)—এ্যাঁ তাই নাকি? খাবার সরবরাহ কর! তা হলে দাও দিকিনি চাট্টি করে। দেবদূতের দেওয়া বড়িকে আমরা খাদ্য বলি না। এদিকে নিজে ভালো ভালো রেঁধে খায় আমরা তার গন্ধ পাই।

দামু। না, না। এদিকে চলে এসো, মা-লক্ষ্মীরা। ডালে সামাল দেওয়া নিয়ে যা মুশ্‌কিল হচ্ছে। যেমনি ছ্যাঁক করে, আমার প্রাণ-পাখিও অমনি প্যাঁক্ করে। চল, হাত লাগাও। পেট পুরে ডাল ভাত মাংস খাওয়াব।

মেজ। হি—হি—হি কি মজার কথা বল ভাই তুমি। কত দিন যে হাসিনি। হাসতে ভুলেই যাচ্ছি।

॥ দ্বিতীয় দৃশ্য ॥

(সময়—আরো ১৫ দিন পরে)

স্থান—ছাদের নিচের ঘর। (শেমু, হামু, জাপু ও তিন বৌ বসে, দামু প্রত্যেকের হাতে একটা করে সাজা পান গুঁজে দিয়ে—)

দামু। মাংস ভাত খাইয়েছি, পান দিয়েছি, আমাদের দেশের ডোরা-কাটা বাঘের কথা, শুঁড়-দোলানো হাতির কথা বলেছি। জানোই তো আমি এদেশে খবর সংগ্রহ করতে এসেছি, এবার আমার কটা কথার জবাব দাও—দেশে গিয়ে বলব।

ছোট বৌ। এখানে খাবার সংগ্রহ করবে কেন? এখানে আছে তো শুধু দুটো নদী আর খেজুরের আর জলপাইয়ের গাছ। তোমাদের দেশে যে বললে শত শত নদী-নালায় মাছ-কচ্ছপ থিক্-থিক্ করছে। বনের ধারে ধারে মিষ্টি মিষ্টি আম কাঁঠালের গাছ—

জাপু। খাবার না বৌ, খবর।

ছোট বৌ। এ্যাঁ! সে আবার কি?

জাপু। সেটা আমিও ঠিক জানি না।

শেমু, হামু ও অন্য বৌরা। আমরাও না, আমরাও না, তুমি বল দামু।

দামু। (মাথা চুলকে) এই খেয়েছে!—আরে খবর হল দেশে কি ঘটছে না ঘটছে, কত লোক আছে, তারা কি করে, কত সেপাই-শাস্ত্রী আছে, কেমন রাজা, তার মতলব কি—এই সব কথা। এ সব জানতে হলে তোমরা কি কর?

শেমু। কেন নাপিতকে জিজ্ঞেস করি। সে জানে না এমন জিনিস নেই। রাজার চুলে ছাঁট দিতে দিতে রাজবাড়ির হাঁড়ির খবর সব বের করে নেয়। তাপ্পর আমাদের বলে দেয়।

দামু। ঠিক তাই। আমাদের বঙ্গ দেশেও সবাই সব কথা জানতে

চায়। কোথায় কে কি কচ্ছে তাই নিয়ে ছড়া বেঁধে গান গেয়ে সবাইকে শোনায়। তারা পয়সা দেয়। তা আমাদের গাঁয়ের মোড়ল বলল, এমন কথা রাজাকে শোনাতে হবে যা কেউ কক্ষনো শোনে নি। ব্যস্, রওনা দিলাম পশ্চিমে—

মেজ বৌ। কেন পুবে নয় কেন ?

দামু। সেদিকে পাহাড়ের সারি। তার মাথায় চড়া যায় না। খালি—বরফ। মাঝে মাঝে সরু সরু ফাঁক, সেখানে গেলে চ্যাপ্টা-নাকরা ডাণ্ডা নিয়ে তেড়ে আসে। তাই, হাঁটতে হাঁটতে এখানে এসে উঠেছি।

তৃতীয় অঙ্ক

॥ প্রথম দৃশ্য ॥

(আরো ১৫ দিন পরে)

দামু। এখানকার বন্যার শেষ না দেখে ফিরব না। দেশে ফিরে বিশেষ সংবাদদাতার বিবৃতি দিতে হবে তো।

ছোট বৌ। শেষ তো আমরা সবাই জানি। আমরা ছাড়া সব মরে যাবে। আমাদের নৌকোর জানোয়াররা ছাড়া সব জানোয় মরে যাবে। এদের কাচ্চাবাচ্চা, তাদের কাচ্চাবাচ্চা দিয়ে আবার ভরে যাবে—কিন্তু এখানকার লোকরা কিচ্ছু বিশ্বা না। সমস্ত পিথিবি যখন ডুবে যাবে, তখন টেরটা পা গেছেও বোধ হয় এতদিনে !

দামু। সুখের বিষয় আমাদের দেশ অবধি পৌঁছবার অনেক আগেই বন্যার জল শুকিয়ে হাওয়া হয়ে গেছে। একে আবার বন্যা বলে নাকি ? আমি বলি এক পেয়ালা জল, এক চুমুকেই সাবাড়। তবে হ্যাঁ, খবর বটে। সবাই ডুবে মরল আর তোমরা কি করে বাঁচলে সেটা জানতে পারলে আমাদের সুবিধে হতে পারে। এত্ত বড় বড় সব নদী-নালা আমাদের দেশে, সেগুলো উপচে

পলেই তো হয়ে গেল! তবে জল বোধ হয় দাঁড়াতে পারবে না, গড়িয়ে সব সাগরে পড়বে!—ভালো কথা, চারদিক যে-রকম এঁটেসেঁটে বন্ধ করেছ জল নামলে টের পাবে কি করে? নৌকো তো আজকাল আর দোলে না।

শেমু। দেবদূত বলেছে যখন নৌকোদোলা বন্ধ হবে, তখন বুঝতে হবে বিষ্টি থেমে গেছে, জল একটু কমেছে, নৌকো কোনো পাহাড়ের চুড়োয় আটকেছে।

হামু। বাঃ, বেড়ে বুদ্ধি তো! দাঁড়াও এই ঘুঁটেটার ওপর আঁচড় দিয়ে লিখে নিই।—হ্যাঁ, বল তাপ্পর?

হামু। তাপ্পর আবার কি, একটা ঘুঘু ছেড়ে দেখতে হবে সে কি করে। ফিরে এলে বুঝতে হবে গাছকাছ সব জলের তলায়। ৭ দিন পর আবার একটা ছাড়া হবে। যখন ঘুঘু ফিরবে না, তখন বুঝতে হবে জল শুকিয়েছে, তাপ্পর ছাদের ওপরকার ছোট জানলাটা খুলে দেখতে হবে—

হামু না, না, তা হয় না! ঐ জানলায় আমি ধোঁয়া দিয়ে ইলশা শুকোচ্ছি। তোমরা ধোঁয়া-ইলশার তড়তড়া খেতে চাও না? ওটা নয়, অন্য জানলা খুলো।—আরেকটা কথা, আমি তো ভেবেছিলাম আমাকে এ রকম রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতা দিলে, এর বদলে তোমাদের জন্য কিছু ভালো বাঘ পাঠাব। কিন্তু সবাই যদি মরে যায়, তাহলে বাঘরা খাবে কি?

শেমু। কেন, এই নৌকোতেই তো অনেক জানোয়ার আছে—

হামু। আ পোড়া কপাল! অনেক কি আর আছে এতদিনে? হাল্কা হয়ে গেছে, পাতলা হয়ে গেছে, বড় বড় ফাঁকা দেখা যাচ্ছে!

জাপু। কি সর্বনাশ! বাবা যদি টের পান? ফর্দ মিলিয়ে দেখেন?

হামু। ফর্দ? ফর্দ দিয়ে কোনকালে উনুন ধরিয়েছি। গন্ধ পাও নি? ন্যাকড়ার ওপর লেখা ফর্দ, পুড়ে যা গন্ধ বেরোল! আমাদের

দেশে গাছের ছালেতে, পাতাতে লেখা-লেখি করা হয়।—আর বল না, দেশের জন্য আজকাল বড় মন-কেমন করে। কই, ঘুঙুর জোড়া কোথায় গেল? এট্টু ছ্যাশের গান গাই।

(ঘুঙুর পরে দামুর নাচ গান)

আমার ছ্যাশের গাছে গাছে
আম কাঠাইল্যা ঝুইল্যা আছে!
রোদ বিষ্টি লাগলে পাকে
বাঘ শেয়ালে কাঁদতে থাকে,
হুয়া হুয়া হালুম হালুম!
কোন সুবাইস্যা দিচ্ছে মালুম!
ধিনিকি ধিনিকি তাধিন্ তাধিন্!
আমি বঙ্গছ্যাশের পোলা
কোন্ বিদেশে ভরছি এসে
সাংবাদিকের ঝোলা!

আমার ছ্যাশের নদী নালায়
ঝাঁকে ঝাঁকে মাছ সাঁতরায়।
খ্যাপলা জালে, পোলোয় করে,
মান্‌ষে সেই মাছেরে ধরে।
বন-বেড়াল আর খাটাশ্ কাঁদে
মাছ—মাছুয়া ধরছে ফাঁদে,
মোদের দেয় না কেউ!
ম্যাও-ম্যাও হাউ-হাউ ভেউ!'
ধিনিকি ধিনিকি তাধিন্ তাধিন্
আমি বঙ্গছ্যাশের পোলা—এই র‍্যা!

বাঁশের মই কেন ক্যাঁচকোঁচ করে!

(মুহূর্তে দামুর বাক্স প্যাঁটরার পিছনে অদৃশ্য হওন।)

॥ দ্বিতীয় দৃশ্য ॥

স্থান—ছাদের নিচের ঘর

(কোঁকাতে কোঁকাতে হাঁপাতে হাঁপাতে মই বেয়ে উঠে এসে নোহ ও শেমুর মায়ের ধপ্ করে বসে পড়ন।)

শেমুর মা। উঃফ্! গাঁট-গোঁট আর কিছু আস্ত নেই রে বাপ!

শেমু। (বিরক্ত হয়ে) তা ওপরে উঠলে কেন মা? নিচেই তো বেশ ছিলে।

নোহ। নিচে আর থাকা যাচ্ছে না। তোমাদের মা—ইয়ে—কতদিন হল হিসেব গুলিয়ে গেছে। আগে যে ঘুঘু ছেড়েছিলাম সে সঙ্গে সঙ্গে ফিরে এল। সাতদিন বাদে যাকে ছাড়লাম সে মুখে করে ঝাউগাছের মগ-ডালের পাতা নিয়ে এল। কিন্তু শেষ বার যাকে ছেড়েছি, সে তো আর আসে নি!

ছেলে-বৌরা (লাফিয়ে উঠে) এ্যাঁ! আসে নি? তার মানে জল নেমেছে! কি মজা! এবার দরজা খুলে বেরিয়ে পড়া যাক।

নোহ। তোমাদের মা কি যেন বলছিলেন—

শেমুর মা। দেখ বাছারা, তোমাদের আগে কত বকেছি, কিন্তু ইদানীং আমরাও ভুল দেখতে ভুল শুনতে আরম্ভ করেছি!

নোহ। মৌমাছির মতো গুঞ্জন শুনি! আবার তালে তালে ঝুমুর ঝুমুর কি যেন বাজে! মরুভূমিতে যারা পথ হারায়, তারাও ঐ রকম নেই-শব্দ কানে শোনে। দেখিও ভুল। রোজ মনে হয় জামাপরা একটা কালো বাঁদর পাখি-জুখি বগলে নিয়ে মই বেয়ে ওঠা-নামা করে। কেমন সব মন-মাতানো গন্ধ পাই! যাক্, সে-সব দুঃখের দিন কেটে গেছে। তোমরা একটি ভালো পাঁঠা বেছে নিয়ে উৎসর্গ করার ব্যবস্থা কর। চল শেমুর-মা, গোছ-গাছ করে ফেলা যাক। বাড়িটার কিছু বাকি নেই নিশ্চয়। এ কোন পাহাড়ে ঠেকেছি, তাই বা কে জানে। চল, নিচেই

যাওয়া যাক। তোমরাও বাঁধাছাঁদা কর। নাকে তবু ভালো গন্ধ পাই—মনের মধ্যে পাঁপ-তাঁপ ঢুকল নাকি মগজে মৌমাছি গুন্‌গুন্ করে কেন? চল গিন্নি। (প্রস্থান)

(হাত ঝাড়তে ঝাড়তে, আলখাল্লা পরা দামু বাক্সের পেছন থেকে বেরিয়ে এল। হাতে একতারা, পায়ে ঘুঙুর।)

দামু। তাহলে এবার চলি। এই ক-দিন বড় আনন্দে কাটানো গেল। বিস্তর খবর জেনে গেলাম; বৌদের রাঁধাবাড়া শেখালাম; মশলাপাতি, শুকনো মাছটাছ ঝুড়িতে পুরেছি, এবার তাহলে বিদায় দাও। ঐ ছোট জানলাটি খুলে দড়ি বেয়ে নেমে পড়ি। নৌকোর দেয়াল কেটে কেমন একতারাটি বানিয়েছি, বল!

ছোট বৌ। কিন্তু কিসে করে খবর নেবে?

দামু। কেন, মুখস্থ করে। এখনো নিচে একটু একটু জল আছে। একটা মরা গাছের গুঁড়ি চেপে সটাং চলে যাব পুব দিকে। ৫ বছর ঘরছাড়া। বৌয়ের মেজাজ বোধ হয় এত দিনে ঠাণ্ডা হয়ে এসেছে। আমার বৌ যা রাঁধে না! আমাকে সুদ্ধু না শিখিয়ে ছাড়ল না! শেষটা সাংবাদিক না হয়ে উপায় ছিল না।—

বড় বৌ। শেষ একটা গান গেয়ে যাও, দামু!

দামু। দুটি নদীর মধ্যিখানে ডেকেছিল বান,
ভিন্‌গাঁবাসী লোকের তাই বেঁচেছিল প্রাণ।
এখন যাহা দেখছ তাহা, এ বিশাল ভবে,
অন্য দেশের জন্তুদেরি বংশধর হবে।
নোহ যাহা নিল সাথে দামু এবে কয়,
ভোগে লেগেছিল তাহা ইহা সুনিশ্চয়!

বাকিরা সবাই। বানিয়ে গল্প বলে দামু ভনে ইতিহাস!
এমনি করে সংবাদপত্র চলে বারোমাস!
জয় প্রথম সাংবাদিকের দামু যার নাম,
ঝুমুর ঝুমুর ঘুঙুর বাজে দামুরে প্রণাম!

বালী-সুগ্রীব কথন

প্রস্তাবনা ঃ

কিষ্কিন্ধ্যার বালী রাজা সুগ্রীবেরি ভাই,
সুখে করে প্রজাপালন কোনো চিন্তা নাই।
মায়াবী অসুর আসিয়া যুদ্ধে দেয় ডাক,
সুগ্রীবেরে বলে বালী হেথা রক্ষী থাক্!
এই বলে শত্রু সাথে ঢোকে গর্ত মাঝে,
বারো মাস খাড়া সেথা ভ্রাতা ভাবিয়াছে,
গর্তে কেন রক্ত বয়, বালী গেছে মরে!
কাঁদিতে কাঁদিতে তাই ফিরিয়াছে ঘরে।
মন্ত্রীরা মিলিয়া তারে করিয়াছে রাজা,
পুণ্যবানে দয়া করে দুষ্টে দেয় সাজা।
প্রজাগণ দেখিবারে আসে সব রোজ,
সুগ্রীবের প্রাসাদেতে নিত্য লাগে ভোজ।
তারপরে কি হইল শোন মন দিয়া,
সুগ্রীব-কাহিনী শোনে বেবাক দুনিয়া!

(ভোজের বাজনা)

॥ প্রথম দৃশ্য ॥

স্থান—সুগ্রীবের ভোজনভা। উঁচু মঞ্চে সুগ্রীব, হনুমান, তারা, রুমা, মন্ত্রী, অনুচররা। নিচে সারি সারি বেঞ্চিতে প্রজারা বসে কলা খেতে ব্যস্ত। চারজন গ্রাম্য বাঁদরের প্রবেশ।

১ম গ্রাম্য বাঁদর। ঐ যে! ঐ ত্যাখ্! ঐ ভোঁদাটা হল গিয়ে রাজা। নমো কর, নমো কর! পায়ের গুলিটা দেখেছিস্? ঐ দিয়ে রাজ্য শাসন করে।

২য় গ্রাম্য বাঁদর। কই রে কোনটা? ঐ সোনার ছাতা ধরাটা বুঝি? বাঃ কি ভালো দেখতে!

১ম। দূর বোকা! ওটা তো ছত্রধর, রাজার চাকর। আর ঐ যে হাঁড়িপানা কেলেমুখ, ওটা হল হনুমান, রাজার পেয়ারের বন্ধু।

২য়। ঐ বেঁড়ে বাঁদরটা কেরে? ঐ যে ন্যাজ ঝুলিয়ে উঁচু কেদারায় বসে ঠ্যাং দোলাচ্ছে? ওটা অত চ্যাঁচাচ্ছেই বা কেন?

১ম। স্‌—স্‌—স্‌—চুপ—চুপ! ঐটেই তো রাজারে! ওর নাম সুগ্রীব। নমো কর, নমো কর।

৩য়। ছুৎ! কি যে বল মোড়ল, তার ঠিক নেই। গত বছর তো আরেকটাকে দেখিয়ে রাজা বলেছিলে। এর থেকে আরো বড়, আরো মোটা, আরো ভালো। এটা তো এক্কেবারে থার্ড ক্লাস্‌, ছঃ! ছঃ!

৪র্থ। হ্যাঁ! তখন তো বলেছিলে ওটার নাম মাটি, না সোরা, না ঐ রকম কি যেন। আমাদের আবার ভাঁওতা দিলে নাকি, মোড়ল?

১ম। আরে, না রে না। সেটার নাম ছিল বালী। তোরা এখন চুপ কর দিকিনি। সেপাইরা শুনতে পেলে আস্ত রাখবে না।

২য়। কিন্তু আমার যে জল তেষ্টা পাচ্ছে!

৩য়। আমি বাড়ি যাব।

১ম। এই খেলে যা! তোরা চুপ করবি কিনা বল্‌।

৪র্থ। আচ্ছা, বাবা, আচ্ছা, এই চুপ করলাম।—কিন্তু ঐ যে গয়না-পরা শাঁখচুন্নীর মত দেখতে, ও দুটো কে? ঐ যে সোনার ছাতার নিচে বসে হাওয়া খাচ্ছে, কে ওরা?

১ম। আহা! বড়টা হল বালীর বৌ তারা আর ছোটটা সুগ্রীবের বৌ রুমা। বিশ্রী দেখলি কোথায়? রানীরা কখনো বিশ্রী হয়? নমো কর, নমো কর।

(সকলের নমস্কার)

২য়। কিন্তু সেই বালীটা গেল কোথায়?

১ম। স্‌-স্‌-স্‌! তার নাম করিস্‌ নি, বাপ, তার ছোট ভাই সুগ্রীব

এখন রাজা হয়েছে। তাই ভোজ দিচ্ছে। সে ব্যাটা তো অক্কা পেয়েছে।

জাম্ব। (চেঁচিয়ে) অ্যাঁ! কি বললি? আমি আবার কানে কম শুনি কিনা—বালী মরে গেছে বলে সুগ্রীব ভোজ দিচ্ছে?

সভাস্থ সকলে। স্‌-স্‌-স্‌—চুপ—চুপ—শোন্‌—শোন্‌!

সুগ্রীব। কে ওটা? বালীর নাম কে কচ্ছে? পটল তোলাদের আবার ডাকা কেন?

হনু। চুপ, রাজা, চুপ! ইতর লোকেরা কে কোথায় কি বলল, তাতে অত কান দিচ্ছ কেন? রাজাদের কি সেটা শোভা পায়?

সুগ্রীব। কান দেব কেন? বিরাশী সিক্কার এক চড় দেব। কই, কথা বলছ না যে বড়? বালীর নাম কে করেছে?

সভাস্থ সকলে। কেউ না, রাজা, কেউ না। বালী বলি নি, কালী বলেছি। তাতেও দোষ হয় নাকি?

সুগ্রীব। বেশ করেছি, রাজা হয়েছি। তাছাড়া আমি তো আর নিজে সেধে রাজা হইনি। তোমরা পাঁচজনেই এক রকম ধর-পাকড় করে, আমার মাথার ওপর রাজছত্র চাপালে—(উপরে তাকিয়ে) অ্যাঁ! এ কি! রাজছত্রে ফুটো কেন? ঐখান দিয়ে একটা পায়রা উড়ে যেতে যেতে যদি –নাঃ! এ ভয়ানক খ্যরাপ! এতে কি আমার অসম্মান হয় না? অ্যাই! ছত্র-ধারী—ই—ই! (সঙ্গে সঙ্গে ছাতা ফেলে ছত্রধারীদের পলায়ন এবং গায়কদের স্তব।)

গায়কদের স্তব:

সুগ্রীব রাজা দিও না সাজা।
বালীর নাম আর কেউ করে না।
কোথায় বালী? দেখছি খালি
তব গুণ দেখে কারো কথা সরে না!
হেথায় বসে খাচ্ছি কষে,
বালী যাক, যেন সুগ্রীব মরে না!

(বাইরে কোলাহল)

সুগ্রীব। (রাগত ভাবে) বাইরে অত চ্যাঁচাচ্ছে কে রে? তার আস্পদ্দা তো কম নয়। আমি একটা রাজা, আমার সামনে হট্টগোল করা—

হনুমান। সামনে কোথায়, রাজা? বরং পেছনে বলতে পার—

(মহা রেগেমেগে ঝড়ের মতো বালীর প্রবেশ)

বালী। কই? সেই রাস্কেলটা কোথায়? ব্যাটাকে একটু শিক্ষা না দিলে তো চলছে না। কোথায় সে?

সুগ্রীব। কে? ও কে?

বালী। (এক লাফে সুগ্রীবের কান ধরে) আমি কে তাও ভুলেছিস্ ব্যাটা লক্ষ্মীছাড়া! আমার মুকুট পরে, আমার সিংহাসনে চেপে, আমাকেই মনে পড়ছে না? বাঃ, বেড়ে বলেচিস্!

সুগ্রীব। উঁ-হুঁ-হুঁ! আমি—আমি—আমি—

বালী। হ্যাঁ, তুই—তুই—তুই! বলিনি তোকে গর্তের মুখে দাঁড়িয়ে থাক্? কেন থাকিস্‌নি?

সুগ্রীব। তাইতো ছিলাম! এক বচ্ছর ছিলাম। তা, তোমার পাত্তা নেই! পায়ে শেকড় গজিয়ে গেছল। কানে মাকড়সারা জাল বুনেছিল। তারপর গর্তের মধ্যিখানে সে কি গর্জন আর ফেণা আর রক্ত! আমি ভাবলাম আর কি সে ফিরবে? নির্ঘাৎ পটল তুলেছে। তাপ্পর গর্তের মুখে এই বড় পাথর ঠুসে দিয়ে, কাঁদতে কাঁদতে বাড়ি এসে, মহা ধুমধাম করে তোমার ছেরাদ্দ-শান্তি শেষ করে, লুচি ক্ষীর দই কলা—এখন কি তোমার ফিরে আসাটা ভালো দেখায় দাদা?

বালী। অ্যাঁ! জ্যান্ত বাঁদরের ছেরাদ্দ করেছিস্, হতভাগা? নাঃ, আর তো পারা গেল না! (প্রচণ্ড চপেটাঘাত)

হনুমান। আহা! চটো কেন? জ্যান্ত বাঁদরের শ্রাদ্ধ করলে তার আয়ু বাড়ে—

সুগ্রীব। তাছাড়া আমার লাগে না বুঝি? বলছি তো ভুল হয়ে গেছে। এই দেখ, তোমার পায়ে পড়ছি, একটু ক্ষেমা-ঘেন্না কর, দাদা। তুমি রাজা হও, আমি মন্ত্রী হই—মাইনেটা কিন্তু—

বালী। আহা মরে যাই! উনি আমাকে গর্তে ঠুসে, দিব্যি আমার সিংহাসনে চেপেছেন, এখন আমি হব রাজা আর উনি হবেন আমার পেয়ারের মন্ত্রী! ও-সব হবেটবে না, এই বলে রাখলাম! ভালো চাস্ তো এক্ষুণি বেরিয়ে যা আমার রাজ্য থেকে—!

(কিল মারন ও সুগ্রীবের চ্যাচানো)

সভাসদ্‌রা। হাঁ—হাঁ—হাঁ—ওকি—ওকি!

বালী। কেন? কারো কিছু বলার থাকলে, পেছন থেকে অমন হাঁ—হাঁ—হাঁ—হাঁ না করে সামনে এসে বল। আমারো কিছু বলবার আছে। (আস্তিন গুটিয়ে) অকৃতজ্ঞ বাঁদর সব! কই, কেউ যে বড় এগোচ্ছ না? ধরব নাকি গিয়ে সব কটাকে—

সভাসদ্‌রা। না স্যার, না স্যার, ইয়ে আমরা আপনার সামান্য কিঞ্চিৎ প্রজা! আপনার ল্যাজের ডগা ছোঁবারও আমাদের সাহস নেই—

বালী। আচ্ছা, আচ্ছা, ঢের হয়েছে! সুগ্রীব!

(সুগ্রীবের হনুমানের পেছনে দাঁড়ানো)

হনুমান। বালীরাজা, সুগ্রীবের কোনো দোষ নেই। ও সত্যি ভেবে ছিল তুমি পটল তুলেছ। তোমাকে কত সম্মান দেখিয়েছিল বলতো। ক্যায়সা ঘটা করে শ্রাদ্ধ হল, কি খাওয়াদাওয়া, গরুদান, কাপড় দান, সাত দিন ধরে নাচ-গান, ক্যাণ্ডি থেকে থিয়েটার পার্টি এসেছিল—

বালী। চোপ্! আমি মরে গেচি বলে মোটে সাতদিন নাচগান? কেন? পনেরো দিন করলে কি রাজকোষ শূন্য হত? যত সব কেপ্পনের জাসু! আবার দাঁত কেলিয়ে সে কথা বলতে এসেছিস্? যা হতভাগা, সুগ্রীবের সঙ্গে সঙ্গে তুইও এক্ষুণি বিদায় হ' আমার রাজ্য থেকে!

হনু। ও মা! এক্ষুণি আবার কি? আমার সুট্‌কেস্‌ গুছুতে হবে না? ধোপার বাড়িতে কাপড়—

বালী। না, কিচ্ছু গুছুতে হবে না। যেমন আছিস্‌ তেমনি যাবি সব। এই সুগ্রীব! মুকুট-ফুকুট ছেড়ে যা! দে রাজদণ্ডটা আমার হাতে দে—

সুগ্রীব। কিন্তু আমার পরিবার—

বালী। ন্যাকা! এ কি পিক্‌নিক্‌ করতে যাচ্ছিস্‌ যে ফ্যামিলি নিয়ে যেতে হবে? এখন বলে পরিবার, তাপ্পর বলবে টিপিন-ক্যারিয়ার, তাপ্পর বলবে মটরগাড়ি! ওসব হবেটবে না, এক্ষুণি বেরো বলছি! অ্যাই, তোরা সব দাঁড়িয়ে আছিস্‌ কেন, ওদের রওনা করে দে!

(সভাসদ্‌দের লাঠিসোঁটা সহ এগিয়ে আসা। হনুমানের ল্যাজ ধরে, মাথা নিচু করে সুগ্রীবের প্রস্থান)

বালী। এই! কে আছিস্‌! সিংহাসনটা ভালো করে ঝাড়-পোঁছ করে দে দিকি। ব্যাটা চান করে না! তার ওপর আস্পদ্দা দেখলি! চুল না আঁচড়ে আমার মুকুট মাথায় দেয়! ছিঃ ছিঃ!

(ফুঁ দিয়ে মুকুট ঝেড়ে মাথায় স্থাপন। সভার সকলে চুপ।)

২য় গ্রাম্য বাঁদর। ও মোড়ল দাদা! এ-সব কি সত্যি, নাকি লাটক?

৩য়। অ্যাঁ, লাটক বুঝি? বাঁচালে ভাই, যা ভয় ঢুকেছিল!

৪র্থ। উঃফ্‌! লাটক শেষ হতে ধড়ে প্রাণ এল দাদা।

১ম। উঃ, কি গাধা রে তোরা! চল্‌ চল্‌ চল্‌ চল্‌!

॥ দ্বিতীয় দৃশ্য ॥

স্থান—পম্পাতীর

(নেপথ্যে সুগ্রীবের গান)

ও হনুচাচা আমায় বাঁচা বল্‌ না কি যে করি!
ঐ দুষ্টু বালী আমায় খালি দিচ্ছে নাকে দড়ি!
প্রাণের পাখি কোথায় রাখি মরছে ধরফড়ি!

(হনুমান ও তার ল্যাজ ধরে সুগ্রীবের প্রবেশ)

হনু। কি দিনরাত কানের কাছে ঘ্যানর-ঘ্যানর কর, রাজা? কি সুন্দর জায়গা একবার চেয়ে দেখ। ঐ যে মইঈবন, ওখানে হাতিরাও যায় না। ঐ ঋষ্যমূক পর্বতের চুড়োয় ঘুমুলে যত ধনের স্বপ্ন দেখবে, জেগে উঠে তত ধন পাবে।

সুগ্রীব। তাই না আরো কিছু! তুমি কাল রাতে এক গোছা সোনা পাবার স্বপ্ন দেখলে, সকালে পেলে এক কাঁদি পাকা কলা! তুমি থামো দিকিনি।

হনু। ওমা, কি বলে গো! সোনাতে আর পাকা কলাতে তফাৎটা কি শুনি? বরং কলা বেশি ভালো। সোনা খাওয়া যায়?

(কোঁচড় থেকে কলা বের করে কামড়-দান।)

সুগ্রীব। কিন্তু এখন উপায়টা কি হবে?

হনু। কি আবার হবে? মতঙ্গমুনির শাপে এই জায়গায় বালী এলেই অক্কা পাবে। কাজে-কাজেই তোমার কোনো ভয় নেই। (আরেকটা কলা খাওন) তবে হ্যাঁ, ব্যাটাকে কিষ্কিন্ধ্যা থেকে তাড়াতে হবে। আমার ধোপার কাপড় আনতে দিল না, এত বড় পাজি! নাঃ, ওকে ছাড়া নয়! তুমি ওকে তাড়াবে।

সু। তা তাড়াতে পারি, কিন্তু ওর কাছেটাছে যেতে পারব না। বড় জোর দূর থেকে ঢিল মারতে পারি। আই বাপ্স্! হাতের পায়ের গুল দেখেছ লক্ষ্মীছাড়ার? রোজ সন্ধ্যায় পাহাড় নিয়ে লোফালুফি খেলে। বড় বড় গাছ উপড়ে দাঁতন করে। ঢের হয়েছে বাপু, ওর কাছে আর নয়। এই নাকে খৎ দিলাম। (খৎ দেওন)

হনু। ছি ছি ছি ছি, এই কি রাজার মতো কথা হল? তাড়ানো-খেদানো কানমলা-খাওয়া হলেও, রাজা তো বটে। নাকি নও?

সু। রাজা নই তো কি? জান, বালী ছাড়া পৃথিবীতে আমি কাউকে ভয় পাই না। আসুক না আমার কাছে, তা সে যত বড় বীর-ই হক না কেন, এমনি করে বাঁ পায়ের কড়ে আঙুলে করে একটা— ও হনু! ও দুটো আবার কে? বালীর গুপ্তচর নয় তো?

(কিছু দূরে তপস্বীর বেশে রামলক্ষ্মণের প্রবেশ। হনুর পেছনে সুগ্রীবের দাঁড়ানো)

হনু। কোথায় বালীর চর? এঁরা বালীর চর! তা হলেই হয়েছে।

সু। চর নয় কি করে জানলে? ঈশ্‌! পরেছে তো গাছের ছাল! কিন্তু তার ফাঁক দিয়ে গা থেকে ক্যায়সা ছটা বেরুচ্ছে দেখেছ? নাঃ, ওরা বালীর চর না হয়ে যায় না। কিম্বা স্বয়ং বালী! একটাতে কুলিয়ে ওঠে না, তাই দুটো দুটো মানুষ সেজে এসেছে! অত বড় শরীরটা তো!

হনু। চুপ কর, রাজা। মতঙ্গমুনির শাপে মলয় পাহাড়ে পা দিলেই বালী মরে যাবে। তাছাড়া অমন দিব্য চেহারা ধরা বালী-বাঁদরের কম্ম নয়। এঁরা আর কেউ।

সু। বেশ, তাহলে আগে আমি ঐ গাছটার পেছনে লুকোই, তারপর তুমি গেঁয়ো লোক সেজে ওঁদের পরিচয় নাও, কেমন?

হনু। কেন, ভয় পাচ্ছ নাকি?

সু। হুঃ! হুঃ! সে কি একটা কথা হল নাকি! তবে আমি একটা রাজা। আমি কি আর যার-তার সঙ্গে গায়ে পড়ে কথা কইতে পারি?

(গাছের পেছনে লুকোনো)

হনু। বলি, ও মশাইরা!

রাম। আরে! কি বলে বাঁদরটা?

হনু। কে বট তোমরা? মাথায় জটা, তীরধনুক হাতে, কি খুঁজছ? এখানে কিছু হবেটবে না। আমাদের কিছু নেই-টেই।

লক্ষ্মণ। তুই কে রে?

হনু। ও মা! তাও জান না? থাক কোথায়? কিষ্কিন্ধ্যার বালী রাজা যে তার ভাই সুগ্রীবকে তাড়িয়ে দিয়েছে। সুগ্রীব মনের দুঃখে এই ঋষ্যমূক পর্বতে বনবাস করছে। সঙ্গে আছি আমরা চারজন অনুচর। কলা পাড়ি, রুটি পাকাই।

রাম। সুগ্রীবের অনুচর? আমরা যে তাকেই খুঁজছি।

হনু। অ্যাঁ! ও রাজা! পালিয়ে যা রে পালিয়ে যা!

(নেপথ্যে হুড়মুড় শব্দ) তা বালী তোমাদের পাঠিয়েছে বুঝি? আশ্চর্য! আমি অন্য রকম ভেবেছিলাম। বালী এখানে কোনো সুবিধা করতে পারবে না, এই বলে রাখলাম। নাকটুকু সেঁদিয়েছে তো একেবারে আলু পটল! মতঙ্গমুনির শাপ চাট্টিখানিক কথা নয় বাবা!

লক্ষ্মণ। না, না, তোমাদের কোনো ভয় নেই। আমরা বালীর লোক নই। আমরা অযোধ্যার রাজার ছেলে। উনি রাম, আমি লক্ষ্মণ। আমরাও বনবাসে আছি। একটা দুরন্ত রাক্ষস রামের স্ত্রী সীতাদেবীকে চুরি করে নিয়ে গেছে। তাঁকেই আমরা খুঁজতে এসেছি। দেখেছ তাঁকে?

হনু। না, ঠিক দেখিনি। তবে এখান দিয়ে রাক্ষসটাক্ষস হামেসাই যাওয়া-আসা করে। তাঁর খবর পাওয়াটা খুব শক্ত হবে না।

লক্ষ্মণ। আহা, তাই যেন হয়। ক্রৌঞ্চবনের কবন্ধ আমাদের সুগ্রীবের সাহায্য নিতে বলেছে।

হনু। নিশ্চয়, নিশ্চয়। না জেনে কটু কথা বলেছি, মাপ করবেন স্যার। দাঁড়ান, সুগ্রীবটাকে ডাকি। ও সুগ্রী—ই—ব! সুগ্রীব রে—এ—এ! এদিকে এসো—ও—ও! এঁরা বালীর লোক নন্!

সু। স্-স্-স্—আস্তে আস্তে! বালী যদি শুনতে পায়!

(হনু ও সুগ্রীবের কানে কানে কথা)

সু। অ, তাই বল। আমি বলি বালীর চর! ও রাম, এই মুহূর্ত থেকে আমি তোমার বন্ধু হলাম। সীতাদেবীকে ফিরিয়ে আনব কথা দিলাম—এই হনুমান, মনে করিয়ে দিস্। কিন্তু তার আগে বালীটার একটা হেস্তনেস্ত করা চাই।

রাম। বেশ, বেশ, এক্ষুনি ব্যাটাকে পঞ্চত্ব পাইয়ে দিয়ে কেমন তোমার রাজ্য উদ্ধার করে দিই দেখ! তারপর কিন্তু সীতাকে খুঁজে দিতে হবে।

সু। বিলক্ষণ, বিলক্ষণ। আরে তাঁকে যে দেখেওছি বলে মনে পড়ছে। আচ্ছা, তাঁর কি কান অবধি টানা টানা চোখ আর কালো কোঁকড়া চুল আর দুটি করে পদ্মফুলের মতো হাত-পা ?

রাম। হ্যাঁ, হ্যাঁ—

সু। তা হলে বোধ হচ্ছে দেখেছি। আচ্ছা, কাঁদলে কি তাঁর চোখ দিয়ে এই বড় বড় মুক্তোর মতো জলের ফোঁটা পড়ে ?

রাম। পড়ে পড়ে। বল শীগ্‌গির কোথায় দেখেছ ?

সু। গলার আওয়াজটা কি বাঁশির মতো ?

রাম। কোথায় তিনি, সুগ্রীব, কোথায় দেখেছিলে ?

সু। ঠিক দেখি নি অবিশ্যি, তবে একদিন আমরা পাহাড়ের ওপর রোদ পোয়াচ্ছিলাম, এমন সময় রাবণ বলে একটা দুষ্টু রাক্ষস একজন কাকে ধরে নিয়ে রথে করে আমাদের মাথার ওপর দিয়ে যাচ্ছিল কি না আর সে হা রাম! হা লক্ষ্মণ! বলে বেদম চ্যাচাচ্ছিল আর গা থেকে ভালো ভালো গয়না খুলে নিচে ফেলে দিচ্ছিল কিনা, তাই ভাবলাম ঐ বোধ হয় সীতা-মা।

লক্ষ্মণ। কোথায় সেই সব গয়না ?

সু। (পকেট থেকে গয়না বের করে) এই যে !

রাম। তাইতো, তাইতো বটে। এ যে তারই গয়না। কোন দিক দিয়ে গেল রাবণ ? ওঠ লক্ষ্মণ, চল, তাকে ধরতে হবে !

সু। পাগল নাকি ? সে কোন কালে বাসায় পৌঁছে গেছে। দক্ষিণ দিকে যাচ্ছিল। তাছাড়া ও-সব চালাকি চলবে না, আগে আমার রাজ্য উদ্ধার করে দাও, তারপর লক্ষ লক্ষ বাঁদর চর পাঠাব। সে পাতালেই সেঁদোক, কি আকাশেই উড়ুক, আর তার নিস্তার থাকবে না, ঠিক ধরে নিয়ে আসব। তুমি কিচ্ছু ভেবো না।

রাম। (উঠে দাঁড়িয়ে)—তা হলে আর দেরি কেন ? চল বালীটাকে তাড়িয়ে দিয়ে আসি।

সু। কিন্তু তা কি অত সহজে পারবে, ব্রাদার ? ঐ তো তোমাদের কাঁকলাশের মতো শরীর। বালীই না শেষে দু আঙুলে ধরে

রামচন্দ্রকে পট্‌কে দেয়! তার গায়ে পাঁচশো হাতির বল, তা জান?
তার কাছে তোমাদের পাঠাবার আগে, একটু পরীক্ষা হয়ে যাক।

লক্ষ্মণ। এ সব কি বলছ, বন্ধু? কিসের পরীক্ষা করতে চাও?

সু। ও কি, রাগ করলে নাকি, ভাই? না, না, সে পরীক্ষা নয়, ভয় নেই। দুটো নল দিয়ে জল বেরোবার আঁক কষতে হবে না। আচ্ছা, ঐ দূরে, পাহাড়ের চুড়োয় আরেকটা ছোটখাটো পাহাড়ের মতো দেখতে পাচ্ছ?

লক্ষ্মণ। তা পাচ্ছি। কি ওটা?

সু। ও হল গিয়ে মহিষমুখো দুন্দুভির হাড়-গোড়ের স্তূপ। দুন্দুভিকে মেরে, বালী ওটা ওখানে ছুঁড়ে ফেলেছিল। কেউ উটিকে এক চুল নড়াতে পারে না। রাম যদি ওটাকে এক ঠ্যাঙে উঠিয়ে আটশো গজ দূরে ফেলতে পারে, তবেই বুঝব—

লক্ষ্মণ। আলবৎ পারবে।

সু। হ্যাঃ! তাই না আরো কিছু! আমার দাদা বালীর মতো এক আমি ছাড়া আর কেউ—

রাম। এবার থামো, বাছা। চুপ করে এখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখ, কেমন বাঁ পায়ের কড়ে আঙুলে করে ওটাকে দশ যোজন দূরে ফেলি! (রামের প্রস্থান)

লক্ষ্মণ। হ্যাঃ! কাকে হাইকোর্ট দেখাচ্ছ, চাঁদ? ওটাকে আর খুঁজে পাওয়া যাবে না।

সু। ইল্লি! কত বড় বড় বীররা সব মুখ চূণ করে—(নেপথ্যে সাংঘাতিক শব্দ) ও কি! ও আবার কি?

হনু। ঐ ঐ ঐ! ফেলেছে তো ঠিক! জয় রামের জয়!

(দু হাত তুলে নাচ)

সু। অ্যাই! চোপ! অত নাচের কি হল বুঝলাম না। ওটা এতদিনে নিশ্চয় শুকিয়ে সোলার মতো হয়ে গেছে, তাই পেরেছে। তাছাড়া, তুমি না আমার অনুচর, বড় যে অন্য লোকের জয়গান কচ্ছ, লজ্জা করে না?

হনু। ভাবছি ট্র্যান্সফার নেব, স্যার।

(রামের প্রবেশ)

হনু। আহা, শ্রীঠ্যাঙের কি শক্তি গো! চাট্টি চরণরেণু দাও বাপ!

(সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত ও রামের দু হাত তুলে আশীর্বাদ)

রাম। কি হে সুগ্রীব? এবার নিশ্চিন্ত হয়েছ আশা করি?

লক্ষ্মণ। বলছিল নাকি হাড় শুকিয়ে সোলা হয়েছে, তাই পেরেছ।

রাম। (হেসে) বটে, বটে! তাহলে আর কি কত্তে হবে বল।

সু। দেখ, এটা হাসির কথা নয়, তোমার ভালোর জন্যেই বলছি। বালীকে তাড়ানো চাট্টি-খানিক কথা নয়। আচ্ছা, ঐ যে সামনে সাতটা শাল গাছ দেখছ? বালী এইখানে দাঁড়িয়ে একেক তীরে একেকটাকে ফুঁড়ে দিত। পারবে তুমি?

রাম। তবে এই দেখ! (তীর ছোঁড়া)

হনু। ঐ ঐ ঐ! এক তীরে সাতটা ফোঁড়া! জয় রামের জয়!

(হাত তুলে নাচ)

সু। (রামের পায়ে পড়ে) রাম, তোমার মতো বাহাদুর আর কে বা আছে? বালীটা তোমার সঙ্গে পারবে না।

রাম। তাহলে চল কিষ্কিন্ধ্যায়।

হনু। কিষ্কিন্ধ্যা চল! কিষ্কিন্ধ্যা চল!

॥ তৃতীয় দৃশ্য ॥

স্থান—কিষ্কিন্ধ্যার বাইরে বনভূমি।

(বালীর প্রাসাদ থেকে উৎসব সঙ্গীত শোনা যাচ্ছে)

জুড়ির গান:

ওঠ্ না বালী মুখে কালি!
বুঝিস্ না তোর বিপদ ভারি।
খাচ্ছদাচ্ছ, গাল বাজাচ্ছ, সুখে নাচছ হায়!
ঐ যে রাম লক্ষ্মণ হনুমান আসছে সারি সারি!

আর সুগ্রীব তোকে সেই সুযোগে
পিটিয়ে করবে ঝামা !
বাস্তি থামা, যুদ্ধে নামা,
কোথায় রে তোর গয় গবয়—
রামের সনে যুদ্ধে জেতা
একলা তোমার কম্ম নয় !
আরে দূর !
শেষে কপাল ফেরে যুদ্ধে হেরে, হায়রে গাইবি অন্য সুর !

(আগে আগে রাম-লক্ষ্মণ, তার পেছনে হনুমানের ও সুগ্রীবের পরস্পরের পেছনে লুকোবার চেষ্টা করতে করতে প্রবেশ)

হনু। ও রাজা, বলি দেরি কেন? যাও বালীকে ধরে আনো। আমার ধোপার কাপড় আটকে রেখেছে, আমার ভারি অসুবিধা হচ্ছে।

সুগ্রীব। ধরে আনব? ইয়ে কি বলে ও তো বড় ভাই, বেশি হাঁক-ডাক করাটা কি ভালো দেখাবে? তাছাড়া ওর মেজাজটা যেমনি বদ্, গায়েও তেমনি জোর।

হনু। অবিশ্যি এ তো আর ঋষ্যমূক পর্বত নয় যে বালী এসেছে কি অমনি মরেছে! দেখো বাপু, শেষটা তোমাকেই না—(গলা কাটার ইঙ্গিত)

সুগ্রীব। আমি বলি কি আজ থাক গে। বন্ধু রাম-লক্ষ্মণ অনেক দূর হেঁটে এসে ক্লান্ত আর আমারো পেটটা একটু ব্যথা-ব্যথা কচ্ছে।

হনু। খিক্—খিক্—খিক্—খিক্!

সু। অত হাসির কি হল শুনি? দিনে দিনে তুমি বড় বেয়াদব হয়ে উঠছ!

রাম। বাছা সুগ্রীব, এই শেষ মুহূর্তে পেছপাও হলে চলবে না। বালীকে যুদ্ধে আহ্বান কর।

সু। ইয়ে—মানে—তোমরা করলে ভালো হয় না? আমি বয়সে ছোট —।

লক্ষ্মণ। না, সে হয় না। ওর সিংহাসনে চাপবার আগে এ-সব ভাবা উচিত ছিল। বালীর সঙ্গে আমাদের তো কোনো ব্যক্তিগত ঝগড়া নেই।

সু। অ্যাঁ! ঝগড়া নেই বুঝি? (বসে পড়ে) তাহলে—তাহলে আমার কি হবে? এ তো মহা গেরো রে বাবা!

রাম। বন্ধুকে রক্ষা করতে আমরা সর্বদাই প্রস্তুত।

হনু। অবিশ্যি সে তো আর এক্ষুণি নয়। বালীর হাতে পেটনাই খাবার পর, সুগ্রীব যখন হাত পা ছুঁড়ে, চিৎপাত হয়ে, চক্ষু মুদে, জিব বের করে—

সু। চোপ রাও! তাহলে বন্ধু, আমি এগুচ্ছি। কিন্তু যদি বেকায়দায় পড়ি—

হনু। বিলক্ষণ, বিলক্ষণ, সে বিষয়ে একটুও ভেবো না। তুমি মলে আমরা সব ব্যবস্থা করে ফেলব। ভাই, তোমার কলমটা কিন্তু আমি নেব। এবার মালকোঁচা মেরে এগোও তো দেখি। নইলে তুমি ডাকবার আগেই হুড়মুড় করে বালী তোমার ঘাড়ে না চাপে! (সুগ্রীবের মালকোঁচা মারন)

রাম। বাছা, এবার আমাদের আশীর্বাদ নিয়ে হাঁক পাড়ো দিকি নি।

হনু। দাঁড়াও, দাঁড়াও।

সু। আঃ! পিছু ডাকিস্ কেন?

হনু। তোমার ট্যাঁকঘড়িটা বরং রেখে যাও। পরে যদি বালী না দেয়?

সু। এই নে, ধর্! এক ফোঁটা চোখের জল নেই, খালি এ দাও, সে দাও!

হনু। আর অমন ভালো কলমটা যদি পেটনাই খেয়ে ভেঙে যায় (খুলে লওন) হ্যাঁ, এবার যাও।

রাম। বাছা হনুমান, তুমি একটু আমার পেছনে দাঁড়াও দেখি।

হনু। কেন? কেন? বালী আসছে বুঝি? (তথাকরণ)

সু। তা হলে কি সত্যি ডাকব?

সকলে। হ্যাঁ, ডাকো, ডাকো !

সু। (মুখের সামনে হাত দিয়ে চোঙা বানিয়ে)

ও বালী—ই—ই—ই—ই !
বা—আ—আ—আ—লী !
বালী রে—এ—এ—এ—এ !

(অবিকল সুগ্রীবের মতো সাজ ও চেহারা নিয়ে বালীর দৌড়ে প্রবেশ। রাম লক্ষ্মণের ঝোপের আড়ালে অদৃশ্য হওন)

বালী। ওরে রাস্কেল, এখনো তোর শিক্ষা হয় নি বুঝি ? আয়, তবে আয়, তোকে পিটে আলু-ভর্তা বানাই ! (ধাঁই ধপাধপ বেধড়কা পিটন। সুগ্রীবের চিৎকার ও হাত-পা ছোঁড়া। গাছের আড়াল থেকে হনুর মুণ্ডু বের করন)

হনু। ওয়া ! ওয়া, ভাই ! লেগে যা, লেগে যা ! কেয়া বাৎ ! কেয়া বাৎ ! ওরে এবার একটা উল্টোবাজি ঝেড়ে দে ! (ক্রমে সুগ্রীবের পিছু হটন)

হনু। ওটা কেমন হল, স্যার ? গতিক তো ভালো বুঝিনে। একটা বাণ লাগাবেন নাকি ?

রাম। সেই রকমই তো মনে হচ্ছে। কিন্তু দুটোকে যে অবিকল এক রকম দেখা যাচ্ছে। এখন কোনটাকে মারতে কোনটাকে মারি, সেই হল সমস্যা।

হনু। ঐ তলারটাকেই খ্যাঁচ দিন, স্যার। ওটা হয়তো সুগ্রীব নয়।

লক্ষ্মণ। না হে হনুমান। ওপরেরটার হাতের গুলিটে দেখেছ ? পাহাড় নিয়ে লোফালুফি না খেললে কি অমনটি হয় ? না, দাদা, তুমি ওপরেরটাকেই ছেত্‌রে ফেল।

রাম। না বৎসগণ, কিছুই মালুম দিচ্ছে না। ঐ দেখ, তলারটা এবার ওপরে উঠেছে !

হনু। আরে আরে আরে ! ক্যায়সা আছাড়টা দিল, দেখলেন স্যার ? ওয়া ! ওয়া ! আাট্টাবয় !

(সুগ্রীবকে আছড়ে ফেলে, হাতের ধুলো ঝেড়ে)

বালী। হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ

(হাসতে হাসতে প্রস্থান)

হনু। কি রকম মারামারিটা হল অ্যাঁ! ওয়া! ওয়া! অনেকদিন এমন মজা দেখি নি!

সু। (উঠে দাঁড়িয়ে) মজা? অকৃতজ্ঞ! আমি তুলোধুনো হচ্ছি আর ওঁরা কি না মজা দেখছেন! এই কি বন্ধুর কাজ? তবে না গতিক মন্দ দেখলে বালীকে উত্তম-মধ্যম কষবে?

লক্ষ্মণ। রেগো না ভাই। কোনটি তুমি, কোনটি বালী, চিনতে পার যাচ্ছিল না যে।

রাম। আমরা ভাবছিলাম ওটা বালীই বুঝি ঠ্যাঙা খাচ্ছে।

হনু। হ্যাঁ, শেষে ওটাকে মারতে এটা না বধ হয়!

সু। বধ তো হয়েইছিলাম আরেকটু হলেই।

লক্ষ্মণ। যাই বল ভাই, এক মুখ, এক চোখ, এক কান, ল্যাজ পর্যন্ত অবিকল এক! তাজ্জব বনে গেলাম!

রাম। তাহলে এখন কি কর্তব্য?

সু। কি আবার কর্তব্য? ঋষ্যমূক পর্বতে ফিরে গিয়ে আইডিন ফাইডিন লাগাই! উঃফ্! ব্যাটা বাঁদর না কেউটে সাপ! সর্বাঙ্গে জ্বলে মলাম!

রাম। না, সুগ্রীব, ওকে ছেড়ে দেওয়া নয়। এখন ঘেমে নেয়ে ক্লান্ত আছে, এই হল সময়। এখনি পিটিয়ে ঠাণ্ডা করা দরকার। তুমি আরেকবার হাঁক দাও।

সু। আহা মরে যাই! আমি আবার হাঁক দিই আর ব্যাটা যমদূত আবার আমাকে পিটিয়ে লাস বানাক! আর ওঁরা সব ঝোপের পেছন থেকে মজা দেখুন। আমি ওর মধ্যে নেই।

লক্ষ্মণ। বেশ, তবে বালী রাজত্ব করুক, তুমি ঋষ্যমূকে মশার কামড় খাও, আমরা পথ দেখি। বুঝতেই পারছি সীতা-উদ্ধারে তোমার মন নেই। (গমনোদ্যত)

হনু। (কাপড় চেপে ধরে) ও কি ব্রাদার! সীতা উদ্ধার না হন, নিদেন আমার ধোপার কাপড় উদ্ধার কর। (হাঁটু গেড়ে) বড় কষ্টে আছি, স্যার!

সু। শ্রীরাম, লক্ষ্মণ, হনু ঠিকই বলেছে। বালীকে সিংহাসন থেকে নামিয়ে তবে অন্য কথা। না হয় আবার তাকে ডাকি। কিন্তু—

লক্ষ্মণ। হ্যাঁ, হ্যাঁ, এবার তোমাকে যথেষ্ট সাহায্য করা হবে। কিন্তু তার আগে যাতে তোমাকে চিনতে পারা যায়, তার একটা ব্যবস্থা করতে হবে।

হনু। ওর ল্যাজে গেরো বেঁধে দেওয়া হক।

লক্ষ্মণ। না হে, হ্যাঁচ্‌কা টানে পাঁচ মিনিটে খুলে যাবে।

হনু। তাছাড়া হয়তো ল্যাজ ধরে বাঁইবাঁই করে ঘোরাতে লাগবে, চক্ষু চড়কগাছ, ল্যাজ পটাং, সুগ্রীব খতম!

সু। বাঁদরামি ছাড় দিকি নি।

হনু। বেশ, তা হলে ওর গলায় আমার গামছাটা বেঁধে দিলে কেমন হয়?

লক্ষ্মণ। ঐ গামছা ধরেই না টেনে নিয়ে যায়।

হনু। ঠিক হয়েছে, ঐ লতাগাছটি দিয়ে বেলটু বানিয়ে কোমরে পরিয়ে দিই। চেনাও যাবে, দেখতেও খাসা হবে।

রাম। উত্তম প্রস্তাব। লক্ষ্মণ ঐ গজপুচ্ছি লতা খানিকটা ছিঁড়ে মালা বানিয়ে ওর গলায় পরিয়ে দাও দিকি নি।

(লক্ষ্মণের তথাকরণ, হনুর সর্দারি)

হনু। হ্যাঁ, এই ঠিক হয়েছে। এবার একটা হাঁক পাড়ো তো, রাজা।

সু। বালী—ই—ই—ই—ই!
ওরে বালী বাঁদ—ও—ও—ও—ওর!

(বালীর লম্ফ দিয়ে প্রবেশ)

বালী। ফের চ্যাচাচ্ছিস্ অলপ্পেয়ে! দাঁড়া তোর তেড়িবেড়ি বের কচ্ছি!

(বে-ধড়ক মারণ, সুগ্রীবের হাঁচড় পাঁচড় ও পতন)

সু। ওরে বাবারে! গেলুম রে! ওরে তোরা কোথা গেলি রে!

হনু। এই যে আমরা আছি, রাজা, নিরাপদে গাছের আড়ালে, বালী যদি দেখতে পায়! হেই রাম, এবার ছাড়ো বাণ!

(রামের বাণ মারা, বালীর পতন)

হনু। গেল গেল গেল গেল! রামরাজার টিপটা কি ভালো? বল সুগ্রীবরাজার জয়! তবে আজকে থেকে আমি হলাম রামের চ্যালা!

আলো

কাহিনী

বারো বছর বয়স হল, তবু শম্ভুর মন থেকে ভয় যায় না। বনের ধারে শম্ভুর দাদুর ঘর, তার চার দিকটি ভয় দিয়ে ঘেরা। দিনের বেলাতে বনের ভেতর ছায়া ছায়া সড়াৎ সড়াৎ, নিঝুম চুপচাপ। সারারাত বনের মধ্যে কিসের চলাচলের শব্দ, খস্ খস্, ফস্ ফস্, মট্ মট্, ফোঁস ফোঁস। পাতার ফাঁক দিয়ে বাতাস বয় শোঁ শোঁ। চোখে কিছু দেখা যায় না, সব অন্ধকারের আলকাতরা মেখে অদৃশ্য হয়ে থাকে; তারি মধ্যে মাঝে মাঝে এক এক জোড়া চোখ জ্বলে ওঠে দপ্ করে, লাল, সবুজ, নীল, তার রঙ। আর শম্ভু ভয়ে কাঠ হয়ে যায়। গাছের ডালে কিসে যেন ডানা-ঝাপটায় ঝাপুড়ঝুপুড়! শম্ভু দু-কানে আঙুল দিয়ে মাথার ওপরে চাদর টেনে চুপ করে শুয়ে থাকে। দাদুর কথায় ভয় ভাঙে না! পিসির আদরে মন মানে না। দিনের বেলায় গুরু মশায়ের পাঠশালার সবচেয়ে যে দুরন্ত ছেলে, রাতে সে হয়ে যায় ভয়ে কাদা। একদিন ঝোড়ো-সন্ধ্যাবেলায় পিসি ভেবে ভেবে সারা।

পিসি। ও শম্ভু, অন্ধকার হয়ে গেল এই ঝড় উঠল বলে, কিন্তু তোর দাদু তো এখনো ফিরল না। যা বাবা লণ্ঠনটা নিয়ে একটু এগিয়ে গিয়ে ছাখ্।

শম্ভু। ও বাবা। সূয্যি ডুবে গেছে কতক্ষণ! সে আমি পারব না। দাদু এক্ষুণি এসে পড়বে দেখো।

পিসি। কি জানি বাবা, এত রাত তো সে কখনো করে না। গাছ থেকেই প'ল, নাকি কিছুতেই ধ'ল কিছুই বুঝে উঠি নে। একবারটি যা, বাপ্।

শম্ভু। আমার—আমার বড় ভয় করে।

পিসি। কিসের ভয়, শম্ভু?

শম্ভু। বনের ভয়, অন্ধকারের ভয়।

পিসি। ও কি কথা, শম্ভু? যে বন আমাদের খাওয়ায় পড়ায়, যেখান থেকে আমার বুড়ো বাবা গাছগাছলা, ওষুধ, আঠা, মধু খুঁজে আনে, সে যে আমাদের মা-বাপ, তাকে ভয় করলে চলবে কেন?

শম্ভু। তোমার ভয় করে না, পিসি, তুমিই যাও না কেন লণ্ঠন নিয়ে; আমি পারব না। অন্ধকারে আমার ভয় করে।

পিসি। (রেগে) আমার পায়ে বাত না থাকলে আমিই যেতাম। দেখি, একটু দোরটা খুলে দেখি।

(ক্যাঁচ করে দরজা খোলার সংগে সংগে ঝড়ের শব্দ ঘরে আসে। দুমদাম করে বাসন কোসন গড়িয়ে পড়ে।)

শম্ভু। (চিৎকার করে) ও কি করছ, পিসি, ঘরের চাল যে উড়িয়ে নেবে। বন্ধ কর, বন্ধ কর শিগ্‌গির।

(দুম্ করে দরজা বন্ধ করন)

পিসি। (কাঁদো কাঁদো সুরে) এই জল ঝড়ে বুড়ো দাদু রইল বাইরে, আরে তুই উনুনের পাশে আরামে বসে থাকতে পারছিস্ শম্ভু?

শম্ভু। তা নয়তো কি আমাকেও বিপদে পড়তে বল নাকি? বাইরে অন্ধকারে এক পা পথ দেখা যায় না। গাছপালাগুলো অন্ধকার মেখে, জড়াজড়ি করে দাঁড়িয়ে থাকে, আমাকে ধরবার জন্যে, দেখ নি? কালো কালো কি সব নড়াচড়া করে। ঝড়ের মধ্য থেকে কে যেন আমাকে ডাকে শম্ভু উঃ উঃ শোন নি? প্রাণ গেলেও আমি যেতে পারব না। আমাকে যেতে বল না।

(দরজায় ধাক্কা দেবার শব্দ)

শম্ভু। খুলো না, খুলো না বলছি—পিসি, ও দাদুর ধাক্কা নয়, দাদু আস্তে আস্তে টোকা দেয়।

পিসি। না, আমি নিশ্চয় জানি তার কোনো বিপদ হয়েছে।

(দরজা খোলার সংগে সংগে ঝড়ের গর্জন ও দু তিন জন লোকের পায়ের শব্দ)

নিতাই। আমাকে চিনতে পারছেন না, পিসিমা? আমি পাঠশালার

নিতাই। দাদুকে গাছতলায় পড়ে থাকতে দেখে, আমিই গিয়ে গুরুমশাইকে ডেকে আনলাম।

পিসি। ও কি! কে তোমরা? বাবাকে অমন ধরাধরি করে আনছ কেন? বাবার চোখ বন্ধ কেন? ও গুরুমশায়, ভয়ে যে আমার প্রাণ উড়ে যাচ্ছে।

নিতাই। ওঠ্ শম্ভু, দেখছিস্ না আমি কেমন জলঝড়ে বেরিয়ে পড়েছি? তোর অত ভয় কিসের?

গুরু। ভয় পাবেন না মা। দাদু গাছ থেকে পড়ে অচেতন হয়েছেন, বোধ হয় পায়ের হাড় ভেঙ্গেছে। কোনো ভয় নেই, মা, আমি ওষুধ বলে দিচ্ছি। শম্ভু টোকা মাথায় দিয়ে এক দৌড়ে এনে দিক! দাদু ভালো হয়ে যাবেন। শম্ভু পিসির পেছনে লুকুচ্ছিস যে বড়? এ দিকে আয়, ওষুধ আনতে হবে।

পিসি। ও ছেলেমানুষ—

গুরু। কিসের ছেলেমানুষ? বারো বছরের বুড়ো ছেলে! নিজের দাদুর জন্যে ও ওষুধ আনবে না তো কি আপনি মেয়েমানুষ হয়ে আনবেন, না আমরা বাইরের লোকেরা আনব? আমাদের যা করবার আমরা করেছি! এখন শম্ভু যাক, আপনাদের বাড়ির পেছনেই সুসনি পাহাড়। সুসনি পাহাড়ের মাথায় হাড়ভাঙা পাতার গাছ, আর পাথরের গুহাতে লাল মধু উপ্‌চে পড়ে পাথরের গা বেয়ে গড়াচ্ছে। ঐ পাতা বেটে, মধুর সংগে মিশিয়ে লাগিয়ে দিলেই ব্যথা সেরে যাবে। তবে সাবধান দেরি করলে পা ফুলে ঢোল হয়ে যাবে। তখন আর ওষুধের গুণ ধরবে না। দু ঘণ্টার মধ্যে ওষুধ লাগাতে হবে। আচ্ছা আমরা চললাম। শম্ভু বেরিয়ে পড়্। জলঝড় কমে এসেছে। এই বেলা পথ ধর।

(দরজা খুলে প্রস্থানের শব্দ। দরজা বন্ধ।)

পিসি। ও কি রে শম্ভু মুখ ঢেকে শুয়ে পড়লি যে বড়? শুনলি না দু ঘণ্টার মধ্যে ওষুধ না লাগালে ওষুধের গুণ ধরবে না?

শম্ভু। না ধরে না ধরুক। কাল ভোরে উঠে এনে দেব, এখন আমি বেরুতে পারব না।

পিসি। হা ভগবান! এও কপালে ছিল!

কাহিনী

বুড়ো দাদু অসাড় অচেতন হয়ে পড়ে থাকে, পিসিও তার পাশে মুখ গুঁজড়ে বসে থাকে, কেউ কথা কয় না। উনুনের উপরে ভাতের হাঁড়ি টুগ্‌বুগ্‌ করে ফুট্‌তে থাকে কিন্তু দাদুর মুখে কথা নেই, ছাই-এর মত সাদামুখ। উস্‌খুস্‌ করতে থাকে শম্ভু, আহা দাদু যদিনা বাঁচে! তবু ঘরখানি যেন দুহাত বাড়িয়ে জড়িয়ে ধরে রাখতে চায়। উনুনের পাশের গরম জায়গাটি থেকে মেনি বেড়াল মিটমিট করে চায়।

॥ বেড়ালের গান ॥

মিয়াও! কোথা যাও?
যেও না কো!
এই ঘরেতে আরাম বড়,
সুখে থাকো!
কে বলে গো বাইরে যেতে?
আরামেতে গরমেতে
নিরাপদে বিছানা পেতে,
শুইয়ে থাকো!
যেও নাকো!
ঝড়ে প'ড়ে জলে ভিজে
কেন মিছে মরবে নিজে
যেও না কো!

পিসি। শম্ভুরে, যখন এতটুকুটি ছিলি, বাপ মা তোর বিদেশে গেল, দাদুই তোকে বুকে করে মানুষ করল, সে সব কথা কি ভুলে গেছিস?

কাহিনী

সে সব কথা কি ভোলা যায়? শম্ভুর প্রাণটা ছট্‌ফট্‌ করতে

থাকে। এক জায়গায় বসতে পারে না, নড়ে চড়ে বেড়ায়, চেনা ঘরকে নতুন করে চেনে। এসব ফেলে জল ঝড় মাথায় করে বাইরে বেরুলে আর যদি নাই ফেরে? অমনি দাঁড়ে বসা টিয়ে পাখিটাও ওর মনের কথার সংগে সায় দিয়ে ওঠে।

॥ টিয়াপাখির গান ॥

এ্যাঁ!
বাইরে কে যাবে, এ্যাঁ?
শেষটা কি শ্যালে খাবে, এ্যাঁ?
আঁধারেতে আঁধা,
পায়ে পায়ে বাধা,
কাঁটা ঝোপে, বিছুটি গাছে,
গায়ে গায়ে জড়িয়ে আছে,
চাকা ধরা গোখ্‌রা সাপ
আরি বাপ!
যাস নে ওরে!
কচি প্রাণে কত সবে,
কোথা থেকে কি যে হবে!
যাবি মরে!
তার চেয়ে থাক্ দেয়াল ঘেরা
সুখীর সেরা!
বাইরে কে যাবে, এ্যাঁ?

পিসি। শম্ভু রে, এ আমাদের বড় দুঃখের রাত রে! যে আমাদের প্রাণ দিয়ে বাঁচিয়ে রেখেছিল, মাথার উপরকার এই ঘরের ছাদ নিজের হাতে বেঁধেছিল, হাঁড়ির ভেতরকার ঐ চাল নিজে গিয়ে হাট থেকে কিনে এনেছিল, কত কষ্টের টাকা দিয়ে, তাকে আমরা বাঁচাতে পারলাম না।

কাহিনী

আর বসে থাকতে পারে না শম্ভু, দেয়াল থেকে টোকা পাড়ে, তাক থেকে লণ্ঠন জ্বালে, মধুর শিশি নেয়। পিছন ফিরে চায় না, পিসিকে কিছু না বলে দরজা ঠেলে জল ঝড়ে বেরিয়ে পড়ে।

(দরজা হুম করে বন্ধ হবার শব্দ,—সঙ্গে সঙ্গে প্রচণ্ড ঝড়ের অট্ট রোল। কে যেন গর্জন করে ডাকে—শম্ভু—শম্ভু—শম্ভু উ—উ—

শম্ভু। (ভয়ে মুখ ঢেকে)—কে—কে—তোমরা? অন্ধকারে ডানা মেলে আমাকে ধরতে আসছ? আমি—আমি কোথায় পালাব? ওকে? ওকে?

॥ প্যাঁচাদের গান ॥

হুতুমরা। হুতুম থুম হুতুম থুম
কে যায় রেতে?
চোখে নেই ঘুম?
বাঁকা ঠোঁট, ভাঁটা চোখ,
জোরালো পাখা, ধারালো নোখ।

লক্ষ্মীপ্যাঁচারা। আমরা প্যাঁচা, প্যাঁচা, প্যাঁচা,
এবার প্রাণের ভয়ে চ্যাঁচা!
পাস নি ভয়,—
তাই কি হয়?

হুতুমরা। হুতুম থুম হুতুম থুম।

শম্ভু। না, না, কোথায় তোমরা? কিচ্ছু দেখতে পাচ্ছি না কেন? কোথায় তোমরা? (লণ্ঠনটা তুলে) দেখি তোমাদের মুখ!

কাহিনী

শম্ভু যেই না তুলে ধরেছে লণ্ঠন, অমনি প্যাঁচাদের চোখে আলো পড়েছে, আর চোখ গেছে ধাঁধিয়ে। প্যাঁচারা তখন ডানা দিয়ে মুখ ঝেঁপে পালাবার পথ পায় না।

শম্ভু। আঃ, বাঁচা গেল, সব পালিয়েছে। কিন্তু—কিন্তু গাছগুলো অমন

কাছাকাছি ঘেঁষাঘেঁষি করে দাঁড়িয়েছে কেন, দিনের বেলায় তো ওরকম থাকে না। আর আর ঐ যে তালগোল পাকিয়ে ডালের উপরে, ওটা কি? ও বাবা!—কেন যে এলাম মরতে এই রাতে।

॥ গাছেদের গান ॥

যা ফিরে যা! হাত ধরাধরি
পথ বন্ধ করি।
ঝুরি নামিয়ে
দিই থামিয়ে।
দেখ প্রকাণ্ড, আমাদের কাণ্ড
পথ জুড়ে রয়,
নেই তোর ভয়?
ডালের উপর জড়িয়ে আছে
বিশাল অজগর
পাকে পাকে জড়িয়ে থাকে
বিশ্ব চরাচর,
রাতের প্রহরী মোরা,
অন্ধকারের চর।
যা ফিরে যা।

শম্ভু। না, না, না, অমন করে আমাকে ঘিরে ফেলো না। কি করি এখন? কোন দিকে পালাই? দেখি, দেখি, পালাবার পথ কই।

কাহিনী

চারদিকে আলো ফেলে। শম্ভু দেখে গাছের ডালে কুণ্ডুলি পাকিয়ে ও তো মোটেই অজগর নয়, ঝুরিগুলো ঐ রকম তালগোল হয়ে আছে। আর গাছের তলা দিয়ে ঐ যে এঁকেবেঁকে চলে গেছে সুসনি পাহাড়ে যাবার পথটি।

শম্ভু। উঃফ্! বাঁচা গেল। গাছপালা পাৎলা হয়ে এসেছে। বাবা! বনজঙ্গলে আমার বড় ভয় করে। কিন্তু—কিন্তু ওগুলো

কি, ছায়ার মতো এ-ঝোপের পেছন থেকে ও-ঝোপের পেছনে চলে যাচ্ছে। ও বাবা! কি ওগুলো? বাঘ নাকি? ও বাবা, বাঘ। বাঘ!—বাঘ! এক্ষুণি আমাকে ছিঁড়ে খাবে। অন্ধকারে কি রকম চোখ জ্বলছে দেখেছ। না,—আর এগিয়ে কাজ নেই। ওরে বাবারে, গোল হয়ে ঘিরে আসে যে! না, না, না আর তাকাতে পারছি না, টোকাটা দিয়ে মুখ ঢাকি!

॥ বন বেড়ালদের গান ॥

১ম। বন ভোজন হবে, আহা,
সকলে। বাহবা বাহবা বাহা!
বন ভোজন হবে!
২য়। কবে?
১ম। শিকার ধরলে তবে।
সকলে। আহা! বাহবা, বাহবা, বাহা!
১ম। নরম গরম গা,
তুল তুল হাত পা।
২য়। মুণ্ডুটাও সরেস বড়
নাক কান ছিঁড়ে খা।
১ম। দেরি কেন, উঠে পড়,
ঘিরে ফেল, শিকার ধর!
সকলে। কুচুর মুচুর কচর্ মচর্
ক্যাড়র ম্যাড়র কুট!
কচ কচ কচ কটর মটর
কুড়ুর মুড়ুর খুট!
১ম। বনভোজন হবে কবে?
২য়। শিকার ধরগে তবে।
সকলে। আহা!
বাহবা বাহবা বাহা!

কাহিনী

তখন উঠে পড়ে শম্ভু, ভয়ে তার বুদ্ধি সুদ্ধি লোপ পায়, চোখ বুঁজে ইদিক উদিক ছোটে। হাত থেকে টোকা পড়ে যায়, লণ্ঠন পড়ে যায়, মধুর শিশি মাটিতে গড়াগড়ি খায়। মনসাগাছে ঝোপে-ঝাপে ঠোকর খায়। ঝোপরা তাকে টিট্‌কিরি দেয়।

॥ মন্‌সা ঝোপের গান ॥

কাঁটা ভরা গায়ে
ব্যথা দেব পায়ে।
ছাখ্‌না ঝোপের মাঝে
বাঁকারা লুকিয়ে আছে,
তাদের নাম করতে নেই,
যারা রক্ত শোষে সেই।
ঝোপে ঝাড়ে গাছে
তাদের চক্ষু জেগে আছে।
এ পথে কেউ যায়?

কাহিনী

হোঁচট খেয়ে আবার পড়ে যায় শম্ভু, হাতের তলায় মধুর শিশি খুঁজে পায়। ভয়ের শেষ প্রান্তে পৌঁছে আবার টোকা তুলে নেয়, লণ্ঠনটাকে উঁচু করে ধরে। অমনি চারদিকে সরসর, পালাপালা, বনবেড়ালের দল চোখ ছোট করে, মনসা ঝোপের আড়াল দিয়ে আস্তানায় ফিরে যায়।

শম্ভু। আরে এই তো পৌঁছে গেছি, এই যে গোছা গোছা হাড়ভাঙা পাতার গাছ। আর ঐতো মধুর গুহা। এবার শিশিটা ভরে নিলেই হল। কিন্তু—কিন্তু গুহার ভেতরটা অমন অন্ধকার কেন? কিসের সোঁদা গন্ধ নাকে আসছে? এতদূর এসেও শেষটা কি খালি হাতেই ফিরতে হবে? ইস্‌! কি অন্ধকার!

॥ বাদুড়দের গান ॥

ডানা মেলা কালো ভয়,
তারি হোক জয় !
আঁধারে জ্বলিছে দাঁতের সারি,
করাল কঠিন ধারাল ভারি,
তারি হোক জয় !
আলো না সয়,
গুহাতে রয়,
তারি হোক জয়।
সোঁদা গন্ধ, বন্ধ গুহা
সেখানে ভয় !
তারি হোক জয় !

শম্ভু। (স্বর বদলে)—না! আলো যে সইতে পারে না তাকে আমি ভয় করব না। এই আলো তুলে ধরলাম। কে আছ ভিতরে, বেরিয়ে এসো। আমি মধু নেব, আমি তোমাদের ভয় পাই না। আমার দাদুকে আমি ভালো করে তুলবো, কেউ আমাকে বাধা দিতে পারবে না।

কাহিনী

অমনি সরসর ফড়ফড় ঝটপট করে আলোয় অন্ধ রাশি রাশি বাদুড় ডানা মেলে গুহা ছেড়ে বাইরে বেরিয়ে এল। লণ্ঠনের আলোতে শম্ভু দেখলে ফাঁকা গুহা, তার দেয়ালের গায়ে টুপ টুপ করছে মৌচাক, পাথর বেয়ে মধু গড়াচ্ছে। শিশি ভরে বাইরে বেরিয়ে হুমুঠো হাড়ভাঙা পাতা তুলেই এসে দেখে শম্ভু, কখন মেঘ কেটে গেছে, চাঁদ বেরিয়ে পড়েছে, ফুটফুট্ করছে জ্যোৎস্না, পাহাড়ের গা ফুলে ফুলে ছেয়ে গেছে, দূরে দূরে খানকতক মন্‌সা ঝোপ্! আর পায়ের কাছেই গাছের তলা তলা দিয়ে ঘরে ফেরার পথ। মুখ তুলে, বুক ফুলিয়ে, দৌড়ে শম্ভু সেই পথ ধরল। চারদিক যেন গান গেয়ে উঠল, ভয়-দূর-করা আলোর গান, সাহসের গান।

বক বধ পালা

॥ পালা স্থরু ॥

[জুড়ির সুর করে আবৃত্তি, মৃদু মৃদু তবলা ইত্যাদি সহযোগে

পোড়া জতুগৃহ থেকে বাহিরিয়া যবে,
পাণ্ডব বুঝিলা মনে এ বিশাল ভবে
গৃহ বন্ধু কিছু নেই, নিলা বনবাস ;
দুঃখে কষ্টে বৃক্ষতলে কাটে দিনমাস।
কত যে বিপদ ঘটে, কেবা তাহা কবে,
বাহুবলে ভীমসেন রক্ষা করে সবে।
ঘোর অরণ্যে মারি হিড়িম্ব দুরাচারে,
বাঁচাইলা ভীম চারি ভাই আর মা'রে।
তার বোন হিড়িম্বারে বিয়া করি তবে,
কিছু দিন থাকে ভীম ছাড়ি আর সবে ;
হিড়িম্বারে ছাড়ি পরে অতি সুখী মনে,
পাণ্ডবের সনে ভীম ঘোরে বনে বনে।
দীর্ঘকাল গেল কাটি, ঘোরে দেশে দেশে।
পশু মারে, ভিখ মাগে, ঘোরে দীনবেশে।
হেনকালে পিতামহ ব্যাসদেব আসি,
দেখা দিলা সুমধুর বচনে সম্ভাষি।
পাঠাইয়া দিলা সবে একচক্রা গ্রামে
আশ্রয় লইল সেথা ব্রাহ্মণের ধামে।
তারপরে ঘটে যাহা শুন শান্ত মনে,
বক-বধ কথা এবে কহি সর্বজনে।

॥ প্রথম দৃশ্য ॥

স্থান—ব্রাহ্মণের বাড়ীর প্রাঙ্গণ

নারদের গান

তোরা ঝগড়াঝাঁটি কর্,
আহার নিদ্রা মাটি কর্।
ওরে নারদ নারদ বল্।
সুখশান্তি লণ্ড ভণ্ড
বন্দোবস্ত হচ্ছে পণ্ড।
ওরে নারদ নারদ বল্।
আমরা খেটে মরি ঘুরে,
তোমরা খাসা পেটটি পুরে,
ঘুম লাগাও হে দিন দুপুরে।
ওরে নারদ নারদ বল্।
বের কচ্ছি মজা মারা,
দিবানিদ্রা কচ্ছি সারা,
কুঁড়ের বাদশার দল।
ওরে নারদ নারদ বল্।

[নারদের প্রস্থান]

[পরস্পরের কাঁধে ভর দিতে দিতে ভীম ও কুন্তীর প্রবেশ, মাঝে মাঝে পড়ে যাওয়া, কোলে নিতে চেষ্টা···ইত্যাদি।]

কুন্তী। বড্ড লেগেছে বুঝি বাবা? তাই আর আজ ওদের সঙ্গে ভিক্ষে করতে বেরুতে পারলি না? তা' বুনো ছাগলের সঙ্গে কেন লড়াই করতে গিয়েছিলি বল্ দিকি নি? আহা মরে যাই! দেখি বাপধন কোথায় কোথায় ব্যথা, সেখানে বেশ করে ঘষে ঘষে এই অস্থি ভস্ম-টুকুন লাগিয়ে দিলেই সব সেরে যাবে। আর কোনও ভয় থাক্‌বে না। দেখি ত'।

ভীম। (লাফিয়ে উঠে) অ্যাঁ! ওঁষুধ লাগাবে? বঁল কি! ওঁ বাঁবা! এঁমনিতেই আঁমি ব্যঁথার চোঁটে টিঁকতে পারছি না। তাঁর উঁপর আঁবার ওঁষুধ দিঁলে আঁমার নিঁশ্চয় ভীঁষণ জ্বাঁলা কঁরবে! তাঁহলে তাঁরপঁর আঁমি নিশ্চয় মঁরে যাঁব। ওঁ বাঁবা!

কুন্তী। কি জ্বালা! এর যে দেখি দেহটা যেমনি বড়, বুদ্ধিটা ঠিক তেমনি ভোঁতা! আরে না না, কিছু লাগবে না। আর ওষুধ না লাগালে ব্যামো বেড়ে যাবে। কব্‌রেজমশাইকে ডাকতে হবে। পঞ্চতিক্ত গেলাবেন, এই এত্ত বড় ব্যাণ্ডিস্‌ বেঁধে দেবেন। তিন দিন খাওয়া বন্ধ করে দেবেন—

ভীম। অ্যাঁ বল কি! খাওয়া বন্ধ? তাহলে আমি কেমন করে বাঁচব? আচ্ছা দাও, ওষুধটাই বরং দাও। (শরীরের নানাস্থান দেখিয়ে) এই যে এখেনে ব্যথা, এখেনে ব্যথা, এখেনে ব্যথা। উহু-হু-হু, ওকি করছ, ওখেনে যে ভীষণ ব্যথা। আরি বাবারে! ঐ জায়গাটা ধর না, ধর না বলছি। উঃ আর কিছু রাখলে না রে। আরি বাব্বা! অত চিপ্‌কোচ্ছ কেন বল ত'? আই মাই গড্‌! জ্বলে গেলুম রে! ওরে তোরা কে কোথায় আছিস্‌ রে, আমি যে আর নেই রে!

[বাইরে করাঘাত ও হেঁড়ে গলায় ডাক]

হিড়িম্বা। (বাইরে থেকে) বলি, কেউ বেঁচে আছে না কি গা? আমি যে একটা মেয়ে মানুষ, কখন থেকে দোরগোড়ায় দেঁড়িয়ে দেঁড়িয়ে হেঁকে মরছি, বলি, তোমরা কি সব কানের মাথা খেয়েছ নাকি বাছা?

কুন্তী। ও মা এ আবার কেমন ধারা মেয়ে গো? হাঁকের চোটে গাছ থেকে কাগরা উড়ে যায়, চাল থেকে খড়কুটো ভেঙ্গে পড়ে! কে বাছা তুমি অমন ধারা বে-আক্কেলের মত চেল্লাটিল্লি লাগিয়েছ?

[কোমরে কাপড় জড়াতে-জড়াতে হিড়িম্বার প্রবেশ]

হিড়িম্বা। ভারী তেজ দেখছি যে! মুখ দিয়ে বুঝি মিষ্টি কথা বেরোয়

না ? জানিস্ তোকে আমি এক—(ভীমকে দেখে জিভ কেটে, ঘোমটা দিয়ে) ওমা, কি লজ্জা !

ভীম। হিড়িম্বে, এদিকে আয়। নাকে খৎ দে, প্রতিজ্ঞা কর আমার মার সঙ্গে আর কক্ষণও অমন ভাবে কথা বলবি নে।

হিড়িম্বা। (কুন্তীর পায়ে ধরে) হেই মা, তোমার পায়ে পড়ি, দোষ নিও না মা। এই দেখ নাকে খৎ দিচ্ছি। —উঃ, মেঝেটা কি শক্ত রে বাবা, একটু গোবরজল ছড়াও কি কেউ কক্ষণও দেয় না ? দেখ দিকি নি আমার এমন ভাল নাকটার কি অবস্থা হ'ল !

কুন্তী। কেরা্যা ভীমু, চিনতে পারছি না তো ?

ভীম। হিড়িম্বা, হিড়িম্বা ! আঃ তোমার বৌমা গো !

কুন্তী। অ মা ! এই আমাদের সেই হিড়িম্বা-বৌমা নাকি ? তা বাছা তোমার চেহারার এ কি হাল হয়েছে বল দিকি নি ? তখন ত' দিব্যি ফুট্‌ফুটেটি ছিলে, এমনধারা পোড়াহাঁড়ি চেহারা কেমন করে হ'ল গা ?

হিড়িম্বা। তাই বটে ! যাও ত' ঠাকুরুণ, পুকুর পাড়ে একবারটি গিয়ে জলের মধ্যে নিজের চেহারার প্রতিবিম্বিটি ছাখ গিয়ে। মাছ-কচ্ছপরা সব আঁৎকে উঠ্‌বে। ঈস্ ! আমায় কিনা বলে পোড়াহাঁড়ি। আঁজ যঁদি আমার দাঁদা বেঁচারীকে যমের বাড়ি না পাঁঠাতুম তঁবে সেঁ তোঁমাকে দেঁখে নিত ঠাঁকুরুণ, হ্যাঁ ! আর আমি নিঁজেও কিঁ কিছু কঁম—

ভীম। কি আপদ ! বলি তুমি থামবে কি না ? দেখ ত' কানের কাছে কি ঘ্যান্ ঘ্যান্ লাগিয়েছে ?

হিড়িম্বা। বেশ, আমি না হয় খারাপ, পোড়াহাঁড়ি, কিন্তু তাই বলে কি আমার পরাণে একটু দয়ামায়াও থাকতে নেই ? তোমরা কেমন আছ তাই দেখতে এলুম। আর সে সঙ্গে আমার ঘটুবাবার সংবাদটাও দিতে এলুম। কোথায় খুসি হবে, তা, না। আসামাত্র সব মারমূর্তি ধরেছে।

কুন্তী। (সহাস্যে) আহা, ঘটু আমাদের বেঁচে থাক্। তা সে কত বড়টি হয়েছে এখন ?

হিড়িম্বা। (সগর্বে হাত তুলে দেখিয়ে) তা' এই তালগাছটি পরমাণ হবে বই কি। আর দেখতে যেন সাক্ষাৎ কার্তিক ঠাকুরটি ! ইয়া ছাতি, যেন একটা বিরাট কালো পাহাড়। ইয়া মুখখানিতে কেমন সুন্দর তামাটে রংএর নৌকোর মত ঠোঁট দুখানি। আর প্যাখ্না-পানা কান দুটি মাথার দুটি পাশে এমনি করে উঁচিয়ে রয়েছে। আর মাথাটিও কি সুন্দর মোলায়েম চিক্ চিক্ করছে, চুলটুলের বালাই নেই। আহা বেঁচে থাক্ বাছা, লক্ষ বছর পরমাই হোক্।

কুন্তী। (গালে হাত দিয়ে) ওমা, সে কি গা, মাথায় চুল নেই কেন গা ?

ভীম। তা বেশ, তা বেশ। আচ্ছা, এসেছই যখন, দেখ আমার শরীরটাতে বড় কাহিল-কাহিল বোধ করছি। তুমি আমার পায়ের আঙ্গুলগুলি আস্তে আস্তে টেনে দাও দিকি, বেশ মুট্‌মুট্ করে উঠ্‌লে ভারী আরাম লাগে।—উহুহু, ও কি করছ ? আরে বাবারে ! একেবারে ছিঁড়ে যাবে যে !—আচ্ছা, ও থাক্। তার চেয়ে বরং আমার পিঠটাতে আস্তে আস্তে কিলিয়ে দাও।—ওরে বাস্ রে ! এ যে গুম্ গুম্ করে মুগুর পিট্‌তে লেগেছে ! হয়েছে, হয়েছে, তুমি সরে গিয়ে, ঐখানে আমার মায়ের পাশটিতে চুপটি করে বস দিকিনি। আমার শরীর খারাপ, আমি ততক্ষণ একটু ঘুমিয়ে নিই। ইচ্ছে কর ত' ঐখান থেকে আমাকে আস্তে আস্তে হাওয়া করতে পার। কিন্তু দেখো যেন একেবারে উড়িয়ে দিও না আবার।

[ভীমের নিদ্রা। নাক ডাকার গান।]

ভর দুপুরে ঘঁফিস্—ঘঁফিস্।
ইক্কি কাণ্ড ! হোয়াট্ ইজ্ দিস্ !
ভোঁ—ঘড় ঘড় ! ভোঁ—ঘড় ঘড় !

বৃক্ষ মড় মড়, ঘর দোর পড় পড়।
এই ভয় লাগানো, চোর ভাগানো,
লোক জাগানো লক্ষ্মীছাড়া।
এই কাগ্ তাড়ানো, ভূত ঝাড়ানো,
নাক ডাকানো কেমন ধারা।

[অন্তরালে নানান্ সুরে বিলাপ]

ওরে বাবারে, আমরা কোথায় যাব রে!
হায় রে কি হবে রে!
ওরে কি সর্বনাশ রে!
তার চেয়ে না জন্মালেই ত' ভালো ছিল রে!
হু-হু-হু। হায় হায় হায়···ইত্যাদি।]

ভীম। (উঠে বসে হাই তুলে) এই দেখ! একটুখানি বিশ্রাম করবার কি জো আছে? যেমনটি দুই চোখের পাতি এক করেছি, অমনি কি না ওরে বাবারে, গেলুম রে, মলুম রে, খেয়ে ফেল্লেরে! যাও, যাও, দেখে এসো গিয়ে কার ছাল ছাড়ানো হচ্ছে। আরে, রক্ষা-টক্ষা করবার দরকার থাকলে ত সেই আমাকেই যেতে হবে। যাও, যাও, মনে হচ্ছে যেন সেই বামুন-বাম্‌নীর গলাই বটে।

[কুন্তীর প্রস্থান ও ব্রাহ্মণ-ব্রাহ্মণী ও তাঁদের পুত্রকন্যার সঙ্গে পুনঃ প্রবেশ।]

ব্রাহ্মণ। দেখুন মা, আপনারা হ'লেন গিয়ে অতিথি, ভ্যাব্‌তার স্বরূপ। আপনারা মরে গেলে আমাদের পাপ লাগবে, তাই বলি কি না— (হিড়িম্বাকে দেখে) আরি বাবারে। এখানে আবার এ কোত্থেকে এল রে?

হিড়িম্বা। (সরোষে) দেখ বাপু, তুমি কেমনধারা ভদ্রলোক তা ত' বুঝ্‌লাম না। আমি বৌ মানুষ, লজ্জায় মুখটি খুলি নে, তাই বলে আস্কারা পেয়ে পেয়ে যা মুখে আসে তাই বলে যাবে নাকি? দাঁড়াও ঠাকুর, একবার যখন ঠ্যাংদুটো ধরব, এক্কেবারে ফালা-

ফালা করে ছিঁড়ে ফেল্‌ব বলে রাখলাম। চির চির করে কেটে সরু চাক্‌লি বানিয়ে ফেল্‌ব।

ভীম। হিড়িম্বে, চোপ্‌!—দেখুন, আপনার ভীতির কোনও যথার্থ কারণ নেই। উনি আসলে আমার ভার্যা। অতিশয় স্নেহশীলা, তবে কি না একটু কোপন-স্বভাবা। কিচ্ছু মনে করবেন না, ওঁর দ্বারা আপনাদের কোনও রকম অনিষ্ট হবে না।

হিড়িম্বা। হবে না মানে? যথেষ্ট হবে। দেখই না, হয় কি না।

ভীম। চোপ্‌!

ব্রাহ্মণ। তুমি ত' বাছা ধমক্‌ দিয়েই খালাস। ভাঁটা-পানা চক্ষু করে তাকাচ্ছে দেখ না। এমনিতেই ভয়ে আমাদের প্রাণপাখী খাঁচাছাড়া হবার জোগাড়, তার উপর এ আবার কি নতুন গেরো! যাক গে, আমার কপালে যা আছে তাই হবে।

পুত্র-কন্যা। অ্যাঁ, কঁপালে যাঁ আঁছে তাঁই হবে? ওঁ বাঁবা, ভঁয়ে যেঁ আঁমাদের হাঁটুতে হাঁটুতে ঠকাঠক্‌ হয়ে যাচ্ছে। চুল খাড়া হয়েযাচ্ছে, চোখ ঠিক্‌রে বেরিয়ে আসছে, পেটের মধ্যে প্রজাপতি ফরফর করছে! যঁদি সত্যি কাঁমড়ায়? ওঁরে বাবারে, কোঁথায় যাঁবরে!

ভীম। ন্যাকা! বল্‌ছি ও কাউকে কিচ্ছু করবে না। আর সামান্য একটু এখানে ওখানে কামড়ালেই বা কী এমন ক্ষতিটা হবে শুনি? যত রাজ্যের ঢং! নাও, এখন ব্যাপারটা কি তাই খুলে বল,—কিসের জন্য অত হাঁউমাউ হচ্ছিল?

ব্রাহ্মণ। আরে কি মুস্কিল! সেই কথা বলবার জন্যই ত এসেছি। বককে চেনেন? আরে, এ অঞ্চলের বক নিশাচরের নামই শোনেন নি? তবে শুনেছেন কি? এই ঢাকাই জালার মত পেট, বিরাট বিরাট শালগাছের মত হাত-পা, আগুনের ভাঁটার মত চোখ, মূলোর মত দাঁত। আরি বাবারে! বল্‌তে বল্‌তেই যে গা শিউরে উঠ্‌ছে! তার গর্জনেতে বড় বড় কাঁঠাল গাছ ভেঙ্গে পড়ে। আর কি দারুণ ক্ষিদেই যে অষ্টপ্রহর লেগে আছে সে

আর কি বলব। পেটে যেন সদাই আগুন জ্বলছে। দিনরাত শুধু খাই-খাই।

ভীম। সে কি! বেশী খাওয়া যে বড় খারাপ। ওতে ব্যামো হয়। মন তামসিক হ'য়ে ওঠে। বড় খারাপ।

হিড়িম্বা। আহা, ন্যাকামো করবার আর জায়গা পাও নি। নিজের খাওয়ার বহরটি ত' কিছু কম যায় না। বাড়িতে যা' রান্না হবে, তার অর্ধেকটি ভাগ উনি একলা খাবেন, আর বাকি অর্ধেকটি বাড়ী শুদ্ধু সব্বাই মিলে খাবে। বক বেচারীর বেলাতেই যত দোষ!

ভীম। হিড়িম্বে! ফের মুখ খুলেছিস্ কি দেখবি মজা। একেবারে হিড়ি মিড়ি কিড়ি বাঁধন দেখিয়ে দেব। চারটি খাই ব'লে অমনি খোঁটা দিচ্ছিস্ যে বড়, তোর খাই নাকি?

ব্রাহ্মণ। আহা, এ ত আচ্ছা ফ্যাসাদ বাধাল। আপনারাই যদি সর্বক্ষণ খ্যাচাখেঁচি করবেন ত আমাদের উদ্ধার করবেন কখন? কোথায় আমাদের দুঃখের কথা শুনবেন, না নিজেদের তালেই আছেন।

ভীম। আচ্ছা, আচ্ছা, বলুন, বলুন।

ব্রাহ্মণ। তা সেই ব্যাটা বক এমনি উৎপাত লাগিয়ে দিল যে দেশে তিষ্ঠুনো দায় হয়ে উঠল। মানুষ, গরু, ছাগল, হাঁস, মুর্গী—ইঃ! থুড়ি! ধান চাল কলা মূলো, সব তচ্-নচ্ করে দিতে লাগল। আমাদের রাজাটি ত' আর মনিষ্যি নয়, দিবারাত্র সহরে গিয়ে আমোদ-আহ্লাদে মেতে আছে। রাক্ষস তাড়ানো তার কম্ম নয়। শেষটা তাঁর সঙ্গে বকরাক্ষসের এই রকম রফা হল যে, ও কাউকে কিচ্ছু বলবে না, কিন্তু প্রজাদের পালা করে প্রতিদিন ওর খোরাক জুটোতে হবে। সে এক-একটা এলাহি ব্যাপার! এই পাহাড় পাহাড় খাবার, আর একটা করে মানুষ। আঁজ আঁমাদের পাঁলা। (ক্রন্দন)

ভীম। এই দেখ, গল্প শেষ না হতেই আবার ক্যাঁওম্যাও লাগিয়ে দিল।

ব্রাহ্মণ। ক্যাঁওম্যাও আবার কি? আমার ব্রাহ্মণীকে বক খেয়ে ফেল্‌লে বুঝি আমাদের কষ্ট হবে না? কে আমাদের ভাত রেঁধে দেবে? কে ঘর-দোর নিকিয়ে দেবে? ও হো হো! রাতে কে আমার বাতের তেল মালিশ ক'রে দেবে শুনি?

ব্রাহ্মণী। ওগো, তুমি অমনটি কর না, তাহলে আমার বুক ফেটে যাবে। কিন্তু হায়! হায়! কি সর্বনাশ! আমার বামুন বকের পেটে গেলে কে আমার ছেলেমেয়ে মানুষ করে দেবে? ও আমার একার কম্ম নয়, এক একটা যা হ'য়েছে, এক একটা আস্ত বাঁদর! আর—আর আমার এই নতুন বালা জোড়া কে পরবে?

কন্যা। হাউ হাউ হাউ! আমি পরব মা, আমি পরব। তোমার এত কষ্ট করে আদায় করাবালাজোড়াকি আর আমি অমনি ছেড়ে দেব? কিন্তু—কিন্তু তাহলে বাবাকে যদি বক খায়, আর তুমি যদি বুক ফেটে মরে যাও, তা হলে আমার বিয়ে দেবে কে? উ হু হু হু হু!

পুত্র। অ্যাঁ! অ্যাঁ! তাই ত! ঐ বুড়োধাড়ী মেয়েটাকে আমি কি করে পার করব? ঐ ত চেহারা, ঐ ত গুণের হাঁড়ি! শেষটা কি আজীবন আমার ঘাড়ে চেপে থাকবে নাকি রে! ও মাগো, ও বাবাগো, ও পিসিমা!

ভীম। (উঠে দাঁড়িয়ে) কি মুস্কিল! এরা যে একটা গোটা কন্‌সার্ট পার্টি খুলে বসল! আরে না না, কাউকে বকের পেটে যেতে হবে না। দেখ না, আমি এক্ষুণি গিয়ে তার একটা ব্যবস্থা করে দিয়ে আসছি।—কই গো, কোথায় তোমাদের হাঁড়ি হাঁড়ি পোলাও কালিয়া ক্ষীর সন্দেশ। দাও, দাও, সব গুছিয়ে দাও। বককে ভালোভাবেই যমের বাড়ির দিকে রওনা করে দিয়ে আসি! (নেপথ্যে কোলাহল) কি আপদ! ও আবার কিসের গণ্ডগোল!

[আঁট্‌লো বাঁট্‌লোর প্রবেশ]

আঁটলো। এই সেরেছে! এখানে আবার কিসের কাঁদাকাটি লেগেছে গো? এঁয়ারা সব মরে যাচ্ছেন নাকি বাবা?

বাঁটলো। উঁহু! সেটি হচ্ছে না কত্তা, এ বলে রাখলুম। নবাবী করে সব ছুটো ছুটো চাকর রাখবেন। তাপ্পর মাইনে দেবার নামটি করবেন না। আর টপাটপ্ সব মরে যাবেন! আছেন বেশ! বড় যে সব সারি সারি মরতে লেগেছেন, বলি, আমাদের মাইনেটা কে দেবে? এই সবার সামনে বলে দিলুম বাপু, ওসব মরা-টরা চল্‌বে না। কান অবধি দেনায় ডুবে রয়েছেন, আবার সখ দেখ না!

আঁটলো। যা বলেছিস্। ইদিকে ট্যাঁক সব গড়ের মাঠ উদিকে বড়-মানুষীর বহরটি আছে খাসা! ওসব হবে-টবে না। আগে টাকা ফেলুন, তাপ্পর দেখা যাবে।

বাঁটলো। ঈশ্, কি সাঁপের মত মানুষ গো! তখন কত্ত কত্ত মিষ্টি কথা।—ছুবেলা পেট পুরে খাওয়া, ছু'টাকা করে মাইনে, পুজোর সময় কাপড় গামচা, হেনা তেনা কত কি,—যেন আমার বাপের ঠাকুরদাদা এয়েছেন!

আঁটলো। তারপর মাস না ঘুরতেই অন্য সুর।

॥ গান ॥

(আঁট্‌লো বাঁট্‌লোর)

এই আঁট্‌লো, কাপড় কাচ্।
ও বাঁট্‌লো, বাসন মাজ্!
টিকে আন্ তামাক সাজ।
ঘরটা মোছ্, খড়ম খোঁজ্।
উনুন ধরা, ছাগল চরা।
বিছানা কর, পোলাটা ধর্।
শীগ্‌গির ওঠ্, বাজারে ছোট্।
মাছটা কাট্, মশলা বাট্।
চল্‌ছে সদাই এমনি ধারা,
কাজের বহর হয় না সারা।
রাত্রি দিবা, হুকুম কিবা।

আঁটলো। এবার ইয়ার্কি ছেড়ে মাইনে দিন।

বাঁটলো। ভালো চান্ ত' মাইনে দিন।

ব্রাহ্মণী। একি গেরো রে বাবা। বারবার বল্‌ছি তোদের, এখন আমরা ভয় পাচ্ছি, এখন বিরক্ত করিস্ নি, তা কে কার কথা শোনে! কেবল কানের কাছে টাকা দিন, টাকা দিন। আরে ব্যাটারা, টাকা হোল গিয়ে ছাই। এক কানাকড়িও ওর দাম নয়। তার চেয়ে আত্মার সদ্‌গতি কর্ দিকি বাপ্।

ব্রাহ্মণ। আর তোরা হলি গিয়ে কাজের মুনিষ! তোদের মুখে কি অত বড় বড় কথা শোভা পায়?

ভীম। বেশ, তা' হলে আপনারা ঝগড়া করতে থাকুন, আমি ততক্ষণ একটু ঘুমিয়ে নিই।

(ভীমের পাশ ফিরে শয়ন। নেপথ্যে যুধিষ্ঠির অর্জুন প্রভৃতি চারি পাণ্ডবের সমবেত সঙ্গীত। ভীমের উত্থান)।

ভীম। কি জ্বালা! ও আবার কি হল?—এই যে বাবুরা সব ফিরে এলেন।

(মাছ ধরার গান গাইতে গাইতে চারি পাণ্ডবের প্রবেশ)

॥ মাছ ধরার গান ॥

মাছ মারি, মাছ মারি, মাছ মারি।
সাদা সাদা ছোট মাছ,
চক্‌চকে কালো মাছ,
আঁশ-ঢাকা, শিং-ওলা, বড় বড় ভালো মাছ।
মাছ মারি।...
ভ্যাদা মাছ, চাঁদা মাছ,
ধরা দেয় হাঁদা মাছ।
মাছ মারি।...
জালে পড়ে বোকা মাছ,
টোপ গেলে খোকা মাছ।
মাছ মারি।...

চিতল মাছ, মাগুর মাছ, চিংড়ি মাছ, তাজা মাছ।
বাটা মাছ, বাচা মাছ, ইলিশ হল রাজা মাছ।
শোল শিঙ্গী ভাঙ্গড় মাছ,
ডাগর ডোগর হাঙ্গর মাছ।
ঘাই মারে ঢাই মাছ,
খ্যাংরা গোঁফ ট্যাংরা মাছ।
মাছ মারি।…

গান শেষ করে ছিপ, মাছের থলে ইত্যাদি মাটিতে ফেলে

যুধিষ্ঠির। উঃ! খিদে রে বাবা! পেটের ইদিকটার সঙ্গে উদিকটা একেবারে কিনা সেঁটে গেছে মনে হচ্ছে।

অর্জুন। মনে হচ্ছে এক্ষুণি একটা আস্ত উট পেলে, তাকে শুদ্ধ গিলে ফেলি।

নকুল। হ্যাঁরে, মনে হচ্ছে একটু লেবু আর নুন দিয়ে টপ্ করে গিলে ফেলি।

সহদেব। আর সামান্য একটু কাঁচালঙ্কা বাটা দিয়ে।

অর্জুন। এই, ফের তোরা আমি যা বলছি তাই বলছিস?

কুন্তী। (দুই বাহু প্রসারিয়ে) এসো, এসো বৎসগণ, বক্ষে এসো। ঈশ! তোদের গায়ে কি ঘামের গন্ধ রে বাবা! যা, যা, নেয়ে আয়, নেয়ে আয়। ততক্ষণ আমাদের হিড়িম্বা বৌমা মাছগুলোকে কেটেকুটে দিব্যি নুন হলুদ আর শুকনো লঙ্কার গুঁড়ো দিয়ে ভেজে ফেলুক।

হিড়িম্বা। যা বলেছ ঠাকরুণ!

ভীম। (সকলকে ঠেলেঠুলে সামনে এসে কোমরে হাত দিয়ে দাঁড়িয়ে) বাবা বাবা! আছ বেশ! ভিক্ষে করবার নাম করে সব বাড়ি থেকে বেরিয়ে বাবুরা তোফা মাছ ধরে এলেন। ওহে জ্যেষ্ঠ, যদি তুমি আমার উপাস্য দেবতা না হতে, তা হলে আজ তোমায় একবার দেখে নিতাম! ইয়ার্কি করবার জায়গা পাও নি, না? গুরুজন হয়ে নেহাৎ বেঁচে গেলে, নইলে একটি প্রচণ্ড

চপেটাঘাতে তোমার মুণ্ডুর খুলিটা যদি আজ উড়িয়ে না দিতাম, তা হলে—

অর্জুন। আরে সে কি পুকুররে ভাই! স্বর্গের সঙ্গে কোন তফাৎ নেই। সেইখানেতে গাছের ছায়ায় পা মেলে দিয়ে সারাটা সকাল পড়ে থাকতে সে যে কী আরাম, সে আর তোকে কি বলব! থেকে থেকে এই বড় বড় মাছ ঘাঁই মেরে ওঠে—

নকুল। হ্যাঁ, এমনি করে এত্ত বড় মাথা উঁচিয়ে ওঠে।

সহদেব। আর টুপ্ করে ফের ডুবে যায়।

অর্জুন। ফের! দিন রাত কেবল আমি যা বলব তোরা তাই বলবি? যা, পালা এখান থেকে।

যুধিষ্ঠির। ওরে ভীমু, চট্‌ছিস কেন বল্‌ত? মাছ ধরব বলে কি আর বেরিয়ে ছিলাম রে? তা হলে ত তোকে সঙ্গেই নিয়ে যেতাম। মাছ ধরার নাম করলেই তোর সব জ্বালাযন্ত্রণা জুড়িয়ে যেত, সে কি আর জানি না। ভিক্ষের ঝুলি নিয়েই বেরিয়ে ছিলাম। হঠাৎ দেখি পথের ধারে কালো জলে ভরা পুকুরটা টলমল করছে! আর সে কি বিরাট বিরাট মাছ ঘাঁই মারছে—

নকুল সহদেব। ঐ শুনলে অর্জুনদা? তুমি যা বল জ্যেষ্ঠও তাই বলছে! আমাদের বেলাতেই যত দোষ।

অর্জুন। তোরা থাম্ দিকি নি।—বুঝলি, তখুনি গাছতলায় সব বসে পড়ল, আর আমি এক দৌড়ে বাড়ি এসে লুকিয়ে লুকিয়ে ছিপটিপ নিয়ে গেলাম।

নকুল-সহদেব। হ্যাঁ, পাঁই পাঁই করে বাতাসের বেগে এল আর গেল। কাক পক্ষীটি টের পেল না।

অর্জুন। আবার! আবার যা বলছি তাই বলছিস্? এ ত মহাজ্বালা!

যুধিষ্ঠির। (শুয়ে পড়ে') উঃ! ঠায় বসে থেকে থেকে পিঠ ধরে গেল! কী বড় একটা মাছ টোপ্ গিলেছিল রে! কম-সে-কম তার ওজন হবে পঁচিশ সের। যেই না ফাৎনা নড়েছে, অমনি

বুঝেছি বাছাধন টোপ্ গিলেছেন। তারপর আধটি ঘণ্টা তাকে খেলিয়ে খেলিয়ে যেই না ড্যাঙ্গার কাছে এনে ফেলেছি—

অর্জুন। অমনি ব্যাটা সুতো ছিঁড়ে একদম ভাগলুয়া!

নকুল। হ্যাঁ, এক্কেবারে চোঁ-চোঁ হাওয়া!

সহদেব। স্রেফ্ কপ্পুর!

অর্জুন। কি মুস্কিল! এ ছুটো কি এক্কেবারে তোতাপাখী বনে গেল নাকি। হ্যাঁ গা মেজদা, তুমি যে চুপ?

ভীম। আমি থাকলে ঐ মাছটাকে—যাক্ গে, এখন আমার বাজে বকবার সময় নেই।—কই গো, বকের জন্য কি খাবার-দাবার দেবে, দাও।

ব্রাহ্মণ। সবই প্রস্তুত আছে। আঁটলো-বাঁটলোর মাথায় চাপিয়ে নিয়ে গেলেই হল।

আঁটলো। অ্যাঁ! ঐটেই বাকি ছিল রে বাবা! এবার দে আঁটলো-বাঁটলোকে বকের পেটে ঠুসে! না বাবু, আমরা দেশে চললুম।

বাঁটলো। 'তার' এয়েছে, ঠাকুমার কঠিন ব্যামো, বাঁচে কি না সন্দেহ। তা হলে এবার মাইনেটা দিয়ে দিন। ওষুধপথ্যি কিনতে হবে, গামছা লাগবে, খাটিয়া লাগবে, কাঠ লাগবে—

ভীম। (ধমক দিয়ে) যা, যা, মেলা কথা না বলে কি সব পোলাও, কালিয়া, চিংড়িমাছের আফগানী কাট্লেট্, পাঁঠার দোপেঁয়াজা, ক্ষীর, নতুন গুড়ের সন্দেশ আর কি কি সবের গন্ধ পাচ্ছিলাম— যা, নিয়ে আয়, নিয়ে আয়। খিদেয় যে পেট জ্বলে গেল। বক বেচারীকে কতক্ষণ অপেক্ষা করান যায় বল!

(আঁটলো, বাঁটলো ও ব্রাহ্মণ পরিবারের প্রস্থান)

অর্জুন। বলি, ও মেজদাদা, বকের খাওয়ার জন্য যে ভারী উদ্বেগ! তা বক কিছু পাবে-টাবে ত?

হিড়িম্বা। (সহসা হাত পা ছুঁড়ে কেঁদে উঠে) তুমি কি তা হলে একাই ঐসব খাবে? কাউকে কিছু দেবে না? আর বকের

সঙ্গে যদি তোমার মারামারি হয়, আর যদি ভীষণ যুদ্ধ হয়, আর যদি দুজনেই দুজনকেই মেরে পাট করে দেয়, তাহলে কি ঐ খাবার দাবারগুলো সব নষ্ট হবে? অ্যাঁ! এই মাগ্‌গি গণ্ডার বাজারে ঐ ভাল ভাল পোলাও কালিয়া দোপেঁয়াজা আর চিংড়িমাছের কি যেন, আর ক্ষীর-সন্দেশগুলো সব কি তবে বিড়ালে খাবে?

কুন্তী। দেখ বৌমা, ভাশুরের সামনে ওরকম চ্যাঁচামেচি শোভা পায় না বাছা। আর গলাখানিও যা বানিয়েছ, যেন খুন্তি দিয়ে কড়াই চাঁচা! তুমি একটু ইদিকে এসো ত। ঘটুর জন্য কয়েকটা জিনিষ রেখেছি, তা এখন গায়ে উঠলে হয়! আর তারপর, দেখ বাছা, বেলাও হয়ে এল, যাবেও অনেক দূর, দিন থাকতে থাকতে হাঁটা দাও। আমার ছেলেরা স্নানাহার করবে, এখন কি আর মেলা খ্যাচ্‌ খ্যাচ্‌ ভালো লাগে? জিনিষগুলি নিয়ে কেটে পড় দিকি নি। মাছ-টাছ যে তুমি ভেজে দেবে না সে আমি আগে থাকতেই জানি।

যুধিষ্ঠির। কিন্তু কি যে ব্যাপার সে ত আমার আদৌ বোধগম্য হচ্ছে না। খাবার দাবার নিয়ে সব যাওয়া হচ্ছে কোথায়?

ভীম। যাও, যাও, তোমার সে জেনে দরকার নেই। মাছ মারার সময় যেমন আমি কিছু বলি নি, আমার রাক্ষস মারার সময় তুমিও তেমনি নাক ঢোকাতে এসো না। কই রে আঁটলো-বাঁটলো!

যুধিষ্ঠির। রাক্ষস মারা? বলি, কার পারমিশন্‌ নিয়ে তুমি রাক্ষস মারার তোড়জোড় করছ চাঁদ?

ভীম। কেন, স্বয়ং মাতৃদেবীর। জিগ্‌গেস করতে পার।

কুন্তী। আরে, এর জন্য আবার পারমিশন্‌ কি বাবা? ও যাবে আর আসবে। তোমাদের মাছগুলো আমি খোলা থেকে ভেজে তুলতে না তুলতে দেখো, হাঁই হাঁই করতে করতে এসে হাজির হবে।

যুধিষ্ঠির। না, মা। কাজটা ভাল কর নি। তোমার মস্তিষ্কের কিঞ্চিৎ বিকৃতি ঘটে থাকবে। নইলে তুমি ত ভাল করেই জানো

যে যদিও ওর বুদ্ধিশুদ্ধির বালাই নেই, তবু বিপদে আপদে ওর ঐ ষাঁড়ের মত শক্তিই আমাদের একমাত্র সহায়। ও-ই আমাদের রাজ্যোদ্ধার করে দেবে বলে আমরা আশা করে আছি। দুর্যোধন ত আমাদের থোড়াই কেয়ার করে। একমাত্র ওরই ভয়ে রাতে তার ভালো করে ঘুম হয় না। নাঃ, এই অবস্থায় ওকে বকের কাছে পাঠিয়ে কাজটা ভালো করছ না মা!

ভীম। কেন, তাতে হয়েছে কি? কী বলতে চাইছ খুলেই বল না। বকের সঙ্গে আমি পারব না, এই ত? ওঃ! নিজেদের শক্তি ত কাঁচকলা। বারোমাস আমার মাথায় কাঁঠাল ভেঙ্গে খাও আর আমারই উপর বিন্দুমাত্র আস্থা নেই? বাঃ বাঃ খুব ভালো!

কুন্তী। রাগ করছিস কেন? ও তোর গুরুজন না? আর তোমাকেও বলি বাবা যুধিষ্ঠির, বাস্তবিকই তুমি নিজে কিছু কম্মের নও, এক বক্তিমে করা ছাড়া। ওকে বাধা দিও না। আমি নিজের চোখে দেখেছি, ও বহু মহাবল পরাক্রান্ত মহাকায় সব রাক্ষসদের এক একটি গদার ঘায়ে মাটিতে সব ফ্ল্যাট করে দিয়েছে। তুমি কিছুমাত্র ভীত হয়ো না। ও এখনই বকরাক্ষসকে সাবাড় করে ফিরে আসবে।

যুধিষ্ঠির। হ্যাঁ শুধু কি আর বককে সাবাড় করবে। উপরন্তু ঐ সব উপাদেয় সামগ্রীগুলিকেও সাবাড় করবে।

হিড়িম্বা। সত্যি কাউকে কিছু দেবে না? সব একা খাবে?

ভীম। তা হলে তোমরা এখন ঐসবই কর, আমি চলি। ও আঁটলো-বাঁটলো, গেলি কোথায়?

(নেপথ্যে আঁটলো বাঁটলোর কণ্ঠস্বর শোনা যায়,—এই যে স্যার। সব রেডি।)

কুন্তী ও হিড়িম্বা। তা' হলে এসো। দুগ্‌গা দুগ্‌গা।

অর্জুন। দুগ্‌গা দুগ্‌গা।

নকুল ও সহদেব। দুগ্‌গা দুগ্‌গা।

অর্জুন। ফের্!

॥ দ্বিতীয় দৃশ্য ॥

বকের আবাসের সম্মুখভাগ

(ঘটি গামছা সাবান ইত্যাদি সহ বক ও তার দুই অনুচরের 'স্নান নৃত্য' ও প্রস্থান। ভীমসেন ও খাদ্যাদি সহ আঁটলো-বাঁটলোর প্রবেশ)

আঁটলো। আর কত এগুবে দাদা? আর ত পারিনে।

ভীম। অ্যাঁ? আচ্ছা, এই খেনেতেই রাখ দিকি নি।—আহা-হা ও কী করছিস? পোলাওটার পাশেই কালিয়া রাখ্। তারপর ওধারটাতে মণ্ডা মেঠাইগুলো থুয়ে দে। নইলে বকের যে ভারী অসুবিধে হবে। জল এনেছিস? আ সর্বনাশ, জল আনতে ভুলেছিস ত? ঈশ, এমন ভালো খাওয়াটা একেবারে মাটি! বক বেচারীর যদি গলা শুকিয়ে যায়?

বাঁটলো। না গো না, সব এনেছি। খাবে ত ঐ বক হতভাগা, তা আপনি এত উতলা হচ্ছেন কেন কত্তা?

ভীম। উতলা হব না, বলিস কি রে? যে অতিথি মানুষ, তার খাওয়া নিয়ে উতলা হব না ত কার খাওয়া নিয়ে উতলা হব? তোদের যে একেবারেই কোন জ্ঞানগম্যি হয়নি দেখছি। নে, এখন দে তো আমার হাতে একটু জল বকের খাবার দাবারগুলো একটু গুছিয়ে দিই।

(হাত ধুয়ে খাবারের সামনে ভীমের আসন পিঁড়ি হয়ে উপবেশন)

আঁটলো। বক এলেই কিন্তু আমরা সরে পড়ব স্যার বলে রাখলুম। ঠাকুমার ব্যামো; সেবা করবার, কাঁধ দেবার লোকের দরকার।

ভীম। যা না, এখুনি যা। ঠাকুরমার ব্যামোতে দেরী করতে নেই। পালা, পালা।

বাঁটলো। উঁহু! সেটি হচ্ছে না কত্তা। মা-ঠাকৃরুণকে কথা দিয়ে এসিচি, খাবার দাবারগুলো যাতে যথাস্থানে পৌছয় সেটি দেখে

যাব। আমরাও যাই, আর আপনিও সুবিধে বুঝে সব সাঁটাবেন, সেটি হবার জো নেই।

ভীম। বটে? বটে? তবে বককেই ডাকা যাক। (উচ্চৈঃস্বরে) বক, ও বক, বক রে, তোর খাবার এনেছি রে, গেলি কোথা? হেই বক, হোই বক, বক রে।

আঁটলো। ওরে বাবারে, এবার বুঝি এল রে। চল, আর দেরী নয়! পৈতৃক প্রাণটি নিয়ে সময় থাকতে চম্পট দিই।

(আঁটলো ও বাঁটলোর পলায়ন)

ভীম। আঃ, এবার একটু আরাম করা যাক। আচ্ছা,—নুন টুন যদি ঠিক না হয়ে থাকে? তা হলে ত বক বেচারীর বড়ই কষ্ট হবে। তা হলে ত একটু চেখে দেখাই কর্তব্য বলে মনে হচ্ছে। (একটার পর একটা হাঁড়ির ঢাকনা খুলে একটু একটু চাখন) বাঃ! বেড়ে রেঁধেছে ভাই এটা!—ও ব্বাওয়া? এটা যে আরও সরেস!—আহাহাহা! এর সঙ্গে যে মদ্দুর কোন তফাৎ নেই!—(আর একটা) কি খাওয়ালি রে বাপ! জন্ম জন্ম ধরে যে খালি জিভ চুলকুব আর কেঁদে কেঁদে বলব 'কি খেলুম রে কি খেলুম!' (থাবা থাবা ভোজন) আঃ! নরজন্ম কি কি সাধে বলে! বহু পুণ্যে নরজন্ম হয়। দেওতা হয়ে কি সুখ রে বাবা তোরাই বল্? শুধু অমৃত খেয়ে কি আমাদের শানায় রে? হ্যাঁরে? আহাহাহা! সায়েবরা যে চিংড়িমাছের মুণ্ডু খায় না, কি পাপিষ্ঠ বল দিকি নি? আর যাই হোস, রে বাবা, কখনও সায়েব হোস নি।—কি রেঁধেছে বাবা সত্যি!

(দূরে গর্জন) আহা, এমনি একটা ভালো দিনে কে গোল কচ্ছিস বল্ ত? নারে বাবা, জন্ম জন্ম এইখেনেই পড়ে থাকতে চাই। সগ্‌গেও যেতে চাই না, কোথাও যেতে চাই না।

(আরো কাছে গর্জন) উঃ! কি মানুষ রে বাবা! এই সময়ও চ্যাচাও?—আঃ, এগুলি যে রেঁধেছে সে সাক্ষাৎ পিতামহ ব্রহ্মা! হিড়িম্বাটা কোন কম্মের নয়। একটা ওয়ার্থলেসের একশেষ!

(একজন রাক্ষসের প্রবেশ)

আরে আরে বক নাকি! তা এসো ভাই বক, ওদিকটাতে বস। আমি আর এখন নড়তে পাচ্ছিনে।

রাক্ষস। ওরে ও লক্ষ্মীছাড়া! তোর পরাণে ভয়ডর নেই? বড় যে খাবারগুলো খেয়ে ফেলছিস্?

ভীম। ওমা, কী বলে! খেলুম কোথায়? কেমন হল না হল একটু শুধু চেখে দেখছিলুম। তোরই সুবিধে করে দিচ্ছিলুম। সাধে কি শাস্ত্রে বলে কারুর উপকার করতে নেই।

রাক্ষস! প্রথম কথা হল শাস্ত্রে মোটেই ওসব বলে না। দ্বিতীয় কথা হল, আমার সুবিধে কচ্ছ মানে?—ও, তুমি বুঝি আমাকেই বক ঠাউরেছ? আর আমাকেই দেখে বুঝি ভয়ে ঠকাঠক হয়ে যাচ্ছ? হাসালে বন্ধু! আমি হলাম গিয়ে বকের ভাই ঠক্। আমার দাদাকে যদি দেখ ত তোমার দুই চক্ষু চড়ক গাছ হয়ে যাবে বলে রাখলুম। হাত পা পেটের মধ্যে সেঁদিয়ে যাবে। চুরি করে খাওয়া তখন তোমার বেরুবে। দাদা চান করতে গেছে, এখুনি হালুম হালুম করতে করতে এই এল বলে! ভালো চাও ত আগে ভাগেই কেটে পড়। সর, সর, উঠে পড়। আমিই বরং ঐখানটাতে বসে জিনিসপত্র আগলাই।

ভীম। ইল্লি! দেখি দেখি চাঁদমুখখানি দেখি একবার! আমি উঠি, আর উনি আমার জায়গাটিতে বসে এত কষ্টের সব খাবার চেঁচে পুঁচে সাবাড় করুন আর কি! ওসব হবে টবে না! ভারী আমার বকের জন্য সহানুভূতি দেখাতে এয়েছেন! এখন এখান থেকে মানে মানে পালাও। নইলে একটি প্রচণ্ড ঘুষিতে তোমার থোঁতা মুখ ভোঁতা করে দেব! যাও, পালাও!

(ঘুষি প্রদর্শন)

রাক্ষস। (কাঁদো-কাঁদো সুরে) বাঃ! আমি কি করলুম? উনি দিব্যি বসে বসে আমার দাদা বেচারীর খাবার গিলছেন, আর আমি একটু কিছু বললেই যত দোষ। বেশ, তবে তাই

হোক্। দাঁড়াও না আমিও এখুনি গিয়ে দাদাকে ডেকে আনছি। দেখো তোমাকে কেমন পিটিয়ে ছাতু বানায়।

ভীম। কি আপদ! যা না, তাকে ডেকে নিয়ে আয়। আরে, তার জন্যেই ত পথ চেয়ে বসে রয়েছি। নইলে আমার আর কী বল্?

রাক্ষস। (চীৎকার করে) ও দাদা, ও বক দাদা, বলি চান করতেই যদি দিন কাবার হল ত খাবে কখন? ও দাদা, ও বক দাদা, এদিকে যে একটা বদমাইস লোক সব খেয়ে ফেলল! ও বক দাদা, বক দাদা গো—

(ডাকতে ডাকতে রাক্ষসের প্রস্থান)

ভীম। গেল চলে? আঃ! বাঁচা গেল। কোথাও যে একটু নিরিবিলি হাত-পা মেলে আরাম করে বসব, তার উপায় নেই। তাও বাবা, ঐ হিড়িম্বাটার ক্যাঁচক্যাঁচানি থেকে খানিকক্ষণের মতন রেহাই পাওয়া গেছে।—অ্যাঁ! ও কি! ওটা আবার কে?

(ঘোমটা দিয়ে হিড়িম্বার প্রবেশ)

কি জ্বালা! আবার এসে জুটেছ? পালাও, পালাও এখান থেকে। নইলে এক্ষুনি বক এসে তোমাকে খেয়ে ফেলবে!

হিড়িম্বা। আচ্ছা, আসুক ত সে। তারপর কে কাকে খায় দেখা যাবে'খন। ঐ বড় হাঁড়িতে কী আছে?

ভীম। ও হিড়িম্বে, ঐ ব্রাহ্মণী বুড়ির পা ধুয়ে চারটিখানি জল খেতে পারিস না রে? কি রেঁধেছে বাবা! মুখে দিলে চোখ আপনা থেকেই বুজে আসে। দেখবি চেখে? তোকে একটু একটু দেব, অন্ কণ্ডিশন যে তোকে ঐরকম রাঁধতে হবে। পারবি ত?

হিড়িম্বা। কি যে বল। তা আবার পারব না? একবার সেই বনের মধ্যে গাছের তলায় দাদার জন্য এমনি তোফা হু-ঠ্যাং রেঁধেছিলুম, দাদা ত গলে জল! নিজের গলা থেকে গজমতির

মালা খুলে আমাকে দিয়ে বললে—"ওরে হিড়িম্বে, তোর মত কেউ রাঁধতে পারে না। ব্রাহ্মণীদের ঠাকুরমারাও না!" আর আজ কি না তুমি আমাকে ব্রাহ্মণী দেখাচ্ছ। (খেতে খেতে) কই, দাও ত আরও চাট্টি, সত্যিই বেড়ে রেঁধেছে! বুঝলে গো, খাওয়া হল গিয়ে আমাদের জেতের পেশা। যেমনি রাঁধতেও পারি, তেমনি খেতেও পারি। আর তার ফলে শরীরেও যেমনি শক্তি, মনেও তেমনি সাহস। আমাদের বুকের ভিতর দিবারাত্র হাঁই হাঁই করে সিংহ ঘুরে বেড়ায়। ভয় ডর কাকে বলে আমাদের জানা নেই। (সহসা দূরে গর্জন শুনে) ও বাবা গো! ওটা আবার কি?

ভীম। অ্যাঁ, ভয় পেলে নাকি? এই যে বললে ভয় ডর কাকে বলে জানো না, বুকের মধ্যিখানে সিংহ চরে বেড়াচ্ছে? কই সে?

হিড়িম্বা। আরে দুৎ, ভয় পাব কেন? হাত-পাগুলো কেমন ধারা এলিয়ে যাচ্ছে কিনা, তাই। (পুনরায় গর্জন) বাঁবাঁরে! ঐ গাঁছগুলোর পিছনে বরং এঁকটু লুকোই। (পলায়ন)

ভীম। দেখলে, মেয়েদের কাণ্ড দেখলে? লম্বাচৌড়া বক্তিমে, আর কাজের বেলা অষ্টরম্ভা। নাঃ, বক্তিমে শুনে শুনে ক্ষিদেটা আবার চাগিয়ে উঠেছে। সেই কখন ঘুম থেকে উঠে অষ্টগণ্ডা লুচি সন্দেশ দিয়ে জলযোগ করেছিলুম, তারপর থেকে এই এত্তটা বেলা পর্যন্ত গুটি পাঁচেক কাঁটাল, আর বিশ পঁচিশটে ন্যাংড়া আম, আর তারপর চাট্টিখানিক দই ভাত আর এই দুই হাঁড়ি দই আর সের পাঁচেক ছানা ছাড়া দাঁতে কিছু কাটি নি! মাগো, কেমন যেন দুব্বল-দুব্বল লাগছে গো! এখন কি করা যায়? অ্যাঁ। কি করা যায়, কি করা যায়,—ঠিক হয়েছে! একটু টিপিন খাওয়া যাক্। একা একা এত খেলে বকটার নির্ঘাৎ পেটের ব্যামো হবে।

(গর্জন করতে করতে বকের প্রবেশ)

বক! (দু চোখ কপালে তুলে) কে রে হতভাগা তুই? প্রাণের উপর বুঝি ঘেন্না ধরে গেছে, তাই আত্মহত্যে কত্তে এইছিস? (ভীমের একমনে ভোজন। ভীমের ঘাড়ে টোকা দিয়ে) শুনতে পাচ্ছিস

না? কালা নাকি? আমার খাদ্য যে বড় খেয়ে ফেলছিস, পরাণে তোর ভয় নেই? ওঠ্ বলছি।

(ভীমের হাস্য ও ইঙ্গিতে বককে প্রস্থান করবার নির্দেশ)

বক। (রেগে ভীমের পিঠে কীল-চড় মারতে মারতে) লক্ষী-ছাড়া, বাঁদর, পেটুক দামু কোথাকার! (ভীমের অল্প একটু কনুইয়ের গুঁতো খেয়ে) যাও, ভালো লাগে না, অসভ্য কোথাকার। পেটে আমার লাগে না বুঝি? (প্রাণপণে প্রহার করতে করতে) ইডিয়ট্ কাঁহিকা, ঠ্যাং ভেঙ্গে তালগোল পাকিয়ে দেব, মুণ্ডু ছিঁড়ে ফেলে দেব। গলা টেনে ইয়া লম্বা করে দেব।—ই কি! পাথর দিয়ে তৈরী নাকি রে বাবা? লাগে টাগেও না?—হঁ্যারে, তুই কী রে বাবা!

(বক কিছু দূরে গিয়ে ছুটে এসে ভীমের পিঠে লাফিয়ে পড়ল, আর তখুনি কাঁধ-ঝাঁকানি দিয়ে ভীম বককে ফেলে দিল।)

বক। উঃ, গেলাম গো! হাঁটুটা আমার উল্টোবাগে হয়ে গেছে নিশ্চয়। কি সাংঘাতিক লোক রে বাবা! (হাঁড়ির দিকে তাকিয়ে) কি সর্ব্বনাশ। অদ্ধেকের বেশী শেষ করে দিয়েছে! ব্যাটা তোর পেটে কি দাবানল জ্বল্‌ছে নাকি রে? আরে ওঠ্ না। ওঠ্ বলছি। ওসব আমার খাবার। এত মহা ফ্যাসাদে পড়া গেল! নড়েও না, চড়েও না, সমানে খেয়ে যাচ্ছে। কি জ্বালা! এর একটা ব্যবস্থা করতে না পারলে ত চলছে না। (কিঞ্চিৎ চিন্তা করে) হঁ্যা, ঠিক হয়েছে! একটা গাছ আনছি। এবার বাছাধনকে টের পাওয়াচ্ছি!

(বকের প্রস্থান ও বিশাল এক গাছ কাঁধে নিয়ে পুনঃ প্রবেশ। সঙ্গে সঙ্গে ভয়ে ভয়ে গোটা তিন রাক্ষস ও সেই প্রথম গানের দুই-এক পদ গাইতে গাইতে নারদের প্রবেশ)।

রাক্ষসত্রয়। হঁ্যা, এইবার ঠিক জমবে। লেগে যা। নারদ! নারদ!

বক। এইবার মজাখানা টের পাবে বাছাধন। গাছ এনেছি।

॥ তৃতীয় দৃশ্য ॥

(যুদ্ধস্থল। ভীম ও বক তালঠুকে পাঁয়তারা কষছে। তাদের ঘিরে দর্শক হয়ে দাঁড়িয়ে আছে নারদ ও রাক্ষসরা !)

বক। বলি ও পিঁপড়ে, বকরাক্ষসের সঙ্গে যে বড় যুদ্ধু করতে এইছিস, বলি লাইফ ইন্‌সিয়োর করেছিস ত ? জানিস তোকে আমি এক্ষুনি চিপকিয়ে মেরে ফেলব ? বাড়ীর লোকদের কাছ থেকে ভালো করে ফেয়ারওয়েল নিয়েছিস ? যাকে যা যা বলবার শেষবারের মত বলেছিস ? যা যা দেবার থোবার, সব দিয়েছিস ?

ভীম। ওরে ও বক ! আমার জন্য তোর আর অত ভাবতে হবে না। বরং তোর ভাবনাতেই আমি গেলাম। এক্ষুনি প্রচণ্ড এক ঘুষিতে তোকে একটা তালগোল পাকিয়ে দেব, তা জানিস ? কোথায় তোর হাত পা নাক মুখ চোখ কান ভুঁড়ি, তোর বাপ-ঠাকুরদাদারাও চিনতে পারবে না রে। তখন তোর অবস্থাটা কেমন হবে বল্‌ দিকি ?

বক ! বটে ! ছোটবেলা থেকে আজ অবধি তোর মত যত অপোগণ্ড নরাধম মেরেছি, সবগুলোকে টান টান করে লম্বালম্বি শুইয়ে দিলে পৃথিবীর চার দিকে তিন বার ঘুরে আসবে, তা জানিস ?

ভীম। বলিস কি রে বক ? অতগুলো মানুষ তোর সামনে এসে একবারটি দাঁড়ালেই যে তুই ভয়ের চোটে পেলিয়ে যাবি !

বক। বটে ! বটে ! দাঁড়া—

(নেপথ্যে যুদ্ধের বাদ্য। বকের যুদ্ধনৃত্য এক মিনিট।)

ভীম। আরে বাবারে ! এ যে দেখি বেজায় তড়পায় ! আয় তবে আয়।

(এবার ভীমেরও নৃত্য। কিছুক্ষণ পর ক্লান্ত হয়ে দুজনের বসে পড়া।)

১ম রাক্ষস। ইক্কিরে বাবা ! এরা যে দেখি পরাণ ভরে খালি নেত্য করে। যুদ্ধু টুদ্ধু হবে না ?

নারদ। ওমা, সে কি কথা ! আমি বলি বুঝি এরপর লড়াই না হয়ে

(ধাঁই ধাঁই করে গাছ দিয়ে প্রহার। ভীমের বাঁ হাতে গাছ কেড়ে নিয়ে নারদের দিকে নিক্ষেপ ও নিবিষ্টভাবে ভোজন।)

বক। ইকিরে বাবা! একেবারে তাজ্জব বনে গেলাম! তখন থেকে এয়সা পিটছি, তবু কিছু হয় না! দাঁড়া, আরও অনেক বড়, আর অনেক শক্ত একটাকে নিয়ে আসি।

(বকের প্রস্থান)

(ওদিকে গাছের ডালের খোঁচা লেগেছে নারদের গায়ে)

নারদ। এই, তোদের কাছে আইডিন-টাইডিন আছে ?

রাক্ষসত্রয়। যান মশাই। মরছি নিজেদের জ্বালায়, আর উনি এসেছেন 'আইডিন আছে? ব্যাণ্ডিস আছে?' বলি, আমরা কি দাতব্য চিকিৎসালয় নাকি ?

(বড় গাছ নিয়ে বকের পুনঃপ্রবেশ)

বক। সর, সর, পথ ছাড়।

নারদ। ঐ গাছফাছ দিয়ে কিছু হবে না দাদা। মাথায় একটা স্নুপুরি বসিয়ে বরং লাগাও খড়ম।

বক। আমার ব্যাপারে তুমি নাক ঢোকাতে এসো না ঠাকুর। সর, পথ আটকো না।

(ভীমকে প্রহার। ভীম খাওয়া শেষ করে, মুখ ধুয়ে, বকের কাপড়ে মুখ মুছে, নারদকে বলল—)

ভীম। আঃ! বেড়ে খাওয়াটা হল। ও ঠাকুর, তোমার বটুয়াতে পান কি মশলা কি হরতুকি বা কোনও রকম মুখশুদ্ধি আছে নাকি ?

(নারদের কাছে ভীমের হরতুকি গ্রহণ। বকের ক্রমাগত প্রহার। ভীমের হরতুকি মুখে ফেলে গা ঝেড়েঝুড়ে জুতো পায়ে দিয়ে আস্তিন গুটিয়ে সহসা বকের চুলের মুঠি ধারণ।)

ভীম। আচ্ছা এবার চলে আয়।

(নেপথ্যে যুদ্ধের বাদ্য। রাক্ষসদের আস্ফালন।)

যায় না। তাই কাজ ফেলে ছুটে এনু। আমার ভাই মারামারি ব-ড্ড ভাল লাগে। কিন্তু কিছুই দেখছি না যে?

২য় রাক্ষস। ধেৎ! সব যেন যাত্রাদলের সং! আজকের দিনটাই মাটি! (নারদের দিকে চেয়ে) হেই ঠাকুর, তুমিই বা দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া কী দেখ্‌তেছ? একটা কিছু লাগিয়ে দাও না।

নারদ। আরে দুর-দুর! ওরা আবার যুদ্ধু করবে! তবেই হয়েছে! তার চেয়ে দুজনায় মিলে একটা সখের থিয়েটার পার্টি খুলে বসলেই পারে! আমরা টিকিট কেটে মজা দেখে আসি।

৩য় রাক্ষস। আমারও ভাই, থিয়েটার দেখতে ভা-রী মজা লাগে। কিন্তু টিকিট কাটার জন্য আমার একটাও পয়সা নেই কিনা, তাই আমার কিচ্ছু দেখা হয় না।

নারদ। কিচ্ছু দেখা হয় না কি রে? আয়নায় গিয়ে নিজের মুখটা দেখলেই পারিস, তাহলে তোর সং দেখা হয়ে যাবে।

১ম রাক্ষস। আচ্ছা ঠাকুর, তা হলে কি সত্যই আজকের মারামারিটা হবে না?

নারদ। হবে না মানে? আলবাৎ হবে।

২য় রাক্ষস। আমাদের এত জনাকে এতক্ষণ ধরে এত আশা দিয়ে এসে এখন বললেই হল মারামারি করবে না? ইয়ার্কি নাকি? মারামারি করতেই হবে।

নারদ। করতেই হবে। করতেই হবে।

বক। (উঠে দাঁড়িয়ে বুক চাপড়ে)

আমার নাম বক।
আমার ভয়ে কুরুপাণ্ডব কাঁপে ঠক্‌ঠক্‌।

ভীম। (উঠে দাঁড়িয়ে)

আমার নাম ভীম।
আমার নামে রক্ষোকুলের হাত পা ঝিম্‌ ঝিম্‌।

বক। থামা থামা বক্‌বকানি।
দেমাক্‌ দেখে অবাক মানি!
চাল নেই,
চুলো নেই।
রাজ্য থেকে তাড়া খেয়ে,
ল্যাজ গুটিয়ে পালিয়ে গিয়ে,
হেথায় এসে দাপদাপানি।
থামা থামা বক্‌বকানি।

ভীম। বলি ওহে গুণধর!
সামনে থেকে এবার সর।
নিরীহ সব গ্রামবাসী
তাদের সুখশান্তি নাশি,
সবার উপর অত্যাচারি,
খাসা আছ, বলিহারি।
আজ এসেছে ভীমসেন,
ঘুচবে তোমার লেনদেন।
একটিমাত্র গদার ঘায়ে, যেথা থেকে এসেছিলে,
শেষ কটি কথা বলে, আবার সেথায় যাবে চলে।
কাঁদবে না তো কেউ।

১ম রাক্ষস। ও ঠাকুর, মারবে বলছে! এবার একটা কিছু হবেই হবে বলে মনে হচ্ছে যে! কেয়াবাৎ! কেয়াবৎ!

২য় রাক্ষস। হ্যাঁ, এবাব একটা কিছু না হয়ে যায় না!

নারদ। (সুর করে) ওরে নারদ নারদ বল।

বক! উঃ, তোরা যে বড্ড গোল কর্চ্ছিস! তোদের এখানে কে ডেকেছে বল ত? তোদের কি কোনও কাজকম্ম নেই?

ভীম। হ্যাঁরে, তোর তাতে কি রে বক? ওদের যদি কাজকম্ম নাই থাকে, ওরা যদি বেকারই হয়, তোর তাতে কোন্ অসুবিধাটা হচ্ছে তাই বল? না হে, এই আহাম্মুকটার কথায় তোমাদের

কান দিতে হবে না। তোমরা আমার দলের লোক। বরং তোমরা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখ আমি রাস্কেলটাকে ক্যায়সা একটা ডবল রদ্দা কষিয়ে দিই। তারপর একটা ডান-পট-কান লাগিয়ে ব্যাটা লক্ষ্মীছাড়াকে একেবারে ভূমির উপর পাটির মত বিছিয়ে দেব। যাকে বলে একেবারে 'মাটিং চকার' করে দিই কেমন একবার শুধু চেয়ে দেখ।

বক। তাই বটে! তাই বটে! নেহাৎ তোকে একটা উচিত শিক্ষা না দিলেই নয় দেখছি! (হাতের বাইসেপ চাপড়ে) উঃ! তোকে ফালাফালা করে ছিঁড়ে ফেলবার জন্য, হাত দুটো চিড়বিড় করছে। (বুক চাপড়িয়ে) একবার এমনি জাপটিয়ে ধরব যে এক্কেবারে আলুভাতে বানিয়ে দেব। (ট্যাঁক থেকে বটুয়া বের করে নারদের হাতে দিয়ে) ধর ত ঠাকুর আমার মনিব্যাগটা। নইলে ভীমভবানী প্যাঁচটা কষবার সময় আমার ভারী অসুবিধা হবে। তাছাড়া, ঐ ব্যাটাকেই বা বিশ্বাস কি? গোলমালের মধ্যে কখন আমার পকেট মারে তারই বা ঠিক কি? নিজের ট্যাঁক ত গড়ের মাঠ।

ভীম। (বকের পিঠে প্রচণ্ড এক কিল মেরে) চোপ্। যতই কিছু বলি না, ততই তোর বাড় বেড়ে যায় দেখছি।

(কোলাহল। কুন্তী, হিড়িম্বা, যুধিষ্ঠির প্রভৃতি সকলের প্রবেশ)

হিড়িম্বা। এই যে, এইবার একটা মারপিট না হয়ে যায় না। কেমন চোখ রাঙ্গাচ্ছে দেখেছ?

যুধিষ্ঠির। বৎস ভীম, তোর আর কোন ভয় নেই রে ভাই। এই যে আমরা চারজনা এসে পড়েছি। কে তোকে মারে দেখব। আয়, এই সুযোগে তুই টপ্ করে আমাদের কাছে পালিয়ে আয় ত। তোর সব বেয়াদপি ক্ষমা করে, আমরা তোকে সাহায্য করতে এসেছি।

কুন্তী। (বককে) আর তোমারই বা কি আক্কেল বাপু। তিন কাল গিয়ে এক কালে ঠেকেছে, তবু ঐ ছেলেমানুষের সঙ্গে লাগতে যাও?

যুধিষ্ঠির। ভীম, ভীম, তোকে উদ্ধার করবার জন্যই আমরা এইছি। এই বেলা পালিয়ে আয়।

অর্জুন। ঈশ্! বকটাও আবার সব স্যাঙ্গাৎ-শাকরেদ জুটিয়ে এনেছে দেখছি। দুষ্টু লোকদের কি আর সঙ্গীর অভাব হয়?

নকুল! মোটেই না, মোটেই না, দুনিয়াশুদ্ধ সবাই তাদের বন্ধু।

সহদেব। হ্যাঁ, সক্কলের সঙ্গে একেবারে গলায় গলায় ভাব!

অর্জুন। আচ্ছা, তোরা কি এখানে এসেও টিয়েপাখীর মত বুলি আওড়াবি না কি? তখন থেকে বারণ করছি না।

(যুদ্ধের বাদ্য। নারদ প্রভৃতির ব্যস্তভাব।)

নারদ। আহা, আপনারা এসে সব মাটি করে দিচ্ছেন। সরুন, সরুন, ওদের জায়গা দিন।

৩য় রাক্ষস। ভীষণ যুদ্ধ হবে, তাও জানেন না?

২য় রাক্ষস। এক্ষুণি সাংঘাতিক মারামারি হবে। দুজন দুজনকে ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে ফেলবে।

১ম রাক্ষস। দু-তিন ঘণ্টা ধরে দারুণ যুদ্ধ হবে। এও ছাড়ে না, ও-ও ছাড়ে না। চারিদিক অন্ধকার করে আসবে। চাঁদ সূয্যি ভয়ের চোটে মুখ ঢাকবে। আকাশ থেকে তারারা সব খসে পড়বে। বাজ পড়বে। ভূমিকম্প হবে। রক্তগঙ্গা বইবে। সবাই মরে কুচি কুচি হয়ে যাবে। ঈশ্!

হিড়িম্বা। কী মজা! না রে?

২য় রাক্ষস। কিন্তু তাহলে দুজনেই মরে কুচি কুচি হয়ে গেলে যুদ্ধে কে জিতবে? আমি যে আটআনা পয়সা বাজি ধরেছি।

৩য় রাক্ষস! অ্যাঁ! তাই ত! আমিও ত তাই। তা হলে কী হবে?

হিড়িম্বা। হ্যাঁগা, মাঝখানে একবার টিপিনের ছুটি হবে না?

নারদ। টিপিন কি কিছু বাকি রেখেছে যে টিপিনের ছুটি হবে মাঠাকরুণ?—ইদিকে তোরা সবাই মিলে ত আচ্ছা মজা লাগিয়েছিস। এইবার থাম্ দিকি নি। ঐ দেখ্ সুরু হল বলে।

(সকলের ইদিক উদিক বসে পড়া, ভালো জায়গা নিয়ে ঠেলাঠেলি··· ইত্যাদি। মাঝখানে দ্বন্দ্বযুদ্ধের জায়গা। ভীম ও বকের পরস্পরকে অবলোকন। তারপর ভীষণ যুদ্ধ! একবার ভীম

সরে যায়, একবার বক। অবশেষে ভীম বককে বগলদাবা করে! রণবাদ্য। পাণ্ডবদের উৎসাহ। রাক্ষসদের হতাশা। খানিক পরে বককে দূরে নিক্ষেপ করে ভীম রক্তচোখে তাকায়।)

নারদ। ঈশ্! দেখলি! বকটাকে তুলে কোথায় ছুঁড়ে ফেলে দিল!

ভীম। আর কারো মরবার সখ হয়ে থাকলে এগিয়ে এসো। (রাক্ষসদের প্রতি) কি? তোমাদের কিছু বলবার আছে?

রাক্ষসগণ। (হাঁটু গেড়ে) না স্যার। না স্যার।

ভীম। (পাণ্ডবদের প্রতি) তোমাদের কিছু বলবার আছে?

যুধিষ্ঠির। আরে না না। আমরা আবার কী বলব?

অর্জুন। শুধু তোমাকে অভিনন্দন করা ছাড়া আমাদের আর কোনও কর্তব্য নেই।

নকুল। ঠিক, ঠিক, কিছু করব না, শুধু তোমার প্রশংসা করব!

সহদেব। হ্যাঁ, হাত পা গুটিয়ে বসে থাকব, আর থেকে থেকে তোমার জয়গান করব।

কুন্তী। বাছা, বক্ষে এসো। আর কক্ষণও ওরকম মারামারি কোর না।

হিড়িম্বা। আর অত খেও না। ওতে চিত্ত তামসিক হয়ে যায়। অন্যরা কিছু পায় না।

ভীম। এই রাক্ষসরা, যা তোদের ছেড়ে দিলাম। কিন্তু মনে রাখিস, এখন থেকে নিরামিষ খাবি, হরিনাম করবি, আর কক্ষণও যুদ্ধের সময় ওরকম হট্টগোল করবি না। যা, পালা। (রাক্ষসদের পলায়ন)

কুন্তী। (নারদকে প্রণাম করে) ভগবন্, এবার তোমায় চিনেছি। তুমিই যে এই সমস্ত ব্যাপারটার মূলে, সেটা এতক্ষণে আমি হাড়ে হাড়ে বুঝেছি ঠাকুর। এবার তা হলে আমাদের সকলকে আশীর্বাদ করে বিদায় দাও।

নারদ। বেশ, তাই হোক। এই বর দিলাম যে, যখনই তোমার পুত্ররা ঝগড়াঝাটি করবে, তখনই তারা জয়যুক্ত হবে। এখন যদিও ঐ বক-নিশাচরকে বধ করে তোমাদের কোন পাপই হয়নি, তথাপি বাড়ী ফিরে গিয়ে সবাই মিলে কিঞ্চিৎ বেদগান কোরো। বলা ত যায় না!

যবনিকা পতন